

शिव्याम कल्य



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 35 Issue ● 5 February, 2022, Saturday ● ২২ মাঘ, ১৪২৮, শনিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

রাজ্যের মূল ওয়েবসাই অসংখ্য ক্ষতচিক্তের

ত্রিপুরা স্টেট পোর্টাল, অফিসিয়াল

পোর্টাল অফ গভর্নমেন্ট অফ

ত্রিপুরা। নতুন সরকার ক্ষমতায়

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। এখন ডিজিটাল যুগ। দেশের প্রধানমন্ত্রী নিয়মিতভাবেই 'ডিজিটাল ইভিয়া'র সারবত্তা দেশবাসীকে আসার পর এই ওয়েবসাইটটিকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এবারের বাজেটেও তার প্রতিফলন ধরা

ঢেলে সাজানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটটি দেখেছেন পড়েছে। সেই নিরিখে দেখতে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ২২ হাজার ২৪৫ গেলে, বর্তমান সময়ে যেকোনও জন। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২, এই রাজ্যের জন্য তার নিজস্ব সরকারি ওয়েবসাইটটিকে সর্বশেষ

ওয়েবসাইটটি সে রাজ্যের 'মুখ'। অর্থাৎ প্রতিটি রাজ্যের প্রধান সরকারি ওয়েবসাইটেই এখন একেকটা রাজ্যের মুখচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। এ রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রধান যে সরকারি ওয়েবসাইট, তার তথা এই ওয়েবসাইটটি কেন ? একে নাম— ত্রিপুরা(ডট)গভ(ডট)ইন। এই ওয়েবসাইটটি খুললেই, প্রথমে চোখে পড়ে অশোকস্তম্ভের ছবি কারণ এক ঃ ত্রিপুরা স্টেট

কাপছে ধলাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আমবাসা, ৪ ফেব্রুয়ারি ।। ধলাই

জেলা সভাধিপতি রুবি গোপের

স্বজনপোষণ সহ বহুমুখী দুর্নীতি

নতুন কিছু নয়।এই নিয়ে বহু কেচ্ছা

কেলেঙ্কারির তথ্য সমৃদ্ধ প্রতিবেদন

প্রকাশ করেছে প্রতিবাদী কলম।

এমনকি জেলাধিপতির দুর্নীতি ও

স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে খোদ শাসক

দলের অন্দরে তথা স্বদলীয় অন্য

জেলা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে

যে অসস্তোষ দাবানলের মতো

ছড়াচ্ছে তাও একাধিকবার তুলে

ধরেছে প্রতিবাদী কলম। কিন্তু

প্রতিবারেই শাসক দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব

সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তা ধামাচাপা

দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং সফলও

হয়েছে। কিন্তু এই ধামাচাপা

দেওয়ার কৌশল সম্ভবতঃ এবার

বুমেরাং হতে চলেছে। কারণ ধলাই

'আপডেট' করা হয়েছে। রাজ্যের ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিরেক্টরেট থেকে ওয়েবসাইটটিকে নির্মাণ করা হয়। হঠাৎ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সরকারের প্রধান মুখ একে কয়েকটি বিষয়ের দিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে, ঠিক কি কারণ।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি ।।

সমগ্রশিক্ষা প্রকল্পে নিযুক্ত শিক্ষকদের

সাথে সীমাহীন বেতন বঞ্চনা নিয়ে

প্রতিবাদী কলমে সংবাদ প্রকাশের

কয়েক ঘন্টার মধ্যেই টনক নড়ল

রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের। শুক্রবারই ঐ

শিক্ষকদের নতুন বেতনক্রমের

নির্দেশিকা জারী করলো প্রকল্পের

রাজ্য মিশন অধিকর্তা। ঐ

নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্য

সরকারের সর্বশেষ পে ফিক্সেসন

অনুসারেই বেতন পাবে শিক্ষকরা।

এবং ২-৮-২০১৫ তারিখকে ভিত্তি

ধরে ঐ তারিখের পূর্বে III ক্যাটাগরি

তক্ত শিক্ষকদের মধ্যে যাদের ৫ বছর

পূর্ণ হয়েছে তাদের সেই দিন থেকে

নিয়মিত বেতন ক্রমের আওতায়

আসবে। সেই ক্ষেত্রে আর ও পি

২০১৫, ২০১৭ এবং ২০১৮

অনুসারে ধারাবাহিক বৃদ্ধি ক্রমে

নির্ধারিত হবে বেতন। তবে

প্রতিবাদী কলমে সংবাদের জেরে

ঐ শিক্ষকদের বেতন বঞ্চনা

আংশিক হ্রাস পেলেও তা

অনেকাংশেই বজায় থাকছে। কারন

এই নির্দেশিকা মূলে নিয়মিত

শিক্ষকরা যে তিন শতাংশ ডিএ

পাচ্ছে তা সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকরা

পাচ্ছেনা। সেই সাথে বেসিকের ৮

শতাংশ হাউস রেন্ট এবং এডিসি

এরপর দুইয়ের পাতায়
এলাকায় কর্মরতদের জন্য যে হিল

চোখ রাখলেই রাজ্যের রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্য এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব'র ছবি চোখে পড়বে। ছবি দুটোর নিচেই বড় বড় করে লেখা— স্পিচেস। অর্থাৎ 'স্পিচেস' শব্দটিতে ক্লিক করলেই ত্রিপুরার প্রধান সরকারি ওয়েবসাইটের, রাজ্যের রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বক্তৃতা পাওয়া যাবে। কিন্তু বর্তমান রাজ্যপালের ছবির নিচে 'স্পিচেস' শব্দটিতে ক্লিক করলে ২০১১, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ সালের মোট পাঁচটি বক্তৃতা পাওয়া যায়। সর্বশেষ যে বক্তৃতাটি এই ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে, সেটি ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখে তদানিস্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় রেখেছিলেন। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৬ তারিখের একটি বক্তৃতা, তদানিস্তন রাজ্যপাল পি বি আচারিয়া'র। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার এরপর দুইয়ের পাতায়

অ্যালাউন্স রয়েছে সেই সব থেকেই

বঞ্চিত রাখা হচ্ছে সমগ্রশিক্ষার

শিক্ষকদের। এখানে উল্লেখ করা

যায় যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায়

আসার পর সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকদের

দূর দূরান্তে এমনকি অন্য জেলায়

ও বদলী করছে দপ্তর। রাজ্য

সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী

নিজ বাড়ি থেকে আট কিলোমিটার

দূরত্ব হলেই কর্মচারীরা হাউস রেন্ট

পেয়ে থাকে। যা তাদের অধিকার।

দরজা খুলতে এলেন সুনীল দেওধর!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। লোকে বলে বিপদতারণ তিনি। বিপদভঞ্জনও। দল যখন শৃন্যে, তাকে পূর্ণ করার দায়িত্ব যেমন পড়েছিলো তার উপর তেমনি পূর্ণ দলকে অটুট রাখার বীজমন্ত্রের ডাকও পড়েছে তার। তিনি এ রাজ্যের গেরুয়া রাজনীতির পিতামহ--- পদ্ম ঝড়ের সর্বাধিনায়ক। সবকিছুতেই ছিলেন, আছেনও। আবার কোথাও যেন তিনি অস্তিত্বহীন। শুধু বিপদকালেই বরাবয় হিসেবে ডাক পড়ে তার — সুনীল দেওধর। রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন প্রভারী বিজেপির জাতীয় সম্পাদক। রাজনীতিগতভাবে ভাবে তিনি ত্রিপুরা ছেড়ে এখন দক্ষিণের গেরুয়া রাজনীতির অভিভাবক। কিন্তু বিপদকালে ফের ডাক পড়েছে তার। বর্তমানে রাজ্যে অবস্থান করছেন তিনি। দলকে অটুট রাখার, বাগিদের বাগে আনার মহামন্ত্র তার কাছ থেকেই নিচেছ দল। রামভক্তদের রামায়ণ শ্রবণ করানোর মতোই এই বিপদকালে

তাকেই 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

এই মর্মে তিনি সামাজিক মাধ্যমে

ফেসবুকে একটি পোষ্টও শেয়ার

করেছেন।এতে তিনি উল্লেখ করেন

যে , বৃহত্তর আন্দোলনই হল এই

বঞ্চনা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে,

সমগ্রশিক্ষার শিক্ষকদের বৃহত্তর স্বার্থে

ঐ শিক্ষকদের তিনটি সংগঠনকে

এক ছাতার তলা এসে জয়েন্ট

মুভমেন্ট কমিটি গঠনের ডাক

দিয়েছেন বাস্তব বাবু। বাম মনস্ক

কর্মজীবনে কোনো মুখ্যমন্ত্রী তো দূরের কথা, কোনো বিধায়ক এমনকি, পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিও একবারের জন্যেও জিজ্ঞেস করেননি, কেমন আছি। মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে হাবিলদার দিলীপ দেববর্মার অশ্রুসজল নয়নে, আবেগতাড়িত কথায়, যেন সব্বাই বাকরুদ্ধ। উল্লেখ্য, তিনি টিএসআর নবম বাহিনীর অন্তর্গত বাগমারা পোস্টে কর্মরত। আজ টিএসআর নবম বাহিনীর হেড কোয়ার্টার ও এর অন্তর্গত আরও দুটি পোস্ট পরিদর্শন করেন এবং জওয়ানদের সঙ্গে সৈনিক সম্মেলনে মতবিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী। দিলীপ দেববর্মা বলেন, 'স্যার কোনোদিন ভাবতে পারিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা হবে। আমরা মানুষের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে গেলেও আমরা কেমন আছি তা বিগত দিনে

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৪ এইভাবে কোনো নেতা মন্ত্রী খোঁজ টিএসআর হেডকোয়ার্টার শুধু নয়, ফেব্রুয়ারি।। ছাবিবশ বছরে রাখেনি।কিন্ত আপনি প্ল্যাটুন পর্যন্ত এমনকি ক্যাম্প হেডকোয়ার্টার পৌঁছে আমাদের কাছে এসে কথা থেকে প্ল্যাটুন পোস্ট পর্যন্ত



জওয়ানদের খোঁজ নিতে মুখ্যমন্ত্রী

জওয়ানদের থাকার বিছানা, ঘর খাবারের গুণগতমান. সেনিটেশনের ব্যবস্থা, পানীয় জল এমনকি তাদের সামান্যতম অভিযোগের কথাটিও মনোযোগ দিয়ে শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে যখন পদস্থ আধিকারিকরাও তাদের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন না, সেখানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পুলিশি ব্যবস্থা ও টিএসআর বাহিনীর সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত অভাব-অভিযোগ শুনতে এসে পৌঁছে যাচ্ছেন জওয়ানদের কাছে। তবে, জওয়ানদের সম্পর্কে রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী কতটা আন্তরিক তার প্রমাণস্বরূপ তো মাত্র একটি দুটি ক্যাম্প নয়, প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ক্যাম্প, হেডকোয়ার্টার এবং প্ল্যান্ট পরিদর্শন করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর এইভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে অনায়াসে নিজেদের মনের

বলছেন। তা আমার জীবনের বড় এসে পৌঁছাবেন তা যেন, স্বপ্নেও প্রাপ্তি। 'এভাবেই জওয়ানগণ কল্পনা করেননি কেউ। নামসর্বস্ব নিজেদের সুখকর অভিজ্ঞতার কথা কথা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে পরিদর্শন শুধু নয়, রীতিমতো তুলে ধরেন। বলা বাহল্য, ধরছেন 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা ৪ ফেব্রুয়ারি।।** ত্রিপুরায় সংকটে পড়েছেন মাদ্রাসা শিক্ষকরা। গত পাঁচ মাস ধরে অর্ধেক মজুরিতে তাদেরকে সম্ভুষ্ট থাকতে হচ্ছে। ফলে চরম সংকটে পড়েছে সংশ্লিস্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরিবার। তার খেসারত দিতে গিয়ে অনিশ্চিয়তার ঘূর্ণিপাকে ঘুরপাক খাচ্ছে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ। মরণ-বাঁচন'র প্রহর গুণছে মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরিবার পরিজন। বিশেষ করে সরকারি স্কীমের আওতাধীন মাদ্রাসাণ্ডলো এবং তার সাথে যুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীরা। এই স্কীম। শুরুতে এই স্কীমের নাম সরকারের জমানা থেকেই চলছে রাজ্যে মোট ১২৯টি সরকারি স্কীমের আওতাধীন মাদ্রাসা শিক্ষা। পরে তা পরিবর্তন করে রয়েছে। এসপিকিউইএম স্কীমের

বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞান্ত না-হয়ে 'পাৰুল' নামের পাশে 'প্রকাশনী' দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন

স্কীমের নামকরণ করা হয়েছে এসপিইএমএম। একটা সময় মানবসম্পদ মন্ত্রকের আওতাধীন ছিল এই স্কীম। সম্প্রতি সংখ্যালঘু মন্ত্রকের আওতাধীন করা হয়েছে এসপিকিউইএম করা হয়। গেরুয়া নাম পরিবর্তন করে এখন এই শিবির ক্ষমতায় এসে আবার নাম মানে

পরিবর্তন করে এসপিইএমএম করা হয়। কিন্তু স্কীমের নামের পরিবর্তন হলেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কচিকাঁচা ছাত্রছাত্রীদের ভাগ্যের পরিবর্তন হলো না। বামফ্রন্ট ছিল মর্ডানাইজেশান মাদ্রাসা বঞ্চনা আর তাদের প্রতি অবিচার। প্রচার রয়েছে যে, মাদ্রাসা শিক্ষক এরপর দুইয়ের পাতায়

নিয়ে তদন্ত!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। বিধায়িকা মিমি মজুমদার এবং বিজেপি নেতা অমিত রক্ষিত'র সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া পোস্ট নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বলে পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে। তবে এও দাবি করেছে সেই সূত্র যে বিশেষ কিছু হবে কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। রাজ্যে যেভাবে সাধারণ মানুষকে সামাজিক মাধ্যমে লিখে গ্রেফতার হতে হয়েছে, পুলাশি সেরকম সক্রিয় ভূমিকা নিলে এতক্ষণে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হতো। বিরোধীদের বিরুদ্ধে পূলিশ ব্যবস্থা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেও, শাসক দলের কারও বিরুদ্ধে পুলিশ এবপর দুইযের পাতায়

রেগায় মুখ

পুড়ছে রাজ্যের প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা,৪ ফেব্রুয়ারি।।** রেগায় শ্রম দিবসের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা নাকি গোটা দেশের মধ্যেই প্রথম সারিতে রয়েছে। এ রাজ্যের রেগা শ্রমিকরা নাকি গোটা দেশের রেগা শ্রমিকদের চাইতে বেশি দিন শ্রমদিবস পেয়ে থাকেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের রেগা সম্পর্কিত পোর্টাল ত্রিপুরা নিয়ে যে তথ্য প্রদান করেছে, এতে করে সরকারি দাবির ফানুস কার্যত ফুটো করে দিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য মেনে নিলে ত্রিপুরায় রেগা শ্রমিকদের যে কি দুর্দশা তা গোটা দেশের কাছেই রাজ্যকে লজ্জায় মুখ ঢেকে দেবে। ডবল ইঞ্জিনের ত্রিপুরায় রাজ্যের সমস্ত রেগা শ্রমিকরাই একশোদিন করে কাজ পাওয়ার কথা থাকলেও গত তিন বছরে রেগায় ৩৫৭৭৪টি জব কার্ডের মধ্যে ৮৫৮৪৮ জন শ্রমিক কোনও কাজই পাননি। গত তিন বছরে এই শ্রমদিবসের সংখ্যা শূন্য। বছর হিসেব করলে প্রতি বছর। ১১৯২৫টি জব কার্ডের ২৮৬১০

বন্ধ চয়েজ ফালং কয়েকজন অসংরক্ষিত পরীক্ষার্থী হিসাবে 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

বেতনে ইজাহার মাত্র দুই হাজার!

সমগ্রশিক্ষক, অচিরেই রামধাক্কা!

অথচ সমগ্র শিক্ষার বেলায় শিক্ষকদের বদলী করা হচ্ছে দূর দূরান্তে কিন্তু তারা পাবে না হাউস রেন্ট। ফলে এই সরকারের আইনী জ্ঞান নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। ত্রিপুরা শিক্ষা এমপ্লয়িজ

ত্রিপুরা চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক সমিতি, রাম মনক্ষ এস এস এ টিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এবং বাস্তব বাবুর ত্রিপুরা সমগ্র শিক্ষা এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন এই তিনটি সংগঠন এক ছাতার তলায় এসে আন্দোলনমুখী হলে তবেই বঞ্চনার অবসান বলে বাস্তব বাবুর অভিমত। উনার মতে ২৫ বছরের

এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান বাস্তব দেববর্মা এই বেতনক্রমের নির্দেশিকাকে আরো একটি বঞ্চনার দলিল হিসেবে অভিহিত করেন। বাম এরপর দইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। যেসব জুমোলস্

অ্যাসোসিয়েশনের হাত ধরে আগরতলার ময়দানে পা রেখেছিলো, তারা আজ অন্য ক্লাবকে সাফল্য এনে দিচ্ছে। দেবাশিস রাই, সনম লেপচারা আজও আগরতলার ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। অথচ জুয়েলস্ অ্যাসোসিয়েশন আজ ক্রমশ অতলে চলে যাচ্ছে। যা মানতে পারছে না এলাকাবাসী এবং এলাকার ফুটবল প্রেমীরা। তাই শুক্রবার ফুটবল দলের এই অধঃ পতনে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা তালা ঝুলিয়ে দিলো ক্লাব গৃহে।শুধু তাই নয়, ক্লাব সম্পাদকের অপসারণ দাবি করে পোস্টারও পড়লো যা রাজ্যের ক্লাবের ইতিহাসে নজিরবিহীন। এই রাজ্যের ক্লাব সংস্কৃতি শতাব্দী প্রাচীন। দলমত, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই রাজ্যে একটা সময় ক্লাবগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, যেখানে ছিলো না কোনও ভেদাভেদ কিংবা সংকীৰ্ণতা। হঠাৎ করে একটা দমকা হাওয়া এসে

জুয়েলস্ অ্যাসোসিয়েশন এবং মহা গুরুত্বপূর্ণ নাম হলো জুয়েলস্ আগরতলার ময়দানে দাপিয়ে

বলা যায়, শতান্দী প্রাচীন ক্লাব ক্রিকেটাররা মুখিয়ে থাকে এই ক্লাবে শুরু করেছে। অথচ এমনটা হবে সংস্কৃতিকেই যেন ধুলোয় মিশিয়ে খেলার জন্য। এককথায় রাজ্যের স্বপ্নেও ভাবেনি ফুটবল প্রেমীরা। দেওয়া হলো। শহরের ক্রীড়া ক্ষেত্রে ফুটবল এবং ক্রিকেটের ইতিহাসে গত সাত/আট বছর ধরে



ক্রিকেটে সমানতালে দৌড়ানোর জন্য সেটি রয়েছে। বিদূরকর্তা হার্ভে।বাঁচার জন্য রাজনৈতিক পথ চৌমুহনির এই দলটির রাজ্যের বেছেনিতে হয়েছে। এবার ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম ডিভিশনে যেন সবকিছু লন্ডভন্ড করে দিলো। প্রতিভাবান ফুটবলার এবং জুয়েলস্ অ্যাসোসিয়েশনও ডুবতে উন্নীত

হার্ভে একটি বড় নাম। ফুটবল এবং অ্যাসোসিয়েশন এবং হার্ভে। গত বেড়ানো জুয়েলস্-র এই হাল কেন কয়েক বছর ধরেই ক্রিকেটে ধুঁকছে হলো? দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর

২০১২'তে তারা দ্বিতীয় ডিভিশন এরপর দুইয়ের পাতায় প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,০৪ ফেব্রুয়ারি।। মেডিক্যাল এডুকেশন ডিরেক্টরেট স্নাতকস্তরে চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ার জন্য আসন বিলির কাজ আপাতত বন্ধ রেখেছে। আবার কবে তা চালু হবে, বলা হয়নি, পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাদের ওয়েবসাইট নিয়মিত নজরে রাখার জন্য। প্রতিবাদী কলম'র শনিবারের সংস্করনে "মেডিক্যাল মেধা তালিকা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ" শিরোনামে খবর হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে,

জন রেগা শ্রমিক নিশ্চিত

কৰ্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

বছরে 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়



- দিল্লিতে নেতাজির মূর্তি বসা নিয়ে কি মত?
- নেতাজি বেঁচে থাকলে দেশের কোন্ রাজনৈতিক দলে যোগদান করতেন ?
- নিজের বাবার মধ্যে মেয়ে হিসেবে কি খুঁজে বেড়ান?
- পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বাড়িতে থাকার অভিজ্ঞতা কেমন
- কখনও ভারতে এসে বসবাস করা এবং রাজনীতিতে যোগদানের ইচ্ছে হয়নি?
- মায়ের কাছে তাঁর পিতা আসলে ঠিক কেমন ছিলেন?
- এখনও বেঁচে আছেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্ৰ বসু?
- বেঁচে থাকলে নেতাজি
- দেশভাগ নিয়ে কি বলতেন ? ■ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নেতাজি
- নিয়ে কি কথা হয়েছিল? আজকের তারিখে বাবা

यि (वँ एक थाक र छन,

মুখোমুখি বসে কি জিজ্ঞেস করতেন ? রবীন্দ্রনাথ না স্বামী বিবেকানন্দ, কার প্রভাব বেশি ছিল নেতাজির জীবনে?

'জয় হিন্দ'শব্দ দুটোর কি মানে?

নেতাজিকে নিয়ে কোন্ বিষয়য়টি কয়্ট দেয় ?

এমন বহু প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সুদূর জার্মানি থেকে পিবি২৪'র মুখোমুখি খোদ নেতাজি কন্যা অনিতা বসু পাফ। ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটের সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে নানা অজানা তথ্য। মেয়ে অনিতা পিবি২৪-এ তুলে ধরলেন নেতাজির ব্যবহাত চশমা, স্ত্রী এমেলিকে দেওয়া আইভরি বাক্স।





সোজা সাপ্টা

পথ চলতে হঠাৎ একটি টোটোর পেছনে চোখ পড়লো। দেখলাম একটি বিজ্ঞাপন কাম প্রচারের ফ্ল্যাক্স লাগানো। বিষয়বস্তু হচ্ছে, এরাজ্যে সরকারি উদ্যোগে কোন কোন হাসপাতালে বিনা পয়সায় কিডনি রোগীদের ডায়ালেসিস করা হয়। ওই প্রচারে যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন ফোন নম্বর, হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর, ই-মেল নম্বর এমনকি ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেওয়া আছে। এভাবে টোটোর পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের প্রচারে বেশ খুশি হলাম। অবশ্য দেখলাম এই কাজটি করছে একটি বেসরকারি কোম্পানি। অর্থাৎ সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে যে ডায়ালেসিস করা হয় তা বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে। টোটোর পেছনে এই প্রচার আমার মতো নিশ্চয় অন্যদেরও নজরে এসেছে। কিন্তু সমস্যা হলো, যখন বিষয়টি নিয়ে কয়েকজন কিডনি রোগীর পরিবারের সাথে কথা বললাম। তারা জানালেন, প্রচার ঠিকই আছে। কিন্তু সমস্যা হলো, এরাজ্যে কিডনি সংক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনুযায়ী নির্দিষ্ট হাসপাতালে ওই ডায়ালেসিস পরিষেবা কম। রোগীদের তারিখ পেতে মহা সমস্যা। হয়তো রাত ১০টা, রাত ১২টায় রোগী হাসপাতালে সময় পেলেন। সারারাত হাসপাতালে হাজির থাকতে হয়। দেখা যায়. অনেক সময় মেশিন নম্ভ বা কোন সময় জল নেই। ডায়ালেসিস-এ রোগীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জল। এই জল অবশ্য সাধারণ জল নয়। অনেক সময় রোগীর পরিবারকেই জল সংগ্রহ করতে হয়। অর্থাৎ সরকারি হউক বা বেসরকারি ওই কোম্পানির প্রচারে বিনামূল্যে ডায়ালেসিস-র কথা বলা হলে রোগীদের অভিজ্ঞতা যেমন ভালো নয় তেমনি হাসপাতালে নাকি ভোগান্তির শেষ নেই

অসংখ্য ক্ষতচিহ্নের

 প্রথম পাতার পর গত ৪ বছরে রাজের রাজাপালদের একটি বক্ততাও সরকারের প্রধান ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়নি। কারণ দই ঃ রাজ্যপালের ছবির নিচে গিয়ে 'স্পিচেস'শব্দটিতে ক্রিকবরলে কিপাওয়া যায়, তা উপারে বর্ণিত হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ছবিটি ওয়েব পেজ-এর যে জায়গায় জ্বল জ্বল করছে, সেখানে গিয়ে স্পিচেস শব্দটিতে ক্রিক করলে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর একটি বক্তৃতাও খুঁজে পাওয়া যায় না।অথচ, সেখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে—লাস্ট আপড়েটো অন ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২।যে ওয়েবসাইটটি এখন পর্যন্তরাজ্য, দেশ-বিদেশ মিলিয়ে মোট দেড় কোটিরও বেশি মানুষ দেখেছেন, সে ওয়েবসাইটে গত ৪ বছরে মুখ্যমন্ত্রীর একটি বক্তৃতাও কেন আপলোড করা হয়নি, তা নিয়ে নিঃসন্দেহে সংশ্লিষ্ট মহলে প্রশ্ন উঠবে। প্রশ্ন জাগবে, এই ওয়েবসাইটটি প্রধানত রাজ্যের প্রত্যেকটি দফতরের সার্বিক অংশগ্রহণেই প্রতিদিন সচল থাকে। এই ওয়েবসাইট প্রতিদিন রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের সক্রিয় অংশগ্রহণেও প্রাণ খুঁজে পায়। কিন্তু এরপরও এই ওয়েবসাইটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের তো দূরে থাক, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর একটি ভাষণও কেন জায়গা পাবে না? **কারণ তিন**ঃ রাজ্য সরকারের প্রধান ওয়েবসাইট ত্রিপুরা(উট)গভ(উট)ইন-টি খুললেই 'আর্ট অ্যান্ড কালচার' অর্থাৎ শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি সুনির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। সেখানে গিয়ে কম্পিউটারের মাউস ব্লিকবরলে যে ৯টিলাইন দেওয়া রয়েছে, তাতে কোনওভাবেই রাজ্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্প ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা যুট্টেউঠে না।পাসপোর্টসাইজের একটি ছবিতে ওই সুনির্দিষ্ট বিভাগে রাজ্যের শিল্প ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে।সরকারি ওয়েবসাইটে যেখানে 'আর্টঅ্যান্ড কালচার' লেখা রয়েছে, সেখানে কোথাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এ রাজ্যের যোগাযোগ, কুমার শচীন দেববর্মণের সঙ্গে এ রাজ্যের নিবিভূটান ইত্যাদি কিছুই ফুটে উঠেনি। উল্টো লেখা আছে, গান ও নাচ্চ রবীন্দ্রনাথ এবং কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উদ্যাপিত হয় এখানে। লেখা আছে, এ রাজ্যে এখন গিটার, মেন্ডলিন-এর মতো পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রগুলো রাজ্যের ঐতিহ্যকেপ্রাস করছে! প্রশ্ন উঠছে, একটি সরকারি ওয়েবসাইটে এমন বিতর্কিত লাইন কে বা কারা লিখেছেন ? **কারণ চার ঃ** ত্রিপুরা স্টেট পোর্টালের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ 'গ্যালারি'। সেই গ্যালারিতে গিয়ে ব্লিকবরলে দুটো শব্দ ভেসে ওঠে কম্পিউটার বা মোবাইল স্থিনে— ফটো গ্যালারি, ভিডিও গ্যালারি। ভিডিও গ্যালারিতে গিয়ে ব্লিক করলে ৪৭ সেকেণ্ডের একটি ভিডিও পাওয়া যায়। দ্বিতীয় আর কোনও ভিডিও রাজ্যের প্রধান সরকারি ওয়েবসাইটে দেওয়া নেই। নিঃসন্দেহে প্রশ্ন জাগবে, কারা দায়িত্বে রয়েছেন এই ওয়েবসাইটের ? দেশ-বিদেশ থেকে ত্রিপুরা সম্পর্কেজানার আগ্রহ নিয়ে যারা 'অফিশিয়াল পোর্টাল অফ গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা'-তে ঢুকবেন, উনারা সকলেইচুড়ান্তহতাশ হরেন। গত কয়েকদিন আগে জাঁকজমকভাবে পালিত হয়েছে ৫০তম পূর্ণরাজ্য দিবস। সরকারি ওয়েবসাইটে গত ২১ জানুয়ারির মূল অনুষ্ঠান মধ্যের একটি ছোট্ট ভিডিও কি সরকারি ওয়েবসাইটে জায়গা করে নিতে পারে না ? শুধু তাই নয়, এই একই ওয়েবসাইটে গ্যালারি বিভাগে গিয়ে 'ফটো গ্যালারি' খুললে, যে বিষয়গুলো চোখের সামনে উঠে আসবে তা অত্যন্তলজ্জাজনক। সর্বশেষ যে ১৯টিছবি সরকারের প্রধান ওয়েবসাইট্রে আপলোডবরা হয়েছে, তার প্রত্যেকট্টই ২০২১ সালের পূর্ণরাজ্য দিবস অনুষ্ঠানের। অর্থাৎ গত এক বছর আগের সব ছবি। একটি সরকারি ওয়েবসাইটে, যেখানে প্রতিদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা নিয়মিত নানা অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন, সেখানে এক বছর আগের সব ছবি কেন ? **কারণ পাঁচ**ঃ একই ওয়েবসাইটে 'অনলাইন সার্ভিসেস' বলে একটি সুনির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। সেখানে গিয়ে ক্লিক করলে রাজ্যের সাধারণ নাগরিকদের নিত্যদিনের প্রয়োজন এমন মোট ৭৫টি বিভাগের কথা উল্লেখ করা আছে। সঙ্গে দেওয়া আছে একেকটি দফতর, সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিক এবং উনাদের টেলিফোন নম্বর। কিন্তু ঘটনা এটাই, ওই ৭ ৫টি বিভাগে যে সরকারি আধিকারিকও টেলিফোন নম্বরগুলো দেওয়া আছে, তাদের অধিকাংশই হয় বদল হয়ে গেছেন, নয়তো নম্বরগুলো কাজ করে না।সর্বশেষ ওই পাতাটি করে 'আপডেট' করা হয়েছিল, তা একমাত্র রাজ্যের তথা প্রযক্তি ডিরেক্টরেট-এর আধিকারিকরা বলতে পারবেন । যদিও এই ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যে উল্লেখ করা আছে, লাস্ট আপডেটেট অন ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২। **কারণ ছয়ঃ** রাজ্যের প্রধান মুখ তথা সরকারের মূল ওয়েবসাইটে বিভিন্ন পরিষেবার কথা উল্লেখ করে ২১টি বিভাগ রয়েছে। তাতে গ্যাজেট নোর্টিফিকেশন যেমন আছে, তেমনি আছে সিটিজেন পোর্টাল।আছে টাস্ক মনিটরিং সিস্টেম বা ই-অফিস-এর মতো নানা বিভাগ। সেখানেও একই গল্প। অনেকণ্ডলো বিভাগে গিয়ে ক্লিককরলে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও বা যায় তা অধিকাপেই অসম্পূর্ণ। **যদিও**ঃ সরকারের ওয়েবসাইটে কয়েকটি জিনিস দারুণভাবে চলছে। ওয়েবসাইটটি খুললেই মুখ্যমন্ত্রী হেল্পলাইন, চাইল্ড হেল্পলাইন, ভোটার্স হেল্পলাইন, কিযান কল সেন্টার সহ বিভিন্ন নম্বর একটু পর পর ঘুরে ঘুরে আসে। একইভাবে বেশ কিছু চাকরিজনিত বা অন্য গুরুত্বপূর্ণ নোটিফিকেশন ওয়েবসাইটের প্রথম পাতাতেই চোখে পড়ে। কিন্তু সরকারের প্রধান ওয়েবসাইটে এমন বহু বিষয় রয়েছে যেগুলো দেখলে বহির্রাজ্যের এবং বহির্দেশের নাগরিকরা, যারা আগ্রহ নিয়ে রাজ্য সম্পর্কেজানতে চাইবেন, তারা সকলেই হতাশায় ভুগবেন। সমাধান ঃ খুব শীঘ্রই সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোর শীর্ষ আধিকারিকদের একটি বৈঠক প্রয়োজন। সেখানে সরকারি ওয়েবসাইটে একেকটি দফতরের তরফে কি দেওয়া বা না দেওয়া, সেই নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন। আর অবশাই প্রয়োজন প্রতিদিন সত্যি অর্থেই সরকারি কর্মকাণ্ডগুলোকে 'আপডেট' করা।

অভি যোগ, নেই। এনএসআর সিসি - কে নিয়েই নাকি ব্যস্ত রাজ্য ক্রীড়া পর্যদ।

কর্মী নিয়োগ

• **৬-এর পাতার পর** তার উচ্চতর যোগ্যতার প্রাথীরাও বিবেচিত হবেন না।এছাড়া, প্রতিটি নাকি কোন পরিক ল্পনাও পদের ক্ষেত্রে শূন্যপদের বিভাজন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়সের সীমারেখা, বয়সের শিথিলতা বা ছাড় ইত্যাদি সমস্ত কিছুই দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে অথবা প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে। নিয়োগ হবে মেধাভিত্তিক অথাৎ মাধ্যমিকের নম্বর থেকে ৪০ শতাংশ এবং উচ্চমাধ্যমিকের নম্বর থেকে ৬০ শতাংশ যোগ করে নির্দিষ্ট পদ্ধ তির মাধ্যমে।

দরজা খুলতে এলেন সুনীল দেওধর!

 প্রথম পাতার পর
যেন বসানো হয়েছে বিজেপির ক্ষমতা দখলের ইতিহাসের রস আস্বাদনে। এই যাত্রায় প্রকাশ্যে তিনি পাঠক সম্রাট গেরুয়াচার্য। শুক্রবার তিনি পূর্বোদয়ে ব্যাখ্যা করেছেন বাম বিনাশের ইতিহাস। স্মৃতি উল্কে দিয়ে শুনিয়েছেন, কেমন করে তিলে তিলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো মাত্র দুই শতাংশের ভোট ভান্ডারকে। কেমন করে বামেদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে পচন ধরিয়ে সাম্রাজ্য দখলের দিকে এগিয়ে। গিয়েছিলো এই রাজ্যে প্রায় চাল চুলোহীন দল, কেমন করে গোটা রাজ্যে কমিউনিস্ট ভক্তদের মাঝেও বপন করে দেওয়া হয়েছিলো হিন্দুত্বের বীজ। নাস্তিকদের আস্তিকে পরিণত করতে কোন্ মহামন্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন তিনি, সেই সবও এদিন একে একে ব্যাখ্যা করেছেন পিতামহ। ২০২৩'র আগের রাজা রাজনীতির বরুক্ষেত্রে দাঁডিয়ে ক্ষমতাসীন ক্ষমতাসীনদের সর্বাধিনায়ক রাজাবাসীর চোখের সামনে যেন মেলে ধরছেন ২৫ বছরের কমিউনিস্ট রাজনীতির ইতিহাস। একের পর এক বিজেপি কার্যকর্তাদের খুন, সাধারণ বাম বিরোধীদের উপর লাগাতার আক্রমণ, প্রশাসনিক বঞ্চনা, নির্যাতন, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা এবং সন্ত্রাস। কেমন করে সমূলে উৎপাটিত করা গ্রেছে কমিউনিস্টদের সেই স্মৃতিও উস্কে দেওয়ার চেস্টা করেছেন তিনি।উদ্দেশ্য একটাই, ফ্রোটিং ভোটকে কমিটেড ভোটে নিয়ে এসে বিজেপির আগামী দিনকৈ নিশ্চিত করা।দেওধর জানেন, বড় বেশি ভালো জানেন কোন্ রসায়নে ২০১৮'র ভোটে বিজেপি পেয়েছিলো সংখ্যাগুরুর সমর্থন। গত প্রায় চার বছরের শাসনে সেই সমর্থন ধরে রাখার কাজ কতটুকু করে উঠতে পেরেছে সরকার, তা চাক্ষুস করার সৌভাগ্য দেওধরের হয়নি। দল ক্ষমতায় আসার পর পরই দায়িত্ব ছেডে চলে যেতে হয়েছে তাকে। তার ঘনিষ্ঠ ভক্তরা অবশ্য বলেন, বিতাডিত হয়েছেন তিনি। আর শাক দিয়ে যারা মাছ ঢাকতে ভালোবাসেন, তারা বলেন, ত্রিপুরার অভিজ্ঞতা দক্ষিণী রাজনীতিতে প্রয়োগ করার জন্যই নয়া দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন তিনি। বর্তমানে গেরুয়া রাজনীতিতে যেভাবে উথাল-পাতাল চলছে, ঘর ভাঙা চলছে। কমিটেড লোকের সংখ্যা কমছে। এতে রাজ্য দলের বিধ্বস্ত আগামীকালের প্রতিচ্ছবি যেন দেখছেন গেরুয়া রাজনীতির চলমান সময়ের গঙ্গাপত্র। তাকে দিয়েই যেন এবার ড্যামেজ কট্যোলে নেমেছে শাসক পক্ষ। প্রকাশ্যে স্বীকার করা হাজার অসুবিধার হলেও রাজ্য দলের নেতারা আলবাৎ টের পাচ্ছেন রিখটার স্কেলের আনাগোনা, ভূমিকস্পের ঝাঁকুনি। শাসক দল ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার কারণে পরাজয়ের পদধ্বনি শুনলেও যে বিশ্বাস করতে চায় না, এটা ২০১৮ সালে সবচেয়ে বেশি চাক্ষুস করেছে বিজেপি। ৩ মার্চ, সকাল এগারোটায়ও হার মানতে না চাওয়া সিপিআইএম বলেছে নিরন্ধশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় নাকি ক্ষমতায় ফিরছে মেলারমাঠ।এ যেন জলে ডুবতে ডুবতে বেঁচে থাকার বিশ্বাস। মূলত সে কারণেই রাজ্যেও বিজেপি এখন আগামী ২৫ বছর ধরে শাসন করার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু দলের একমাত্র তাত্ত্বিকরাই বুঝতে পারছেন, পর যেমন আপন হয় না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুসময়ের বন্ধ্র হয়, তেমনই ফ্রোটিং ভোট কখনও এত তাডাতাডি কমিটেড ভোটে পরিণত হয় না। এর জন্য অপেক্ষমান সময় পার করতে হয়। বিজেপির সেই ফ্রোটিং ভোটকেই কমিটেড ভোট ধরে নেওয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মস্তবড় ভুল হতে পারে। সেই ভেবেই পিতামহের যুদ্ধস্তূপ চাইছেন তারা। সুনীল দেওধর যেন সেই পিতামহ যিনি বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন প্রমোদ তরী। সে কারণেই ঝাঁকুনি খেয়েই তার স্মরণ নিয়েছেন সেই তাত্ত্বিকরা, যারা দিন দিন বহুদিন লড়াই করে বুঝতে পেরেছেন ক্ষমতা দখল এতটা সহজ হয়নি যতটা ৩ মার্চের পর ভাবা হচ্ছে। এর জন্য বহু যোগ বিয়োগ, গুণ, ভাগ, লাভ-ক্ষতি, সুদ কষা আর বীজগণিতীয় সূত্র ব্যবহার করতে হয়েছে। যে কোনও একটি সূত্রে গড়বর হলেই উলট-পালট হয়ে যেতে পারে অংকের ফল। এই কথা তারাই বুঝবেন না, যারা ফোকটে ফল ভোগ করেছেন। যতদূর খবর, পিতামহকেই ফের চাইছে রাজা। বিপদকালে বিতারণ থেকে তার আগমন ঘটিয়ে ফ্রোটিং আর কমিটেড ভোটের মিশেলে ২০২৩ও জয় চাইছেন তারা। যতদূর খবর, ভূমিকম্পের জোন-৫ এ থাকা রাজ্য রাজনীতির রিখটার স্কেলের দাকি তাকিয়ে আতক্ষিত হয়ে পড়েছেন সেই মহাগুরুও — যিনি বামেদের হারাতে পেরেছেন। তিনি এখন নিজ দলের সশব্দ ভাঙনের আশব্ধায় আতব্ধিত। দুর্গ রক্ষায় তার শেষ মুহূর্তের মৃত সঞ্জিবনী কতদুর কাজে লাগতে পারে এ সম্পর্কেসন্দিহান তিনি নিজেও।দলের তাত্ত্বিকদেরই অভিমত, টাইটানিক ডুবে যাওয়ার আগেও শেষ সেকেন্ডপর্যন্ত বেঁচে থাকার বিশ্বাস নিয়েই ভেসে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন বিশ্ববন্দিত নাবিক। সুনীল দেওধর তাদের যাবতীয় যদ্ভ্রবিদ্যার উপার হীরাযুগোর মহামন্ত্র প্রয়োগ করে যাবতীয় দুর্যোগকে ছুমন্তর করে হারিয়ে দিতে পারবেন — এই বিশ্বাস নিয়েই আপাতত ছুটছেন গেরুয়া তাত্ত্বিরা, যেখানে ভরসা পূর্বোদয়।

নয়া ইতিহাস

 প্রথম পাতার পর স্বরাষ্ট্র দফতরের পরিকাঠামোগত অত্যাধনিকীকরণ ও কার্যধারায় অভিনবত্ব সংযোজনে গুচ্ছ পরিকল্পনা সফল রূপায়িত হচ্ছে।উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির

মধ্যে— নিষিদ্ধ নেশা জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার হ্রাস ও ড্রাগসের বিরুদ্ধে সাফল্যের নজির স্থাপন করেছে ত্রিপুরা। আজ টিএসআর নবম বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পরিদর্শন শেষে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। দক্ষিণ জেলার অন্তর্গত টিএসআর নবম বাহিনীর হেডকোয়ার্টার সহ এর অধীন কোয়াইফাং পোস্ট ও বাগমারা

প্ল্যাটুন পোস্ট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন বিভাগগুলি ঘুরে দেখেন ও রেশন সামগ্রীর গুণগতমান, খাবার, থাকার ব্যবস্থা, সেনিটেশন সহ বিভিন্ন বিষয়ে খতিয়ে দেখেন। তিনটি জায়গায়তেই সৈনিক সম্মেলনে জওয়ানদের সাথে মত বিনিময় করেন ও তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হন।

ঝুলন্ত দেহ

• আটের পাতার পর - ঝুলস্ত দেহটি দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় রামনগর পুলিশ ফাঁড়িতে। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়। শুক্রবার ময়নাতদন্তের পর দেহটি রফিকের বাড়ির লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে ঝুলস্ত দেহ উদ্ধার এখন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকদিনই শহর বা রাজ্যের অন্য জায়গাতে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হচ্ছে। প্রত্যেকটি ঘটনায় পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে ফাইল ধামাচাপা দিয়ে যাচেছ। কিন্তু আত্মহত্যাগুলির পেছনে আসল রহস্য কেউই উদ্ঘাটন করছেন না বলে অভিযোগ উঠছে।

জখম সাংবাদিক

 আটের পাতার পর - করেন। পর পর দুটি যান সন্ত্রাসের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে উদয়পুরে। এদিকে সুজনের আহত হওয়ার ঘটনার খবর পেয়ে জিবিপি হাসপাতালে ছুটে গেছেন সাংবাদিকরাও বলে জানা গেছে।

বটতলা ফাঁডি

• **আটের পাতার পর** - টিপিএস অফিসাবের দ্যায় মামলা থেকে বেঁচে যান তাপস। তাকে রেখে দেওয়া হয় বোধজংনগর থানাতেই।উল্টো তাকে এই থানার ওসি হিসেবে বসিয়ে দেওয়া হয়। তাপসের বিরুদ্ধে একটি খনের মামলায় অভিযুক্ত ১১জন থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। সবকিছু'র পরও ওসির বদলির তালিকায় তাপস বাদ পড়ে গেলেন। আগের ৬২ জনের তালিকায় বটতলার ওসি সহদেব বাদ গিয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিম জেলার নতুন এসপি আইপিএস জে রেড্ডির নজর এড়িয়ে যেতে পারলেন না সহদেব। তাকে এখন বদলি হতে হয়েছে। এমনকী দ্রুত সহদেবকে বটতলা ফাঁড়ির ওসির দায়িত্ব ছেডে দিতে বলা হয়েছে বলে জানা গেছে। সহদেবকে সরিয়ে দেওয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলে জানা গেছে।কারণ সহদেবের টাকা ওই অফিসারের কাছেই যেতো। প্রতিবাদী কলম সহদেবের। কীর্তি নিয়ে বেশ কিছু খবর প্রকাশ করেছিল। কিন্তু যতদিন এসপি হিসেরে মানিকদাস ছিলেন সহদেবের বিরুদ্ধেসাধারণ তদক্ত্বীকুহয়নি।এই দফায় তাকে বদলি হতে হয়েছে।

(বতনক্রম

 প্রথম পাতার পর ভিত নাড়িয়ে দেওয়ার মতো আন্দোলন গড়ে তোলা শিক্ষকদের আবারো রাজপথে আন্দোলনের ঝড় তোলার সময় এসেছে। সময় এসেছে তৎকালীন স্বপ্নয় প্রতিশ্রুতির ফেরিওয়ালাদের আয়না দেখানোর। কিন্তু বাস্তব দেববর্মার এই আহ্বানে অন্য দুই সংগঠনের নেতারা কতটা সাডা দেয় সেটাই এখন দেখার বিষয়।

কাপছে ধলাই

 প্রথম পাতার পর পরিষদের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিতে চলেছে বিজেপি ধলাই জেলা কমিটির সম্পাদিকা সুস্মিতা দাস।এই মর্মে গত ৩ ফেব্রুয়ারি ফেসবুক নামক সামাজিক গণমাধ্যমে একটি পোষ্ট করেছে সে।লিখেছে ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে ধলাই জেলা পরিষদের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিতে চলেছে সে। কিন্তু এই এই ব্যক্তিগত অসুবিধা আসলে কি তা সে স্পস্ট করেছে টেলিফোনিক বার্তালাপে। সুস্মিতা বলেন, বর্তমান জেলাধিপতির কাজকর্মে কেবল উনিই নন আরো বেশ কয়েকজন সদস্য কাৰ্যত হতাশ। জেলাধিপতি রুবি গোপ গোটা জেলা পরিষদকে পরিচালনা করছেন স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতায়। অন্য সদস্যদের বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেন না। সমস্ত কাজকর্ম একক সিদ্ধান্তে করে থাকেন। আর তাতে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ চলছে সীমাহীন ভাবে। নিজের পরিবারের সদস্যদের বেনিফিসারি বানিয়েও অর্থ লোপাট করছেন। ধলাই জেলার বহু স্কুল মেরামতির অর্থেও ভাগ বসিয়েছেন।আর তাই অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন সুস্মিতা সহ অন্তত ৫ জন সদস্য। সুস্মিতার দাবি সে তো ইস্তফা দিচ্ছেনই সেই সাথে ইস্তফা দিতে চলেছে আরও অন্তত ৪ জন সদস্য।আর তা হলে সংখ্যাগরিষ্টতা হারাবে নয় সদস্যক জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি গোপ। তবে সুস্মিতাদেবী আরো একটা বিষয় স্পষ্ট করেছেন আর তা হল, জেলা পরিষদ থেকে ইস্তফা দিলেও বিজেপি দলের সাথে তার সম্পর্ক থাকবে অটুট। অর্থাৎ বিজেপি দল এবং এর সাংগঠনিক পদ নিষ্ঠার সাথেই পালন করবে সে। এতে একটা বিষয় পরিষ্কার যে তার ক্ষোভের কেন্দ্র বিন্দু কেবল একজন আর তিনি হলেন জেলাধিপতি। এখন দেখার বিষয় দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই বিষয়ে কি ভূমিকা গ্রহণ করে।

দলনায়ক পবন

• সাতের পাতার পর মণিশংকর মুড়াসিং, সৌরভ দাস, রানা দত্ত, সম্রাট সিংহ, শুভম ঘোষ, অমিত আলি, অজয় সরকার, নিরুপম সেন, চিরঞ্জিত পাল, নিরুপম সেন চৌধুরী, সঞ্জয় মজুমদার, দীপায়ন দেববর্মা, শংকর পাল, আশিস কুমার যাদব। দলের চিফ কোচ সমীর দিঘে।

শৌচালয় নির্মাণে ব্যবসায়ীদের বাধা

কমলাসাগর, ৪ ফেব্রুয়ারি।। শৌচালয় নির্মাণের স্থানকে কেন্দ্র করে যেকোনো সময় দুই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে ঘটতে পারে আপত্তিকর ঘটনা। বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে দ্বিমত থাকার ফলে তৈরি হয়েছে সমস্যা। আগামীদিনে আন্দোলনে নামার হুমকি একাংশ ব্যবসায়ীর। স্বচ্ছতা, পরিষ্কার-পরিছন্নতা সকল দায়িত্ববান নাগরিকদের পালন করা মৌলিক কর্তব্য। কিন্তু শৌচালয়ের নির্মাণকে কেন্দ্র করে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত মধুপুর বাজারে। দীর্ঘদিন ধরে মধুপুর বাজারের ব্যবসায়ী সহ সাধারণ নাগরিকরা মধুপুর

বাজারের জন্য একটি শৌচালয়ের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়ে আসছিল। পূর্বতন সরকার থাকাকালীন সেই দাবি জানিয়ে কোনো কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। যদিও পূর্বতন সরকার থাকাকালীন সময়ে একটি শৌচালয় ছিল কিন্তু তা বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ায় ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করতে পারেনি যার ফলে অচিরেই নস্ত হয়ে যায়। ব্যবসায়ীদের দাবি ছিল বাজারের মধ্যে একটি শৌচালয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ার। শেষ পর্যন্ত মধুপুর বাজারের জন্য একটি শৌচালয় বরাদ্দ হয়। যথারীতি জায়গাও চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু যে জায়গার মধ্যে শৌচালয় নির্মাণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেখানে প্রথম থেকেই একাংশ

দাবি পূরণ না হলে আন্দোলন ঃ তপন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। ইটভাটা শ্রমিকদের মজুরি অতিসত্তর বৃদ্ধি না হলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। শ্রম দফতরের কমিশনারের উদ্দেশে ডেপুটেশন প্রদান করে এ ঘোষণা দিলেন ত্রিপুরা ইটভাটা শ্রমিক ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক তপন দাস। এদিন ৪ দফা দাবিকে সামনে রেখে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, ইটভাটা শ্রমিকদের ২০ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি, শ্রমিকদের বাসস্থান পাকা করা, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা, বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা, চিকিৎসা ও ওযুধপত্রের ব্যবস্থা করা, সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। এসব দাবিতে এদিনের ডেপুটেশনকালে তপন দাস ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কানু ঘোষ, মনোরঞ্জন দাস, নির্মল রায়। তপন দাস জানিয়েছেন, এ সময়ের মধ্যে এই গুরুত্বপর্ণ দাবিগুলো তুলে ধরা হয়েছে শ্রম কমিশনারের উদ্দেশে। তপন দাস জানিয়েছেন, দাবিগুলোর যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন কমিশনার। ২০ শতাংশ মজরি বদ্ধির দাবি প্রসঙ্গে তপন দাস বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে ইটভাটা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়নি। তাতে ভিন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকরা সমস্যায় রয়েছে। মূলত তাদের সমস্যার সমাধানেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডেপুটেশন প্রদানের পর যদি সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলে তপন দাস জানিয়েছেন।

ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, বর্তমানে যে জায়গার মধ্যে নেতৃত্বরা শৌচালয় নির্মাণ করার স্থান নির্ধারণ করেছে তাতে সকলের সমস্যায় সম্মুখীন হতে হবে। আশ্চর্যের বিষয় হলো একটি ব্রিজের তলায় তা করার ফলে জলের স্রোতে যেকোনো মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার পাশাপাশি যে সরকারই জায়গার মধ্যে করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তার পার্শেই এক ব্যক্তির বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সমাধিস্থল রয়েছে। সেখানে কি করে শৌচালয় করা সম্ভব তা নিয়ে এক ব্যবসায়ী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একাংশ ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন বাজারের পাশে অনেকখানি জায়গা রয়েছে। সে সমস্ত খালি জায়গার মধ্যে শৌচালয় নির্মাণ করা হলে সকলের সুবিধা হবে। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বাজার ব্যবসায়ীদের একাংশদের মধ্যে ক্ষোভ আছড়ে পড়েছে। অন্যদিকে শুক্রবার সকালে ইঞ্জিনিয়াররা যখন কাজ করতে আসে তখন সেই কাজে একাংশ ব্যবসায়ীরা বাধা দেয় বলে অভিযোগ। বাজার কমিটির সম্পাদক তপন দেবনাথ জানান, সকলের সম্মতিক্রমে সেখানে শৌচালয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ব্রিজের নিচে শৌচালয় নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া। এখন দেখার বিষয়, আদৌ ওই জায়গার মধ্যে শৌচালয় নির্মাণ করা হয় কিনা। যদিও একাংশ ব্যবসায়ীরা সাফ জানিয়ে দেয়, শৌচালয় অন্যত্র সরিয়ে না নিলে আগামী দিনে আন্দোলনে নামার হুমকি দেয়।

সংকটে মাদ্রাসা শিক্ষকরা

 প্রথম পাতার পর সংখ্যালঘু মুসলিম। কিন্তু না, রাজ্যে এসপিইএমএম মাদ্রাসা শিক্ষকদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অ–মুসলিম শিক্ষক- শিক্ষিকাও রয়েছে। যাদের প্রায় সবাই উচ্চশিক্ষিত। অন্তত এই পরিস্থিতিতে। আজ তাদের সবাই চরম অসহায় অবস্থায় দিন গুজরান করছে। কিন্তু বাম আমলের মত আজও তাদের পক্ষে কথা বলার লোক নেই প্রশাসন এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মধ্যে। ফলে আজও চরম অনিশ্চয়তার মধ্যেই দিন গুজরান করছে ৩৫৬ জনের মত মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এই অংশের মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকারা তিনটি স্তরে রয়েছে।গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েট।তার মধ্যে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকরা প্রতি মাসে ২১ হাজার ৩৪৫ টাকা পারিশ্রমিক পায়। তার মধ্যে ১৫ হাজার ৩৪৫ টাকা দিয়ে থাকে রাজ্য সরকার। বাকি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকে। পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষিকারা ২৭ হাজার ৩৪৫ টাকা পারিশ্রমিক পায় প্রতি মাসে। এই পারিশ্রমিকের মধ্যে ১২ হাজার ৩৪৫ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়ার কথা। সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিযোগ, গত প্রায় পাঁচ মাস ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া অর্থ মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকারা পাচ্ছে না। কবে নাগাদ পাওয়া যেতে পারে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।আদৌ কোনদিন পাবে কিনা তা নিয়েও চলছে কানাঘুসা। উল্লেখ করার বিষয় হলো, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই বঞ্চিত সরকারি স্ক্রীমের আওতাধীন মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কেননা তাদের মধ্যে এমন বহু শিক্ষক রয়েছেন যারা জীবনের মূল সময়টা মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য দিয়েছে। কিন্তু আগামী দিনে অবসরে গেলে এক পয়সাও পাবে না। তখন পরিবার পরিজন নিয়ে কি করবে এই অসহায় শিক্ষকরা ? স্কীমের আওতাধীন মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই অমানবিক পরিণতির বাস্তবতাকে উপলব্ধিতে এনে ত্রিপুরা সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদ সরকারের কাছে দাবি করেছিল এসপিকিউইএম মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যাতে গ্র্যান্ট ইন এইডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাজ্য সরকারের অন্যান্য দফতরের কর্মচারীদের মত যাতে বেতন ভাতা ও নিয়মিত করা হয়। কিন্তু কে কার কথা শুনে। রাজ্য সরকার ২০১৬ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাও ত্রিপরা সংখ্যালঘ উন্নয়ন পরিষদের লাগাতার আন্দোলনের চাপে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাজ্য সরকারের অন্যান্য কর্মচারীদের মত স্কীমের আওতাধীন মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকারাও সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা এবং ভাতা পাবে। রেগুলার করা হবে না। কিন্তু রাজ্য সরকার তার এই সিদ্ধান্তকেও মানেনি। ফলে আজ চরম সংকটে দিন গুজরান করছে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বড অংশ। উল্লেখ করতেই হয়. নামে মাদ্রাসা হলেও বাস্তবে প্রাথমিক স্কলের মতই পঠনপাঠন। বাংলা, ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান ও অঙ্ক পড়ানো হয় এসব মাদ্রাসাগুলোতে। অর্থাৎ কোন অংশেই সরকারি অন্যান্য স্কুল থেকে কম নয়। অবাক করার বিষয়, প্রশ্ন তুলছেন না কেউ। এমনকী শাসক দলের সংখ্যালঘু মোর্চার নেতারাও।

জুয়েলস্-এ তালা ঝুললো

• প্রথম পাতার পর হয়। ২০১৩'তে সনম লেপচা, দেবাশিস রাই'দের মতো একঝাঁক কালিম্পনের ফুটবলার এনে তারা বাজিমাত করে। ১৯৯৩'র পর ফের ২০১৩'তে রাখাল শিল্ডে চ্যাম্পিয়ন হয়। পরের বছর লিগ-ও ধরা দেয় তাদের হাতে। এরপর আরও একবার শিল্ড বিজয়ের পরে তারা ২০১৯ পর্যন্ত সিনিয়র ফুটবলে অন্যতম বড় শক্তি ছিলো জুয়েলস্। এক বছর বন্ধ ছিলো ঘরোয়া ফুটবল। এবার ফের ফুটবল শুরু হওয়ার পর দেখা গেলো জুয়েলস্ অ্যাসোসিয়েশনের সেই সাজানো বাগান তছনছ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হবে এটাই স্বাভাবিক। গত কয়েক বছর ধরেই শহরের ক্লাবগুলিতে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সেখানে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের লোকেরাই পুরো ক্ষমতা দখল করে রেখেছে। কিন্তু ক্রীড়া ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হলে বিশেষ রাজনৈতিক মনষ্ক ব্যক্তি নয়, এলাকার সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমীদেরই সমান গুরুত্ব দিতে হয়। এটা করতে পারেনি বলেই ব্লাড মাউথ, নাইন বুলেটস-র মতো ক্লাব আজ দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে। জুয়েলস্ অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটবে সেটা কেউ ভাবতে পারেনি। রাজ্যের অন্যতম গর্বের বিষয় ছিলো জুয়েলস্ অ্যাসোসিয়েশন। রাজনৈতিক সংকীর্ণতা কিংবা কোনও ভেদাভেদ এখানে কখনই কোনও প্রাধান্য পায়নি। তাই ক্রিকেট এবং ফুটবলে তারা হয়ে উঠেছিলো সেরা শক্তি। কালের আবর্তনে আজ জয়েলস অ্যাসোসিয়েশনও তথাকথিত রাজনৈতিক ক্লাবে পরিণত হয়েছে। ক্লাবের এক সদস্য জানিয়েছেন, জয়েলস-র যে ঐতিহ্য ছিলো শুধু ক্লাব সদস্য নয়, এলাকাবাসীদের মতামত নিয়েই ক্লাবের প্রতিটি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। কিন্তু আজ বিশেষ কয়েকজন পুরো ক্লাবের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে। এসব কারণেই ফুটবল দলের এই হাল। কিন্তু জটিল অংক মিলে গেলে এখনও হয়তো অবনমন বাঁচাতে পারে, তবে সেই সম্ভাবনাও ক্ষীণ। স্বভাবতই এলাকাবাসীরা সবই বুঝতে পেরেছেন শুক্রবার তাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়।ক্লাব সম্পাদকের অপসারণ দাবি করে এলাকায় পোস্টার পড়লো। আরও নজিরবিহীন ঘটনা ঘটালেন এলাকার মানুষ তথা ফুটবল প্রেমিরা।ক্লাব গৃহে তালা ঝুলিয়ে দিলেন। এই একটি ঘটনাতেই পরিষ্কার যে এলাকার মানুষ কতটা ক্রীড়াপ্রেমী। বস্তুত, জয়েলস-র খ্যাতি একটি ক্রীডা কেন্দ্রিক ক্লাব হিসেবে সেখানে কোনও দু নম্বরী হলে এলাকাবাসীরা সহজেই ধরে ফেলবে এবং তারা ক্ষুব্ধ হবে বলাই বাহুল্য। জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের এই ঘটনা নিশ্চয়ই শহরের অন্যান্য ক্লাবগুলিকেও একটা শিক্ষা দেবে। সেটা কি ? রাজ্যের শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে দলমত নির্বিশেষে ক্লাব চালাতে হবে। অন্যথায় ক্লাবগৃহে তালা ঝুলার মতো ঘটনা আরও ঘটবে বলাই বাহুল্য।

রেগায় মুখ পুড়ছে রাজ্যের

• প্রথম পাতার পর একশো দিনের কাজের নিশ্চিত গ্যারান্টি থাকলেও ডবল ইঞ্জিন ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিলো তারা সরকারে এলে একশো দিনের বদলে তারা নিশ্চিত করবে দুইশ দিন। কিন্তু গত তিন অর্থ বছরে এ রাজ্যে রেগায় বছরে গড়ে কাজ হয়েছে ৪৩.৬৬ দিন। যা প্রতি মাসের হিসেব ধরলে দাঁড়াবে ৩.৬৭ দিন। অর্থাৎ এক মাসের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন দিন রেগার কাজ হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রেগায় কাজ হয়েছে মাত্র ৩৪ দিন। যা প্রতি মাসের গড় হিসেবে দাঁড়ায় ২.৮৩ দিন। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রেগা গড়ে কাজ হয়েছে ৪৪ দিন। যা প্রতি মাসের হিসেবে ধরলে দাঁড়াবে ৩.৬৬ দিন। ২০২০-২১ অর্থ বছরে রেগায় কাজ হয়েছে বছরে গড়ে ৫৩ দিন। যা প্রতি মাসের হিসেবে গড়ে কাজ হয়েছে ৪.৫ দিন। স্পষ্ট করে বললে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫,৬৪,৪০৮টি জব কার্ডের মধ্যে ৭,৭২,৮০৪ জন রেগা শ্রমিক কাজের জন্য আবেদন করেছিলেন। এর মধ্যে ৫,৬৪,৩৯৯টি জব কার্ডের মোট ৭,৭২,৭৪৯ জন শ্রমিককে কাজের অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু কাজ পান ৫,৪৯,৩৫৬টি জব কার্ডের ৭,৩৯,৩৮৯ জন রেগা শ্রমিক। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৫০৪৩টি জব কার্ডের মধ্যে ৩৩৩৬০ জন রেগা শ্রমিক কোনও কাজ পাননি। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫,৭৮,৩১৩টি জব কার্ডের মধ্য থেকে ৮,১৩, ৭১৫ জন রেগা শ্রমিক কাজের আবেদন করেছিলেন। এর মধ্য থেকে কাজের অনুমোদন পান ৮,১৩,৬৬৪ জন শ্রমিক। কিন্তু কাজ পান ৭,৮৪,২৭৯ জন রেগা শ্রমিক। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৫,৯৩,৯২২টি জব কার্ডের মধ্যে ৮,৫৬,৫৪২ জন শ্রমিক কাজের আবেদন করেন। এর মধ্য থেকে কাজ পান মাত্র ৮,৩৩,৪০৯ জন। অথচ রাজ্য সরকার সব জায়গায় বলে থাকে ত্রিপুরা নাকি রেগায় রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। গোটা দেশের মধ্যে এ রাজ্যের শ্রমিকরা নাকি সর্বাধিক কাজ পেয়ে। থাকেন। কিন্তু গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এই তথ্য বলছে, রেগায় কার্যত গোটা দেশের মধ্যেই মুখ পুডেছে ত্রিপুরার।

২৩৮ কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ ৬-এর পাতার পর কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন

৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চুড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের ২ কপি প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। শূন্যপদগুলি হল — আইটেম নং - ১ঃ লাইভলিহুড কো-অর্ডিনেটর (ফার্ম) -শূন্যপদ ৩৪টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৬টি ও এসটি'র জন্য ১০টি পদ সংরক্ষিত। ্ অবশিষ্ট ১৮টি পদ অসংরক্ষিত। বয়সের উধর্বসীমা ৪০ বছর, মূল মাইনে প্রতি মাসে ২৫,৫০০ টাকা। আইটেম নং - ২ ঃ লাইভলিহুড কো-অর্ডিনেটর (লাইভস্টক) -শূন্যপদ ৩৪টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৬টি ও এসটি'র জন্য ১০টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৮টি পদ অসংরক্ষিত। বয়সের উধর্বসীমা ৪০ বছর, মূল মাইনে প্রতি মাসে ২৫,৫০০ টাকা। আইটেম নং - ৩ ঃ ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর - শূন্যপদ ১৭০টি।

সুযোগ

দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহুর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ \$80675000G 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

বন্ধ চয়েজ ফিলিং

 প্রথম পাতার পর নীট দিয়েছেন কিন্তু কাউন্সেলিং'র পর মেডিক্যাল এডুকেশন কতৃপক্ষ যে মেধা তালিকা বের করেছে, তাতে সেই অসংরক্ষিত পরীক্ষার্থীরা ইডব্লুএস হিসাবে হয়ে গেছেন। তা নিয়ে অভিযোগও জমা পড়েছে। মেডিক্যাল এডুকেশন কতৃপক্ষ বলেছে, প্রযুক্তিগত কারণে 'চয়েজ ফিলিং' পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তিগত সমস্যা ঠিক হয়ে গেলে আবার এইসব কাজ শুরু হবে।

ভুয়া খবর

• প্রথম পাতার পর থাকে। পত্রিকা অফিসে আক্রমণ, ভাঙচুর করা কিংবা আগুন দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্তরা বুক ফুলিয়ে মিটিং-মিছিল করছে। কিছু করেনি পুলিশ, বরঞ্চ হামলার সময়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা মারা গেছেন বলে বিজপি বিধায়িকা মিমি মজুমদার বৃহস্পতিবার সকালে একটি পোস্ট দেন। কিছুক্ষণ পরেই বিজেপি'র নেতা এবং ক্রীড়া পর্ষদ'র সচিব অমিত রক্ষিতও একই রকম পোস্ট দেন। অল্প কিছুক্ষণ পরেই জানা যায় মন্ত্রী মারা যাননি। অমিত রক্ষিত পোস্টটি তলে নিয়ে মন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করে পোস্ট দেন। মিমি মজুমদার পোস্টটি তুলে নিলেও আর কোনও পোস্ট দেননি মন্ত্রীকে নিয়ে। দুইজনের কেউই মন্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলা পোস্টের প্রেক্ষিতে ক্ষমা চাননি, দুঃখ প্রকাশ করেননি। এন সি দেববর্মা'র পরিবারের তরফে বলা হয় যে তিনি বেঁচে আছেন এবং সঙ্কটজনকও না। সেদিনই মন্ত্রী মহোদয় সাংবাদিকদের সাথে কথাও বলেন। বিজেপি'র সাংসদ সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে বলেন যে গুজবে কান না দিতে। মন্ত্ৰী মনোজ কাস্তি দেব কারও নাম না করে 'মৃত্যু'র খবরের নিন্দা করেন। ফেসবুকে পোস্ট করার জন্য পুলিশ বাড়ি থেকে অনেককেই তুলে নিয়ে গেছে এই ত্রিপুরায়। বাইরের রাজ্য থেকে ধরে এনেছে। তারা জেল খেটেছেন। সামান্য কারণেও ফেসবুক পোস্টের জন্য গ্রেফতার হতে হয়েছে, এই রাজ্যে এই রকম উদাহরণ আছে। ফেসবুকে লেখার দায়ে অন্যদের গ্রেফতার হওয়ার মত, একজন মন্ত্রীকে ফেসবুক পোস্টে মেরে ফেলার মত ঘটনা করলেও এক বিধায়ক এবং ক্রীড়া পর্ষদ'র সচিব গ্রেফতার হননি গুজব ছড়ানোর দায়ে। সামাজিক মাধ্যমে প্রবল নিন্দার ঝড় হয়েছে দুই নেতার পোস্ট নিয়ে। অমিত রক্ষিত'র দ্বিতীয় পোস্টেও কটাক্ষ করে মন্তব্য আছে। বিজেপি'র বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন মন্তব্য করেছেন, অন্য কেউ এমন করলে এখন পুলিশ আটক করতো।মামলা হতো।সুদীপ রায় বর্মন'র বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে কুৎসা করে দেওয়া পোস্ট নিয়ে তিনি মামলা করলেও, দেড় বছর পেরিয়ে গেছে এখনও কিছু হয়নি। সুদীপ রায় বর্মন'র সাথে তার নিজের দল বিজেপি'রই বনিবনা নেই। পুলিশ এন সি দেববর্মাকে নিয়ে করা পোস্ট নিয়ে যে তদন্তকরছে, তাতে এখনও দেখার মত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

निर्पंभ

 তিনের পাতার পর নিগমের কমিশনার অথবা মুখ্য নির্বাহী অফিসারকেসশরীরে হাজির হতে হবে আদালতে। আদালতকে এই মামলায় সহযোগিতা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠূরতা প্রতিরোধ আইন, ১৯৬০ সঠিকভাবে বলবৎ করা যায়। উচ্চ আদালতের এই নির্দেশের পর অনেকটাই বেকায়দায় পড়ল পুর নিগম। আগরতলায় এমনিতেই হকার উচ্ছেদে ব্যস্ত পুর নিগম। এরমধ্যে রাস্তার পাশে কসাইখানা এবং পশুদের ওপর নির্মম অত্যাচার বন্ধ করতে নির্দেশ রয়েছে আদালতের। কিন্তু খোদ রামনগর পুলিশ ফাঁড়ির সামনে রাস্তার দুই পাশ দিয়ে মোরগ, হাঁস, শৃকরের মাংস দিনভর বিক্রি হয়। সেতুর ওপারে রাস্তার পাশে পাঁঠা কেটে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই ধরনের চিত্র শহরে অনেক।এসব ব্যবসা বন্ধ করতে পুর নিগম কতটুকু সক্ষম হবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তারা বহু বছর ধরে ব্যবসা করছেন। বিকল্প ব্যবস্থা না করে তাদের উচ্ছেদ করতে গেলে বিক্ষোভের মুখে পড়তে পারে পুর নিগম বলে অনেকে মনে করছেন।

মানুষের কল্যাণে

 তিনের পাতার পর মিশ্র সংস্কৃতির ধারাকে তুলে ধরছে। লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে কাজ করছে। এ সমস্ত কাজ দফতরের কর্মীগণ সংঘবদ্ধভাবে করে যাচ্ছেন।বলা যেতে পারে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর সরকারের দর্পণ। তিনি আশা করেন, সব সময় তারা এভাবে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে যাবেন। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আরও শ্রীবৃদ্ধিতে তিনি যথাসাধ্য প্রয়াস নেবেন বলে জানান। তিনি সকলকে সরকারের উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখার আহ্বান জানান।

আফগানিস্তান

 সাতের পাতার পর দু'দলের কাছেই নিজেদের অবস্থান উন্নত করার সুযোগ রয়েছে।

অধিনায়ক

• সাতের পাতার পর কাশিম। অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপে প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে একই ম্যাচে শতরান এবং পাঁচ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন তিনি।শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২৩৮ রানে জয় পায় পাকিস্তান। বিশ্বকাপে পঞ্চম স্থান অধিকার করে তারা।

রাজ্যে গড়ে উঠবে ফিল্ম ইনস্টিটিউট

মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্যই ক্ষমতা: তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্ৰী

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ৩৮ জন লোকশিল্পী ২০০৭ সাল থেকে তাদের প্রাপ্য সম্মান, পদমর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। আজ তাদের সেই সম্মান ও পদমর্যাদা ফিরিয়ে দিতে পেরে নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছি। শুক্রবার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের বিনোদন সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। ৩৮ জন লোকশিল্পীকে চতুর্থ শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণির পদমর্যাদায় উন্নীতকরণের জন্য এদিন এই অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুরীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। গান্ধীঘাটস্থিত তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রধান কার্যালয়ে এই অনষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্ৰী শ্রীচৌধুরী বলেন, সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় বঞ্চিত লোকশিল্পীদের প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অনুষ্ঠানে তথ্য ও এবছর ফেস্টিভাল অ্যাডভান্সও সংস্কৃতিমন্ত্রী শ্রীটোধুরী বলেন, গত বাড়ানো হয়েছে। এজন্য প্রায় পঁচিশ বছরে সরকারি

দরজা ভেঙে

দোকানে লুটপাট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

চড়িলাম, ৪ ফেব্রুয়ারি।। দরজা

ভেঙ্গে এক ব্যবসায়ীর দোকানে

হানা দিল চোরের দল। ঘটনা

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে

বিশালগড় থানার অন্তর্গত উত্তর

চড়িলাম'র আড়ালিয়া থাম

পঞ্চায়েতের আড়ালিয়া

বাজারের এক ব্যবসায়ীর

দোকানে। ব্যবসায়ীর নাম

সোহেল মিয়া। সোহেল বিগত

দশ বছর যাবৎ আড়ালিয়া

বাজারে ব্যবসা করছেন।

বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলাও ব্যবসা

করে দোকানে তালা দিয়ে

বাড়িতে চলে যান। শুক্রবার

সকাল বেলা অন্যান্য ব্যবসায়ীরা

আড়ালিয়া বাজারে এসে দেখতে

পায় সোহেল মিয়ার দোকানের

দরজা ভাঙ্গা। খবর দেওয়া হয়

সোহেল মিয়াকে। খবর পেয়ে

সোহেল মিয়া ঘটনাস্থলে এসে

দেখেন দোকানের ক্যাশ বাক্স

থেকে ৩০ হাজার টাকা-সহ

দোকানের অন্যান্য মূল্যবান

সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে

চোরের দল। আনুমানিক বাজার

মূল্য প্রায় ৪০,০০০ টাকা হবে।

একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছেন

সোহেল মিয়া। প্রত্যেকেরই

বক্তব্য নেশাখোর ট্যাবলেট

খোরদের যন্ত্রণায় বেড়েছে চুরি।

প্রতিদিন চড়িলাম বিধানসভার

বিভিন্ন জায়গায় চুরি হচছে।

একজন চোরেরও টিকির নাগাল

পায়নি বিশালগড় এবং বিশ্রামগঞ্জ

থানার পুলিশ। আবারো রাতের

আঁধারে বিশালগড় এবং

বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশের

টহলদারি নিয়ে একরাশ ক্ষোভ

উগরে দিয়েছে গ্রামের মানুষ।

ব্যবসায়ী সোহেল মিয়া

বিশালগড় থানায় জিডি এন্ট্রি

করবেন বলে জানিয়েছেন।



কর্মচারীদের প্রমোশন প্রক্রিয়াকে একটা প্রহসনে পরিণত করা হয়েছিলো। বর্তমান সরকার কর্মচারীদের এই প্রমোশনের দরজা খলে দিয়েছে। এছাডাও কর্মচারীদের বেতনভাতা বদ্ধি-সহ

করতে হয়ন। তিনি বলেন, মখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কমার দেব সব সময় বলেন, আমাদের এই ক্ষমতার চেয়ারটি মান্যকে দমন্পীডনের জন্য নয়। মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্যই ক্ষমতা।তাই আমাদের সকলের দায়িত্ব মানষের জন্য কিছ করে যাওয়া। নিজেদের দায়িত্বটুকু কর্মচারীদের কোনও আন্দোলন সঠিকভাবে পালন করা। তিনি

লোকজনদের অনুপস্থিতিতে

কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে

বেরিয়ে যান বছর ১৮'র মৌসুমী

আক্তার। দুপুর গড়িয়ে বিকেল

হলেও মেয়েটি বাড়িতে না আসায়

বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যেমন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক তেমনি আমাদের রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের দটি শাখা আছে। তথ্য শাখাটি সরকারের উন্নয়ন কর্মসচির সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে আর সংস্কৃতি শাখা রাজ্যের ঐতিহ্যময়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে নিখোঁজের ঘটনা প্রায়শই খবরের শিরোনামে উঠে আসছে। কিছু ক্ষেত্রে যেমন অপহরণ কিংবা পাচারের মতো ঘটনা অন্যদিকে প্রণয়ঘটিত বিষয়াদিও পরিলক্ষিত করা যাচ্ছে। রহস্যজনকভাবে গত ৮ দিন ধরে নিখোঁজ এক যুবতি। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে চিন্তায় পরিবার - পরিজনরা। ঘটনা কলমটোড়া থানাধীন বক্সনগর

জান্যারি দুপরে বাডির

পরিবারের লোকজনেরা এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তৎসঙ্গে আত্মীয়পরিজনদের কাছ থেকেও মৌসুমীর বিষয়ে জানতে চাইলে তাদের কাছ থেকে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। খোঁজাখুঁজি করার পর মেয়েকে না পেয়ে নিখোঁজ যুবতির পিতা-মাতা দক্ষিণ পাড়া এলাকায়। ঘটনার কলমচৌড়া থানার দ্বারস্থ হয়ে বিবরণে জানা যায়, গত ২৮ একটি মিসিং ডামেরে করে।

এখনো পর্যন্ত কোন ধরনের সন্ধান পাওয়া যায়নি নিখোঁজ যুবতির। নিখোঁজ যুবতির মা রাজিয়া খাতুন জানিয়েছেন, উনার মেয়ে সরল সোজা, কারোর সাথে বেশি কথা বলত না বাড়িতে কম থাকতো প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি বেশি সময় কাটাতো। গত ৮ দিন ধরে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সদস্যরা এখনো কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। পুলিশ যদি সঠিকভাবে তদন্ত করে তাহলে নিখোঁজ মেয়েটির সন্ধান বের করা সম্ভব বলে অভিমত পরিবার-পরিজনসহ

গরু-সহ গ

ঘটনার ৮ দিন কেটে গেলেও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় বাইপাস সড়ক থেকে ৬টি গরু-সহ গাডি ছিনিয়ে নিল দুই নেতা। বিশালগড় - গোলাঘাটি সড়ক সংলগ্ন বাইপাসের মুখে সেই ঘটনা। অভিযুক্তরা হল রামভক্ত নেতা সুমন এবং বংশী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সবার সামনেই দুই নেতা মিলে গাড়িটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তারা মালিক পক্ষের কোন কথা শুনতে রাজি হয়নি। চলতি মাসে গরুর গাড়ি চালানোর মাসিক হপ্তা দেওয়া হয়নি দুই নেতাকে। গত মাসেও মালিক পক্ষের কাছে তারা দ্বিগুণ টাকা দাবি করেছিল বলে

খবর। মালিক পক্ষের অভিযোগ,

গরুর গাড়ি রাস্তা দিয়ে চললে

নেতাদের টাকা দিতে হয়। প্রণামি দিতে হয় পুলিশকেও। তারা আরও জানান, গরুর ব্যবসাকে কেন্দ্র করে মাসিক ১৮ লক্ষ টাকা দিতে হয় নিচের বাজারের নেতাদের ফান্ডে। এখন আবার নতুন করে টাকা দাবি করছে রামভক্তরা। টাকা দিতে ব্যর্থ বা অসমর্থ হলে মারধর করা হয়। গো-পালক থেকে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, গরু বাড়ি থেকে বের করলেই টাকার জন্য রাস্তায় বসে থাকে পুলিশ-সহ সিকি আধুলি নেতারা। শুক্রবার সন্ধ্যায় বিকাশ নামে এক ব্যবসায়ীর গাড়ি ছিনিয়ে নেয় তথাকথিত রামভক্ত বলে দাবি করা দুষ্কৃতিরা। গরুর মালিকের পক্ষে অভিযোগ জানানো হয় বাড়ির কাছেই রাউৎখলা বাইপাস থেকে তাদের গাড়িটি নিজেদের

আস্তানায় নিয়ে যায় দই নেতা। শত চেস্টা করেও গরু-সহ গাড়িটি আটকাতে পারেননি চালক। গাডি নেওয়ার পর মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছে অভিযুক্তরা। তাদের চাহিদা মতো টাকা দিলেই নাকি গরু-সহ গাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। পরবর্তী সময় টাকা দিয়েও গাড়ি ফিরিয়ে আনতে পারেননি মালিক পক্ষ। তারা এতটাই বেপরোয়া যে পুলিশের কথা কেও পাত্তা দিচ্ছে না। সচেতন মহল এই পরিস্থিতিকে অরাজকতা বলে কটাক্ষ করছেন। তাদের বক্তব্য, বিশালগড়ের তথাকথিত ক্ষমতাবান নেতাদের চ্যালারা গোটা এলাকা নিজেদের হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছে। গোটা ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে রাউৎখলায়।

মাটি খুঁড়ে উদ্ধার সিন্দুক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি।। রেগা শ্রমিকরা মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করলেন লোহার সিন্দুক। ঘটনা শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ বিলোনিয়া বরজ কলোনির অন্তর্গত এসসি কলোনি এলাকায়। মাটির নিচ থেকে লোহার সিন্দুক উদ্ধার হওয়ার খবর পেয়ে আশপাশের লোকজন কৌতৃহলের বশে সেখানে ভীড় জমান। পাশাপাশি ছুটে আসে পুলিশও। জানা গেছে, এদিন রেগা শ্রমিকরা মাটি খুঁড়ার সময় কোদালের মধ্যে কিছু একটা আটকে যায়। তখনই শ্রমিকরা কৌতৃহলের বশে মাটি খুঁড়তে থাকেন। তারা বুঝেছিলেন বড় কিছু মাটির নিচে লুকিয়ে আছে। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে উদ্ধার হয় লোহার সিন্দুক। গর্ত থেকে সিন্দুক উপরে উঠিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু দেখা গেছে সিন্দকে কিছুই নেই। তবে কিছুটা হলেও শ্রমিকরাও আশাহত হয়েছেন। কারণ, যতক্ষণ সিন্দুকটি মাটির নিচে ছিল তারা যে যার মত করে অনেক কিছুই ভেবে নিয়েছিলেন। কেউ ভেবেছিলেন হয়তো কোন গুপ্তধন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। কেউ আবার ভেবেছিলেন এর ভেতরে অবশ্যই কোন রহস্যজনক কিছু লুকিয়ে আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খালি সিন্দুক উঠে আসে। ধারণা করা হচ্ছে চোরের দল সিন্দুকটি ফেলে গিয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

বালি চাপায় মর্মান্তিক মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ৪ ফেব্রুয়ারি।। ছড়া থেকে বালি সংগ্রহ করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু রঞ্জন দেববর্মার। ৬৫ বছরের রঞ্জন দেববর্মার বাড়ি খোয়াই পূর্ব বেলছড়া এলাকায়। অন্যান্য দিনের মত শুক্রবার সকালে তিনি অন্য শ্রমিকদের সাথে বালি উত্তোলন করতে রথটিলা বাজার এলাকায় এসেছিলেন। সেখানে ছড়া থেকে বালি সংগ্রহের সময় আচমকা বিপত্তি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী রঞ্জন দেববর্মা বালির স্থূপে চাপা পড়ে যান। সাথে থাকা অন্য লোকজন সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে তার পরিবারের লোকজন ছুটে আসেন হাসপাতালে। ময়নাতদন্তের পর রঞ্জন দেববর্মার মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ধরনের কাজে শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়টি কখনই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তারই ফলস্বরূপ রঞ্জন দেববর্মার মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

টিডিএফ'র

জেলা সভাপতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। টিডিএফ'র চেয়ারম্যান তেজেন দাস জানিয়েছেন, টিডিএফ'র দক্ষিণ জেলা সভাপতি করা হয়েছে ধীরেন ত্রিপুরাকে। একই সাথে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ইয়ুথ টিডিএফ'র সভাপতি করা হয়েছে প্রসেনজিৎ ত্রিপুরাকে। তেজেন দাস জানিয়েছেন, সাংগঠনিক জেলা কমিটিগুলো পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে ধীরে ধীরে।

কমিশনারকে সশরীরে হাজিরা দিতে নির্দেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি**।।রাস্তার পাশে কসাইখানা খুলে রাখার ঘটনায় পুর নিগমের কমিশনার অথবা মুখ্য নির্বাহী অফিসারকে সশরীরে হাজির হতে নির্দেশ দিল উচ্চ আদালত। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মোহান্তি এবং বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়'র ডিভিশন বেঞে তাকে হাজির হতে হবে। হাজির হয়ে পুর এলাকায় কসাইখানা এবং রাস্তার পাশে থাকা মাংস কাটার দোকান প্রসঙ্গে জবাব দিতে হবে। রাস্তার পাশে কসাইখানা খোলা এবং পশু-পাখি হত্যা নিয়ে উচ্চ আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি করেছেন জনৈক অঙ্কন তিলক পাল। তিনি দাবি করেছেন,

কসাইখানা খোলা হয়েছে। মাংস কেটে বিক্রি হচ্ছে রাস্তার পাশে। এই কারণে শিশুদের মধ্যে প্রভাব পড়ছে। উচ্চ আদালত জনস্বার্থ মামলাটি গ্রহণ করার পরই আগরতলা পুর নিগমকে নির্দেশ দিয়েছিল রাস্তার পাশে বেআইনি কসাইখানা বন্ধ করতে। ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনির কাছেও মাংস বিক্রি হয়। এমনকি শংকর চৌমুহনিতে ট্র্যাফিক পুলিশের সামনেই রাস্তার পাশে বিক্রি হচ্ছে মাংস। এইভাবে রাস্তার পাশে শালবাগান, আড়ালিয়া, বণিক্য চৌমুহনি ছাড়াও বহু জায়গায় পশু পাখি কেটে বিক্রি হচ্ছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশ পেয়ে কয়েকদিন এসবের বিরুদ্ধে মাইকিং করে পুর নিগম। এক-দু দিন

জায়গায়। এরপর পুর নিগম আর কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। জনস্বার্থ মামলাটি গত মঙ্গলবার আবারও শুনানির জন্য প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে উঠে। পুর নিগমের পক্ষে সওয়াল করেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট তাপস দত্ত মজুমদার, সরকারি আইনজীবী মঙ্গল দেববর্মা, কিশোর কমার পাল এবং তাপস হালাম। শুনানির পর উচ্চ আদালত রায় দিতে গিয়ে বলেছে, ২০১৫ সালের এই সংক্রান্ত ৪/২০১৫ জনস্বার্থ মামলাটিও এই মামলার সঙ্গে যুক্ত করে নিতে। ২২ ফেব্রুয়ারি পুর এরপর দুইয়ের পাতায়

সংক্ৰমণ নামলো

১.৬৬ শতাংশে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। করোনায় সংক্রমণের হার আরও নামলো। এই হার নেমে দাঁড়ালো ১.৬৬ শতাংশে। ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত নামলো ৬২ জনে।তবে থেমে নেই মৃত্যুর সংখ্যা। শুক্রবারও একজন সংক্রমিত রোগী মারা গেছেন। তাকে নিয়ে রাজ্যে করোনা আক্রান্তদের মৃত্যুর তালিকা বেড়ে দাঁড়ালো ৯১২ জনে। করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ৭০৩জন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা পজিটিভ রোগীর সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৭২৬জনে। সুস্থতার হারও বেড়ে দাঁড়ালো ৯৭.৩৭ শতাংশে। ব্যাপকহারে আক্রান্ত নেমেছে জেলাগুলিতে। পশ্চিম জেলায় ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত নামলো ১৯জনে। সিপাহিজলা, উনকোটি এবং ধলাই, খোয়াই, গোমতী এবং দক্ষিণ জেলায়ও ২৪ ঘণ্টায় আক্রাস্ত ১০ জনের নিচে নেমে গেছে। এর মধ্যেই শনিবার রাজ্যে আয়োজিত হচ্ছে সরস্বতী পুজো। বাগ্দেবীর আরাধনায় ছাত্রছাত্রীরা অংশ নিচ্ছেন। করোনা অতিমারিতে সংক্রমণ নামলেও থেমে নেই মৃত্যু। এই পরিস্থিতিতে উৎসাহের সঙ্গেই রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে বাগ্দেবীর আরাধনা। বাজারগুলিতেও বিকালে ভিড় জমেছিল। যদিও বৃষ্টি নেমে আসায় ভিড় কমে। স্বাস্থ্য দফতর ২৪ ঘণ্টার মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, এই সময়ে ৩ হাজার ৬৯২ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৮১৩ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে। এদিন করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ৭০৩জন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা নামলো ১ লক্ষ ৪৯ হাজারে। এই সময়ে মারা গেছেন ১ হাজার ৭২জন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। টানা আন্দোলনের জেরে ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হল লেমুছড়াস্থিত আইসিএআর কর্তৃ পক্ষ। টানা ১২দিন ধরে চলা শ্রমিকদের আন্দোলন শুক্রবার আরও তীব্র রূপ ধারণ করে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শ্রমিকরা এদিন আইসিএআর অফিসের মূল ফটকে তালা দিয়ে দেয়। কর্মচারীদের ভেতরে আটকেই অফিসে ঢোকার মূল প্রবেশ পথেই তালা দিয়ে দেওয়ায় কর্মচারীরা সবাই আটকে পড়েন। তাতেই চাপ বাড়ে কর্তৃপক্ষের। খবর যায় লেফুঙ্গা থানা-সহ মোহনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে। মোহনপুর মহকুমা আধিকারিককেও বিষয়টি জানানো হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও মহকুমা আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে

আইসিএআর কর্তৃপক্ষ ও আন্দোলনকারী শ্রমিকরা। আগামী মঙ্গলবার আইসিএআর কর্তৃপক্ষ, মহকুমা প্রশাসন, শ্রমিক ঠিকেদার -সহ আন্দোলনকারী শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনায় বসবে। শুক্রবার এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আইসিএআর - এ আন্দোলনরত শ্রমিকরা কিছুটা শাস্ত হন। তবে এক্ষুনি আন্দোলন তুলে নিতে রাজি নন শ্রমিকরা। শনিবার ও রবিবার দুই দিন বন্ধ থাকছে। সোমবার যথারীতি কর্মবিরতি পালন করা হবে বলে আন্দোলনরত শ্রমিকদের পক্ষে শেখর ঘোষ জানান। মঙ্গলবার আলোচনার পরই যদি কোন সমাধান সূত্ৰ পাওয়া যায়, তবে কর্মবিরতি - সহ যাবতীয় আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে বলে সাফ জানিয়েছে।

একটা মধ্যস্থ সমাধানে আসেন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় কেন্দ্রীয় বাজেট ইস্যুতে সরব হয়েছেন। তিনি বলেছেন, গত ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর উত্থাপিত বাজেট সম্পূর্ণরূপে পড়েছেন। তাতে তিনি উপলুৰি কেরতে পেরেছেন এই বাজেট জনবিরোধী। কর্পোরেটদের সাহায্যকারী বাজেট। ভারতবর্ষে কৃষকদের জন্য কোনও দিশা দেখাতে পারেনি এই বাজেট। গত বছরের তুলনায় এবারের

কৃষকদের সর্বনাশ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় বসেই করে দিয়েছে। এখন বাজেটের মাধ্যমে তাদেরকে পথে বসাতে চাইছে। গোপাল রায় বলেছেন, বিজেপি সরকার নয় এটা জুমলা সরকার। তিনি বলেন, ২ কোটি প্রতি বছর চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ভুলে এখন মিথ্যা কথা বলে প্রচার করা হচ্ছে। এবারের বাজেটেও কর্ম সংস্থান আরও সংকুচিত করা হয়েছে। ত্রিপুরাও বঞ্চিত হবে তাতে তিনি কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরোধিতায় সরব হয়ে বাজেটে কৃষকদের আরও বেশি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে সর্বনাশ ডেকে এনেছে। শামিল হওয়ার আহ্বান রাখেন।

পূর্বজনের স্মৃতিতে স্মৃতিবনে বৃক্ষরোপণ

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের অনুপ্রেরণায় ও মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয়ের উদ্যোগে ত্রিপুরা বন দপ্তর একটি অভিনব প্রকল্প



হাতে নিয়েছে পূর্ব জনের স্মৃতি টুকু ধরে রাখতে, প্রিয় মানুষটার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রতীক হিসেবে তাঁদের নামে বৃক্ষরোপণ করে তাঁর স্মৃতি চিরস্মরণীয় করে রাখতে ত্রিপুরা বন দপ্তর আপনার পাশে।

দপ্তর রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় একটি করে স্মৃতিবন গড়ে তোলতে উদ্যোগ গ্রহন করেছে। দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে দপ্তর আপনার পক্ষে আপনার পছন্দ মত গাছ লাগিয়ে ছবি তুলে তা আপনাকে Whatsappও করে দেবে মাত্র ৩০০ টাকার বিনিময়ে। আর স্থায়ী সাইন বোর্ড সহ চাইলে অতিরিক্ত ১০০০ টাকা জমা দিতে হবে। আপনাকে শুধু দপ্তরের ওয়েবসাইট forest.tripura.gov.in/smriti-van এ দেওয়া মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করে শুল্ক জমা দিতে হবে। স্মৃতি বনে রোপিত বৃক্ষের পরিচর্যা ও রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব থাকছে বন দপ্তরের।

বন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। ICA-D-1742/2022

ড়র সামনে প্রেমিকের অনশন, ধর্না

আমবাসা, ৪ ফেব্রুয়ারি ।। দীর্ঘ ছয় বছরের সম্পর্ক কেবল প্রেম-ভালোবাসাতেই সীমিত ছিল না। বরং প্রেম ভালোবাসার গভি পেরিয়ে সম্পর্ক এগিয়ে ছিল আরো অনেক দূর। এমনকি প্রেমিকার স্নাতক ডিগ্রি এবং বি এড ডিগ্রি অর্জনের যাবতীয় ব্যয়ভারও বহন করেছিল প্রেমিক। কথা ছিল উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন হলেই চার হাত এক হবে উভয় পক্ষের অভিভাবকদের উপস্থিতিতে। কিন্তু কথা রাখেনি প্রেমিকা ও তার পরিবার। উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন হতেই ছয় বছরের সম্পর্ক তথা পুরোনো প্রেমিককে বেমালুম ভূলে গিয়ে অন্য একজনের পাণিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। আর তা জানতে পেরে প্রায় অর্ধ উন্মাদ প্রেমিক ছুটে আসে প্রেমিকার বাড়ির সদর

একদিন আগে তার বাড়ির সদর দরজায় অনশনে বসে পরাজিত প্রেমিক। দাবি একটাই, ফিরিয়ে দিতে হবে তার ছয় বছরের

ভালোবাসার দাবি নিয়ে প্রেমিকার বাড়ির সামনে অনশনে বসার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলো শুক্রবার দুপুরে আমবাসা থানাধীন কুলাই অঞ্চলের নবগ্রাম এলাকায়। অনশনকারী প্রেমিক হল খোয়াই জেলার কল্যাণপুর থানাধীন গৌরাঙ্গটিলা এলাকার বাসিন্দা আশিস দেবনাথ (২৭)। তার অভিযোগ হল যে, নবগ্রাম এলাকার জনৈক শুকনো মাছ ব্যবসায়ীর কন্যা ঐ যুবতির সাথে তার ছয় বছরের প্রেমের সম্পর্ক। পরিবারের আর্থিক অসঙ্গতির কারণে প্রেমিকার উচ্চ শিক্ষা তথা স্নাতক



এবং বিএড ডিগ্রি অর্জনের সমস্ত ব্যয় সে বহন করে, যা তার আত্মীয়স্বজন সহ কুলাই এলাকার অনেকেই জানে। কিন্তু এখন ঐ যুবতির পরিবার তার বিয়ে ঠিক

করেছে জিরানিয়ার ব্লক চৌমুহনি এলাকার এক যুবকের সাথে। ৫ ফেব্রুয়ারি বিয়ে। যা মেনে নিতে পারছে না প্রেমিক আশিস। তাই শুক্রবার দুপুরে সে প্রেমিকার বাড়ির

তুলে দেয়। এদিকে জানা যায়, আশিস তার এলাকায় একজন পরিশ্রমী এবং ভদ্র ও শান্ত ছেলে হিসাবে সুপরিচিত। মাত্র ছয় মাস বয়সে এক দুর্ঘটনায় তার বাবা মারা যায়। মা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্না করে। সে ছোটবেলা থেকে প্রচুর পরিশ্রম করে দু'পয়সা রোজগার করেছে, একমাত্র বোনের বিয়ে দিয়েছে। এখন আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো। কিন্তু প্রেমে প্রতারণা সইতে পারছে না। তাই তাকে নিয়ে চিন্তিত

তার বৃদ্ধা মা সহ পরিজনেরা।

হুমকি দেয় আত্মহত্যার। তার স্পষ্ট

বক্তব্য হল ভালোবাসা ফেরত না

পেলে সে আত্মহত্যা করবেই। এরই

মাঝে আমবাসা থানার পুলিশ খবর

পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আশিসকে

থানায় তুলে আনে এবং পরবর্তীতে

তার পরিবারের সদস্যদের হাতে

যোজনার জন্য বরাদ্দ ২০১১

সালের তথ্যের ভিত্তিতে করা

হয়েছিল এবং বরাদ্দকত পরিমাণ

নির্মাণ আজকাল সামগ্রী কেনার

জন্যও যথেষ্ট নয়। এছাডাও, এই

প্রকল্পের অধীনে বাড়ি বিতরণে

ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। ত্রিপুরা

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা বলেছেন,

বুধবার অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয়

তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক

নির্বাচনে যোগ দিতে সম্প্রতি

কলকাতায় ছিলেন ভৌমিক।

তিনি বলেন, 'আমাদের নেত্রী

ব্লকে ব্লকে তৃণমূল, আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করলেন সুবল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, রাজ্যের লোকদের সাহায্য করার দুর্নীতির সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস **আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।।** রেগার মজুরি দ্বিগুণ করা, ২০০ দিনের কাজ, গ্রাম-পাহাড়ের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন-সহ ১১ দফা দাবিকে সামনে রেখে এবার ব্লকে ব্লকে ডেপুটেশন দেবে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি এই ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচি সংগঠিত হবে বলে দলের তরফে জানানো হয়। সামাজিক ভাতা থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, নির্মাণ শ্রমিকদের অসংগঠিত শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া সবই তুলে ধরা হয়েছে এবারের আন্দোলন কর্মসূচিতে। ত্রিপুরায় বিপ্লব দেব-নেতৃত্বাধীন সরকারের একাধিক ব্যর্থতা তুলে ধরে আবারও সরব হলেন ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনর সুবল ভৌমিক। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, রাজ্যের দর্নীতির সমস্যাগুলো উত্থাপন করতে এবং অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে ইনফর্মাল কর্মীদের জন্য সাহায্যের দাবিতে দল আগামী সপ্তাহে ব্লক-স্তরের গণ ডেপটেশন শুরু করা হবে। এক্ষেত্রে যে দাবিগুলোকে সামনে রেখে এই ডেপুটেশন কর্মসূচি সেগুলোও তুলে ধরেছেন তিনি। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গরিব মানুষের মধ্যে ঘর বণ্টন নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। ঘরগুলোর জন্য ২০১১ সালের তালিকা অনুযায়ী বরাদ্দ দেওয়া হলো। এখন ব্যয় খরচ অনেক বেড়ে গেছে। তাছাড়া পাহাড়ে পরিশ্রুত পানীয় জলের সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে রুকস্তরের ডেপুটেশনে। এদিন সুবল ভৌমিক

জন্য সামাজিক প্রকল্পগুলোর একটি শক্তিশালী সম্প্রসারণ এবং বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মনরেগা শ্রমিক, হকার, পরিবহন এবং গৃহকর্মী এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের জন্য সহায়তার দাবি করেছিলেন। তিনি প্রায় ১৮,০০০ আশা কর্মচারী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়মিত

করে কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়। সবল ভৌমিক দাবি করেন, রাজ্যে গ্রাম-পাহাড়ে তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। মানুষ ভালো নেই। জনস্বার্থেই এই আন্দোলন বলে তিনি দাবি করেন। গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিকাঠামোর উন্নয়নের দাবি জানাচেছন ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনর। তিনি অভিযোগ করে বলেন, রাজ্যের



করার কথা বলেছিলেন যাদের চুক্তিভিত্তিক চাকরি প্রায়শই তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়ে। গত দুই বছরে বিপুল ব্যক্তিগত ও আর্থিক ক্ষতির শিকার এই শ্রমিকদের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে সুবল ভৌমিক বলেছিলেন যে রাজ্য সরকারের দুর্নীতি এই লোকদের জীবনযাত্রার অবস্থাকে আরও খারাপ করেছে। সুবল ভৌমিক এসব বিষয়গুলো তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, কৃষি দফতরে নিম্নমানের সার, বীজ, কীটনাশক সরবরাহ করার ফলে কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেকেই দুর্নীতির সাথে যুক্ত।

মমতা বন্দোপাধ্যায় আত্মবিশ্বাসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে আমরা রাজ্যে ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হব। ত্রিপুরায় কীভাবে জনগণকে চুপ করে রাখা হচ্ছে এবং তাদের বাক স্বাধীনতাকে আক্রমণ করা হচ্ছে তা তিনি ভালো করেই জানেন। আমরা জনগণকে একটি ভালো বিকল্প দিতে চাই। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে তাঁর দরদর্শী বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে ব্যাপক সামাজিক প্রকল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়েছে। সুবল উন্নয়ন এনেছে যা ত্রিপুরায়ও ভৌমিক বলেন, ত্রিপুরা প্রশাসন বাস্তবায়িত হবে।' তিনি আরও নিম্নমানের সামগ্রী এবং রেশন বলেন, দলের কর্মীরা রাজ্যে বিতরণের পাশাপাশি কীটনাশক, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সার এবং বীজের ধারাবাহিক সম্প্রসারণের জন্য তাদের জীবনের সরবরাহ বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। বুঁ কি নিয়ে কাজ করছে এবং তিনি এ ঘটনার জন্য দায়ীদের পুরোদমে কাজ চলছে। রাজ্যের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ক্ষেত্রে সাংগঠনিক বিষয়গুলো সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। এই নিয়েও এদিন আলোচনা হয়। বিষয়গুলি উত্থাপন করার জন্য, সংগঠনকে সর্বস্তরে পৌছে দিতে ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় নেমে সুবল ভৌমিকদের প্রয়াস অব্যাহত আসবে এবং রাজ্যে বিজেপি আছে বলে দাবি করা হয়। সরকারের লাগামহীন দুর্নীতির এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিবাদে বুধবার ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে অন্যান্যরা নীরবে বসে সুবল

আরএসপি'র প্রতিবাদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। আরএসপি ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমগুলী ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটের তীব্র সমালোচনা করেছে। আরএসপি মনে করে এই বাজেট জনবিরোধী। দলের তরফে জানানো হয়েছে এবারের বাজেটে বিত্তশালী মানুষের ব্যবহার্য জিনিসের দাম কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যবহার্য জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হলো। ন্যুনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকের উৎপাদিত ফসল ক্রে, রেগায় বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সার ও খাদ্যেও ভতর্কি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার কর্পোরেটদের করে চার্জ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত দুই বছর সময়কালে করোনার অতিমারির কারণে কর্মচ্যুতি, কর্মপ্রত্যাশী মানুষের জন্য কর্মপংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রগুলোতে, দ্রসমূল্য বৃদ্ধি রোধে, জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গতবারের বাজেট থেকে এবারের বাজেটে হাজার কোটি টাকারও বেশি করে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবারের বাজেটে আবারও প্রমাণিত হলো কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি পুঁজিপতি শ্রেণি ও কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ প্রতিজ্ঞ। বেপরোয়া অথচ দেশের আপামর জনজীবনের সংকট ও যন্ত্রণা নিরসনে সম্পূর্ণ উদাসীন। এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে এবারের বাজেট সাধারণ মানুষের জীবন আরও দুর্বিষহ করে তুলবে। তাই সকলের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক দিল আরএসপি। লগ্গিপুঁজি ও কর্পোরেট স্বার্থে পেশ করা এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে প্রতিবাদ গড়ে তুলবে আরএসপি

নরসিংগড়ে ল বিশ্ববিদ্যালয়



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ মহাকরণে এক বৈঠকে মিলিত হন। সেই বৈঠক থেকে প্রাপ্ত নির্যাসের নিরিখে আইনমন্ত্রী বলেছেন, তিনি অত্যস্ত আনন্দিত ও গর্বিত। কারণ রাজ্যবাসীর দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল একটি ল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হোক। মন্ত্রী তার মাধ্যমে জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-এর আন্তরিক সহযোগিতায় সেই স্বপ্ন এখন পূরণ হতে চললো এবং খুব শীঘ্রই রাজ্যবাসীর সামনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হবে। তিনি জানিয়েছেন, নরসিংগড়স্থিত জুডিশিয়াল একাডেমির বিল্ডিং-এ আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি পঠনপাঠন শুরু হবে। তারই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনে এই সম্পর্কে একটি বিল পেশ করা হবে। বর্তমান সময়ে যেখানে পলিটেকনিকের বিল্ডিং রয়েছে সেখানে ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটির জন্য ভবন নির্মাণ করা হবে। নরসিংগড় বিদ্যালয় মাঠের পাশে পলিটেকনিকের নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। দুটি বিল্ডিংয়ের একই সঙ্গে কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি জুডিশিয়াল একাডেমির পেছনে যে খালি জায়গা রয়েছে সেখানে কোয়ার্টার নির্মাণ করা হবে। বামুটিয়ার বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, শিক্ষাসচিব, উচ্চ শিক্ষা অধিকৰ্তা, মোহনপুর'র মহকুমা শাসক, টিআইটি অধ্যক্ষ, নরসিংগড় উচ্চতর বিদ্যালয়ের এসএমসি কমিটির চেয়ারম্যান, প্রধানশিক্ষককে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠক থেকেই শিক্ষামন্ত্রী তার সিদ্ধান্তের কথা মাধ্যমে জানিয়েছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। নার্সিং-এ জিএনএম কোর্সে ভর্তির সংখ্যা বাড়াতে দাবি তুললো এনএসইউআই। শুক্রবার এই দাবিতে সংগঠনের সভাপতি সম্রাট রায়ের নেতৃত্বে মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সম্রাট রায় জানান, ডেপুটেশনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে জিএনএম কোর্সে আরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া। বর্তমানে সরকারিভাবে জিএনএম কোর্সে কম সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করানো হয়। যে কারণে ছাত্রছাত্রীরা প্রচুর টাকা খরচ করতে বহির্রাজ্যে পড়তে যায়। নার্সিং নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ রয়েছে। কিন্তু সরকারিভাবে সিট বেশি না থাকায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে হচ্ছে রাজ্যের সাধারণ গরিব ঘরের ছাত্রছাত্রীদের।

র শোকজ্ঞাপন

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা বিধানসভাকে প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বর্তমান বিধায়ক সিপিআইএম নেতা রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতা ত্রিপুরা ভবনে বৃহস্পতিবার শেষ নিঃ শ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে টিইউসিসি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করছে। রমেন্দ্র দেবনাথের আকস্মিক প্রয়াণে রাজ্যের অপুরণীয় ক্ষতি হলো। বিশেষ করে বামগণতান্ত্রিক আন্দোলনের তাঁর মতন ব্যক্তির যখন বেশি প্রয়োজন তখন তিনি চলে গেলেন। তিনি ছাত্র অবস্থায় বামপন্থী আক্রো আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়। মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য এবং তিনবার ত্রিপুরার বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন। টিইউসিসি মনে করে তার মৃত্যুতে রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষ হারালো তাদের প্রিয় দরদি নেতাকে। টিইউসিসি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

> আজ রাতের ওযুধের দোকান ৯৭৭৪১৪৫১৯২

বকেয়া ডিএ'র দাবি সমন্বয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা কৰ্মচারী সমন্বয় কমিটি কর্ণেল মহিম ঠাকুর সরণির তরফে মহা সম্পাদক অঞ্জন রায় চৌধুরী রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের ডিএ প্রদানের দাবি জানিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা ডিএ বঞ্চনার কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা বঞ্চনার কারণে সমস্যায় রয়েছেন। রাজ্য সরকার কর্মচারীদের বঞ্চনার বিষয়গুলো তুলে ধরে সমস্যা সমাধানের কথা বললেও সমন্বয় কমিটির তরফে অঞ্জন রায় চৌধুরী মনে করেন, এখনও তা রয়ে গেছে। অর্থাৎ সরকারের দেওয়া তথ্যের সাথে অমিল রয়েছে কর্মচারী সংগঠনের তরফে দেওয়া তথ্যে। রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারী ও পেনশনারদের অর্থনৈতিক বঞ্চনা তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে আর্থিক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডিএ বঞ্চনার নিরসন চাইলেন অঞ্জন রায় চৌধুরীরা। বিগত সরকারের সময়ে জানুয়ারি ও জুলাই মাসে ডিএ দেওয়া হতো। বর্তমানে ডিএ চার বছরে মাত্র তিন শতাংশ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা ৩১ শতাংশ ডিএ পাচ্ছে। রাজ্যের কর্মচারীদের ২৮ শতাংশ ডিএ পাওনা। এই ক্ষেত্রে রাজ্যের কর্মচারী ও পেনশনাররা জানুয়ারি মাসের হিসেবে আরও তিন থেকে চার শতাংশ ডিএ পাওনা থাকবে। অঞ্জন রায় চৌধুরী জানিয়েছেন, একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সর্বনিম্ন ৪,৪৮০ টাকা সর্বোচ্চ ১৪, ৬৬৫ টাকা কম পাচ্ছে। একজন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী সর্বনিম্ন ৫, ০৪০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৭,০৫৩ টাকা কম পাচ্ছে। একজন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মচারী সর্বনিম্ন ১০,৫২৮ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৩৭,৩২৬ টাকা কম পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ন্যায় অন্যান্য ভাতার ক্ষেত্রেও এ রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা কম পাচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে সপ্তম বেতন কমিশনের কথা বলা হলেও এই রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা সর্বোচ্চ ২.৫৭ পেলেও সবাই পাচ্ছে না বলে অভিযোগ। রাজ্যে সর্বোচ্চ ২.৫৭ দেওয়া হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা পাচ্ছে ২.৭২। এই ক্ষেত্রে রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ন্যায় হুবহু কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশন লাগু করার প্রচারকদের মুখে ঝামা ঘষে

কোভিড-১৯ মহামারি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রুপ ডি কর্মচারী সমিতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা সরকারি গ্রুপ ডি কর্মচারী সমিতির তরফে জয়নাল উদ্দীন বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মন্ত্রী ও বর্তমান বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে শোকাহত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। সেদিন মরদেহ রাজ্যে এলে সমিতির তরফে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সাধারণ সম্পাদক খোকন চন্দ্র পাল-সহ অন্যান্যরা। সমিতি জানিয়েছে, রাজ্যে যখন মানুষের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকার আক্রান্ত, স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার স্তব্ধ সেই সময়ে রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের মৃত্যু রাজ্যের জন্য বড় ক্ষতি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : সপ্তাহের শেষ দিনটি এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য 🛮 শুভ। শরীর স্বাস্থ্য ভালো মানসিক

অবসাদের ক্ষেত্রেই উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কোনরকমের ঝামেলার সম্ভাবনা নেই। সাফল্যের পথে কোন বাধা থাকবে না। আর্থিকভাবে শুভ। তবে শত্রু পক্ষ একটু অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে। গহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার

চেষ্টা করতে হবে। বৃষ : এই রাশির জাতক-জাতিকাদের শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্র ভাব লক্ষ্য করা যায়। মানসিক উদ্বেগ

থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু না কিছু বিশুঙ্খলা উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আছে। দিনটিতে আর্থিক ভাব ও অশুভ ফল নির্দেশ করছে। শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। সচেষ্ট হলে গৃহ পরিবেশে শান্তি থাকবে।

মিথুন : দিনটিতে বিশেষ শুভ নয়। হতাশায় না ভোগে মন মানসিকতা

দিয়ে অশুভত্বকে জয় করতে হবে। অযথা ভুল বোঝাবুঝি। গুপ্ত শত্রু হতে সাবধান। গুরুজনের স্বাস্থ্য চিন্তা। প্ৰেম-প্ৰীতিতে গৃহগত সমস্যা দেখা যাবে।

কর্কট : দিনটিতে পেটের সমস্যা বিচলিত করতে পারে। পারিবারিক 📰 ক্ষেত্রে অশান্তির সম্ভাবনা।

ি প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। কর্মোদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টা অনুকুল চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেও শুভ। সিংহ: দিনটিতে শুভ দিক নিৰ্দেশ

নতা । শয়েও অহেতুক চিন্তা কেটে যাবে। পারিবারিক পবিক্রেশ মনুকুলে দিকে চলে আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে মিশে আনন্দ লাভ করবেন। আয় বেশি হলেও ব্যয়ের আধিক্য রয়েছে। কর্ম পরিবেশ বিঘ্নিত হবে না।

নাম্পত্য জীবনে সুখের | শাস্তি বিঘ্নিত করতে পারে।

🗨 খোঁজ। কর্মকেত্রে সহকর্মীদের থেকে সাবধান। ব্যবসায়ীদের দিনটি ভালো যাবে। আয় মন্দ হবে

তুলা: শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মিশ্র ফল লক্ষ্য করা যায়। তবে চিত্তের প্রসন্নতা বজায় থাকবে। কর্মস্থলে শান্তি থাকবে। আর্থিক দিক অশুভ ফল নির্দেশ করছে এই দিনটিতে। শক্ররা মাথা তুলতে পারবে না। গৃহ পরিবেশ অনুকুল থাকবে।

বৃশ্চিক: স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল যাবে । না। মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মস্থলে নানান

ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। তবে সব কিছুর সমাধান সূত্র ও আপনার হাতেই থাকবে। শত্রুরা অশান্তি সৃষ্টি করবে। শত্ৰু জয়ী আপৰ্নিই হবেন। আয় ভাব শুভ। ব্যবসায়েও শুভ।

ধনু : শরীর স্বাস্থ্য মিশ্র চলবে। দিনটিতে মানসিক অবসাদ দেখা



মকর: স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে।কর্মস্থলে

কিছুটা ঝামেলা সৃষ্টি হতে 🖄 🔿 পারে। অর্থভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশে শুভ বাতাবরণ বজায় থাকরে।

কুম্ভ: কর্মস্থলের পরিবেশ অনুকূল থাকবে। ঊধর্বতন পক্ষে থাকবে অর্থভাগ্য ভালো। ব্যবসা স্থান শুভ। তবে প্রতিবেশীদের থেকে । সাবধানে থাকা দরকার। অপরাপর

পেশায় সাফল্য আসবে। মীন: শরীর স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে দিনটিতে। স্পষ্ট কথা বলার জন্য লোকের সঙ্গে ঝামেলা সৃষ্টি হতে

, পারে।উপার্জন ভাগ্য শুভ। পরিশ্রম করার মানসিকতা থাকবে। অর্থ ভাগ্য শুভ ব্যবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে। কন্যা: শরীর কষ্ট দেবে। । স্ত্রী'র অহংকারী মনোভাব দাম্পত্য

শিক্ষকরা গণ ডেপুটেশন প্রদান

ভৌতিমকের শুধু কথা শুনেছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৪ ফেব্রুয়ারি।। সমকাজে সমবেতন-সহ রাজ্য সরকারের অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ, এসপিকিউইএম/ এসপিএএম এম মাদ্রাসাকে গ্রেড ইন এইড এর আওতায় আনা. ২.২৫ এবং ২.৫৭ দ্রুত প্রদান করা.

প্রতিটি ব্লকে গণডেপুটেশন প্রদান

চাকরি থাকাকালীন যদি কোন শিক্ষক মৃত্যুবরণ করেন তবে তার পরিবারকে এককালীন ২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা, মাদ্রাসার শন্যপদগুলোকে পরণ করা সহ ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে শুক্রবার সাব্রুম বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট মাদ্রাসা শিক্ষকরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। এই সময়ে সারা রাজ্যব্যাপী মাদ্রাসা



করছেন। জানা গেছে, গত অক্টোবর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত চার মাস কেন্দ্রীয় ফান্ড না থাকায় শিক্ষকদের অর্ধেক বেতন হয়েছিল বর্তমান রাজ্য সরকারের সদিচ্ছায় দুই মাসের বকেয়া টাকা প্রদান করা হয়েছে এর জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন মাদ্রাসা শিক্ষকরা। মাদ্রাসার শিক্ষকরা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী গেদু মিয়া মসজিদে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে শিক্ষকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আগামী অর্থবছরে শিক্ষকদের জন্য সুখবর রয়েছে।তাই শিক্ষকরা মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করার আবেদন জানিয়েছেন। এদিনের ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন গোমতী ও দক্ষিণ জেলার মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি জয়নাল উদ্দিন, জাকির হোসেন, মান্নান মিয়া, সজীব কুমার শীল, মোহাম্মদ ইসমাইল-সহ অন্যান্য শিক্ষকগণ।

টিপিএসসি'র মাধ্যমে পদে নিয়োগ চাইলো জিওএস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. গ্রেড-ওয়ান পদে প্রমোশন দেওয়ার রুল দ্রুত রূপায়ণের দাবি জানানো আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। দাবি জানানো হয়। এতে মন্ত্রী জিওএস'র তরফে এক প্রতিনিধি তাদের দাবির বিষয়গুলো নিয়ে দল কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। কৃষি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের সাথে দফতরের ইঞ্জিনিয়ার শাখার সমস্ত দেখা করে তাদের দাবিসনদ পেশ শূন্যপদ টিপিএসসি'র মাধ্যমে পুরণ করেছে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন করার দাবি জানানো হয়। কৃষি জিওএস'র সভাপতি তপন দাস, দফতরের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় সম্পাদক দেবাশিস বর্মন, অফিস জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার থেকে চিফ সম্পাদক সুমন্ত নন্দী, কারিগরি ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত পাঁচটি পর্যায়ে ইউনিট সম্পাদক ধনঞ্জয় জমাতিয়া। মোট পদের সংখ্যা ১৩৬। তার মধ্যে তারা বেশ কয়েকটি বিষয় উত্থাপন বর্ত মানে ৬৪ জন ইঞ্জিনিয়ার করে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আছেন। ৭২টি পদ শুন্য পড়ে গত ৩১ অক্টোবর টাউন হলে আছে। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের প্রকাশিত সংগঠনের সম্মেলনে ৪৩টি পদ শূন্য পড়ে আছে। দীর্ঘ সংঘের স্মরণিকা 'দৃষ্টিকোণ'-র ১৬ বছর ধরে এই পদে নিয়োগ একটি কপি মন্ত্রীর হাতে তুলে দেন নেই। কারিগরি বিভাগে সমস্ত সংগঠনের সভাপতি। তাছাড়া পাঁচটি বিশেষ পয়েন্ট উল্লেখ করে দাবিসনদ পেশ করা হয়েছে। তাতে ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যাই এখন দফতরে ইঞ্জিনিয়ারিং সাব ডিভিশন গঠন কারিগরি শাখার সমস্ত শূন্যপদ সবচেয়ে কম। শুধু তাই নয়, এই অবিলম্বে পুরণ করার দাবি জানানো বিষয়গুলো এদিন তুলে ধরে কার্যত ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল) হয়। পদৌন্নতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন মন্ত্রীর গোচরে নেওয়াই নয়, এর নিয়োগ করার দাবি জানানো করারও দাবি জানানো হয়েছে। সমাধানও চেয়েছে জিওএস। দীর্ঘ হয়েছে। রাজ্যে একজন মাত্র তাতে এগ্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ১৬ বছর ধরে কারিগরি শাখায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনয়ার রয়েছে থেকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ নেই। তাছাড়া অতি স্বল্পতার এই শাখায়। যা ইন্ডিয়ান পদে, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কারণে কাজেও বিদ্নু ঘটছে। কৃষি ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট-৪৫ এর গ্রেড-ওয়ান থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট কারিগরি শাখার ইঞ্জিনিয়ারদের পরি পন্থী। এই বিষয় গুলোই

কাজের ইমপ্লিমেন্টেশন করে থাকে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়াররা। অথচ জুনিয়র গ্রেড-টু থেকে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস জিওএস'র প্রতিনিধিরা।

হয়েছে। সংগঠন মনে করে কষি দফতরের কারিগরি শাখার অবস্থা শোচনীয়। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিন্টেভেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার পদে কোনও পদোন্নতি নেই। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পদেও প্রমোশন নেই। বহু ইঞ্জিনিয়ারকে চাকরির প্রথম নিযুক্তি পদে আসীন থেকেই অবসর্থাহণ কর্তে হয়েছে। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে এই কারিগরি শাখাটি অবহেলিত বলে অভিমত জিওএস'র। সংগঠন ২০১৭ সালে নিয়মিত হওয়া ১৫ জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের দফতরের মূল সিনিয়রিটি লিস্টে অন্তর্ভু করা, ইলেকট্রিক্যাল করে ন্যুনতম ১০ জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিস রুল অর্থাৎ ত্রিপুরা মন্ত্রীর গোচরে তুলে ধরেছে

প্রাক্তন বিধায়কের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র দাসের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে শুক্রবার কংগ্রেস ভবনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি নারায়ণ চন্দ্র প্রদেশ কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস, মহিলা কংগ্রেস এবং এনএসইউআই'র দিক আলোচনার মাধ্যমে তুলে নেতারা। তারা একে একে প্রয়াত ধরেন। দিনটি বিভিন্ন কর্মসূচির

দাসের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন নেতার প্রতিকৃতিতে ফুলমালা দিয়ে মধ্য দিয়েই পালন করা হয়।

ধাঁ	ধাটি	ু স	মাধ	ান ব	কর(ত :	প্রতি	विव		
ফ	কা	ঘ	র ১	(ર	কে	৯	ক্র	মক		
সং	খ্যা	ব্য	বহ	র	কর	তে	2 (ব।		
প্রা	তী	ই স	ারি	এ	বং	কল	ि	١ >		
(ર	ক	৯	সং	খ্য	ि	এব	বা	রই		
ব্য	বহা	র ব	ন্রা	যা	ব।	নয়া	ট ও	X		
					ারই					
					এ					
সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার										
প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।										
					এ					
শ	<u> २</u>) (<u> ح</u>	<u>(9</u>	<u>অং</u>	1 6	<u>୍ୟୁ</u>	<u>র</u>		
1	2	3	8	4	7	5	9	6		
6	8	5	3	1	9	4	7	2		
4	7	9	6	2	5	3	1	8		
8	4	7	1	3	2	9	6	5		
9	5	2	7	6	4	1	8	3		
3	4	0	5	9	8	2	4	7		
	1	6	9	-	77	10000				
5	3	8	4	7	1	6	2	9		
5 7			200			6		9		

ক্রমিক সংখ্যা — ৪২৭										
	2		7		6	5		1		
8			თ	5	1					
7	5				4	ფ				
1			5	7		4	6			
			8					5		
							2			
3	7	8	9	2	5	6	1	4		
		9			7	8	5	2		
2	1		6	4	8	9	7			

নোটন হত্যা মামলায় চাজ

বিশালগড়, ৪ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় দুর্গানগরের ফার্নিচার ব্যবসায়ী নোটন দাস হত্যা মামলার তদন্তের চার্জশিট আদালতে জমা দিল বিশালগড় থানার পুলিশ। সাথে পলিশের তরফ থেকে আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয় এই হত্যা মামলার দুই অভিযুক্তকে জেলহাজতে রেখেই বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। তাদের জামিনের আবেদন যাতে মঞ্জুর না করা হয় সেই আবেদনও রাখা হয় পুলিশের তরফে। শুক্রবার বিশালগড় আদালতের বিচারক পুলিশের সেই আবেদন মঞ্জুর করে দুই অভিযুক্তকে ফের ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেলহাজতের নির্দেশ দেন। অভিযুক্তদের তরফে জমা দেওয়া জামিনের আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, পরকীয়া সম্পর্কের জেরে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল নোটন দাসকে। পুলিশ এই ঘটনায় নোটনের স্ত্রী সোনালী দাস

স্বীকার করে নিয়েছে নোটনকে সে একা হত্যা করেছিল। ঘটনার পর নোটনের মৃতদেহ জঙ্গলে মাটি খুঁড়ে চাপা দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘদিন নোটনের হদিশ না মেলায় বিভিন্ন



প্রশ্ন উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত পুলিশ মতদেহ উদ্ধারের সাথে সাথে দই অভিযক্তকে গ্রেফতার করে। এরপর থেকে দু'জনই জেলহাজতে আছে। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে সোনালীর বাবার আর্থিক অবস্থা

অভিজিৎ'র সাথে সোনালীর আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি পরবর্তী সময় নোটন জেনে যান। সেই কারণেই নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযক্ত অভিজিৎ দাস পলিশকে জানিয়েছিল। একটা এবং বক্সনগরের অভিজিৎ দাসকে এতটাই খারাপ ছিল যে তাদের বিয়ের সময় নোটন এবং সোনালীর

সময় নোটনের পরিবার সবকিছু কিনে

সোনালীর বাড়িতে পাঠিয়েছিল।

নোটন পরিবারের একমাত্র ছেলে

হওয়ার সুবাদে সোনালীকে অনেক

আশা নিয়ে ঘরে নিয়েছিলেন। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত সেই সোনালীর কারণে

অভিজিৎ'র কাছ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু উল্টো নোটনকেই জীবন দিতে হয়েছে তাদের কারণে। গত বছর ২৫ অক্টোবর রাত থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন নোটন দাস। ওইদিন সোনালী স্বামীর বাড়ি থেকে ঝগড়া করে বিশালগড সিটিআই ক্যাম্প সংলগ্ন গীতা দাসের বাড়িতে চলে এসেছিল। সেই বাড়িতে বসেই নাকি নোটনকে খুনের পরিকল্পনা করে অভিজিৎ। গীতা দাস সম্পর্কে সোনালীর কাকিমা। শেষ পর্যস্ত পুলিশ মোবাইল ট্র্যাকিং করে সোনালী এবং অভিজিৎ'র পরকীয়া সম্পর্কের কথা জেনে যায়। এরপর মৃতদেহ উদ্ধার এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সমস্যা হয়নি। শুক্রবার মামলার তদন্ত শেষে বিশালগড়থানার ইনসপেকটর পার্থ নাথ ভৌমিক বিশালগড় আদালতে চার্জশিট জমা দেন। এই তথ্য জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী গৌতম গিরি।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ ফেব্রুয়ারি।।

সামান্য বৃষ্টিতে মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামীর আঠারোমুড়া পাহাড় এলাকার রাস্তা খুবই বেহাল হয়ে আছে। আমবাসা থেকে একেবারে মুঙ্গিয়াকামী বাজার সংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত রাস্তা একপ্রকার বিপর্যস্ত। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে বহির্রাজ্যের সংস্থা জাতীয় সড়কের পাশে পাহাড়ের মাটি কাটার কাজ শুরু করেছিল। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্যই মাটি কাটা হয়। অভিযোগ, অদুরদর্শিতার কারণে বর্তমানে জাতীয় সড়ক একেবারে করুণ দশায় পরিণত হয়েছে। দুরপাল্লার গাড়িগুলি আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই সমস্যা হচ্ছে। শুক্রবার দিনভর ওই সড়কে যানজট লেগে থাকে। এর ফলে যাত্রীরা প্রচণ্ড নাজেহাল হন। যাত্রীবাহী বাস এবং দুরপাল্লার লরি দু'দিন ধরে রাস্তায় আটকে আছে। যাত্রী এবং গাড়ি চালকরা অনাহার এবং অর্ধাহারে সময় কাটাচ্ছেন। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও বৃষ্টিতে জাতীয় সড়কের অবস্থা আরও বেহাল হয়ে যায়। এদিকে, রাস্তার এই বেহাল অবস্থার কারণে যাত্রীদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এখনও পর্যন্ত প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। অভিযোগ, প্রথম থেকেই অবহেলার শিকার ওই অংশের জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ। বিভিন্ন সময় অভিযোগ উঠলেও বহির্বাজ্যের ঠিকেদারি সংস্থার কাজকর্ম নিয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। যে কারণে ঠিকেদারি সংস্থা নিজেদের ইচ্ছেমত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কারণে খেসারত দিচ্ছেন যান চালক থেকে যাত্রীরা। জাতীয় সড়ক এখন যে দশায় পরিণত হয়েছে তাতে যেকোন সময় বিপদ ঘটতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। দু'দিন আগেই একজন লরির সহচালক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মারা গেছেন। এই ধরনের ঘটনার যাতে

সড়কে উল্টে গেল গাড়ি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ ফেব্রুয়ারি।। শুক্রবার রাতে বিশালগড় গকুলনগর এলাকায় টিআর০১১১৮৪ নম্বরের একটি পণ্যবাহী ম্যাজিক গাড়ি উল্টে যায়। জাতীয় সড়কে গাড়ি উল্টে পড়ার বিকট আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় ফায়ার সার্ভিসকে। ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা এসে গাড়ি চালককে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী বৃষ্টিতে রাস্তা পিচ্ছিল ছিল। যে কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তবে সৌভাগ্যবশত চালকের আঘাত গুরুতর নয়।

মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচিতে জাতীয় সড়ক যেন মরণফাঁদ সাংবাদিকদের নিষেধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ ফেব্রুয়ারি।। আবারও মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচির সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে পুলিশের বাধার মুখে পড়লেন সাংবাদিকরা। এবার ঘটনা শান্তিরবাজার মহকুমার কোয়াইফাংস্থিত টিএসআর নবম ব্যাটেলিয়নের সদর কার্যালয়ে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন ব্যাটেলিয়নের সদর কার্যালয় পরিদর্শনে আসেন। স্থানীয় সাংবাদিকরা মুখ্যমন্ত্রীর আসার আগেই ক্যাম্পের সামনে চলে আসেন। সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সাংবাদিকদের ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকতে বাধা দেন। তিনি সাংবাদিকদের জানিয়ে দেন আগরতলা থেকে আসা



সাংবাদিকরাই কেবলমাত্র ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন। স্থানীয় সাংবাদিকদের ভেতরে প্রবেশের অধিকার নেই। এই কথা শুনে শান্তিরবাজারের সাংবাদিকরা খুবই অপমানিত বোধ করেন। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি বয়কট করবেন। পরে অবশ্য ঘটনাটি জানতে পেরে ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্য ময়দানে নামেন মহাকরণের আধিকারিকরা। তারা স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ করে গোটা ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি স্থানীয় সাংবাদিকদের টিএসআর ক্যাম্পে এসে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচির সংবাদ সংগ্রহ করার অনুরোধ করেন। সাংবাদিকরা পরবর্তী সময় সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে ক্যাম্পে আসেন। প্রশ্ন উঠছে কেন পুলিশকর্তারা। স্থানীয় সাংবাদিকদের ক্যাম্পে প্রবেশে বাধা দিলেন ? এই ধরনের ঘটনা নতুন কিছু নয়। এর আগেও বেশ কয়েকটি জায়গায় একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

গুরুত্র আহত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **ফটিকরায়, ৪ ফেব্রুয়ারি।। দুর্ঘটনা**য় গুরুতরভাবে আহত হলেন বাইক চালক। শুক্রবার বিকেলে কুমারঘাট সিদংছড়া এলাকায় বাইক নিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন ৩০ বছরের অমল সরকার। দুর্ঘটনার পর তাকে উদ্ধার করে কুমারঘাট হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সেখান থেকে তাকে রেফার করা হয় কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে। বর্তমানে তিনি জেলা হাসপাতালে

হাসপাতালের চিকিৎসক জানান, প্রাথমিক চিকিৎসায় দেখা গেছে অমল সরকারের বুকে আঘাত লেগেছে। তারা সন্দেহ করছেন তার মস্তিষ্কেও আঘাত লাগতে পারে। এমনকী চোখেও আঘাত লেগেছে বলে তিনি জানান। তাই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। দুর্ঘটনার পর অমল সরকারকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

পারদর্শনে জেলাশাসক ও সভাধিপতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৪ ফেব্রুয়ারি।। বাম আমলেই অনেক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলেও সেগুলো এখনও উদ্বোধন হয়নি। তারপরেও অনেক নির্মাণ কাজ হয়েছে সেইগুলিও উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে। শুক্রবার সিপাহিজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি এবং সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস কয়েকটি নবনির্মিত ভবন পরিদর্শন করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কৃষি বিষয়ক অফিস, মতিনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রাণী চিকিৎসালয়। প্রত্যেকটি ভবনের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ। তাই খুব শীঘ্রই একে একে সেগুলি উদ্বোধন করা। হবে বলে জানা গেছে। অনেকে আবার অবশ্য বলছেন, বিধানসভা নির্বাচন আরও এগিয়ে আসলেই হয়তো উদ্বোধনের ধুম পড়বে। সেই কারণেই কি তাহলে এতদিন ধরে একটি ভবনেরও উদ্বোধন হয়নি? কারণ যাই হোক, যত দ্রুত নবনির্মিত ভবনগুলির উদ্বোধন হবে ততই উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ।

রড বোঝাই গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত

ফটিকরায়, ৪ ফেব্রুয়ারি।। রড বোঝাই গাডি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় কুমারঘাট-কৈলাসহর সডকের সোনাইমুড়ি এলাকায়। গাড়িটি কৈলাসহর থেকে রড নিয়ে কুমারঘাটে আসছিল। সিদংছড়ায় আসার পর চালক কোন কারণে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তাই গাড়িটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় আহত হন গাড়ির চালক। তাকে উদ্ধার করে কুমারঘাট হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী দুর্ঘটনায় গাড়ি চালক অল্পেতে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন।

জীবন বাজি তবু নেই পারিশ্রমিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ৪ ফেব্রুয়ারি।। করোনা মোকাবেলার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চুক্তিবদ্ধভাবে অস্থায়ী অনেক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যে কাজ হারিয়ে ফেলেছেন। অনেকে আবার নিজে থেকেই কাজ ছেডে দেন। কারণ একটাই পারিশ্রমিক বঞ্চনায়। ২০২০ সালের ২ জুন গভাছড়া মহকুমা হাসপাতালে চুক্তির ভিত্তিতে কাজে যোগ দিয়েছিলেন লিপি চাকমা। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তার কাজের সময়সীমা ছিল। কিন্তু কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে তিনি ১ টাকাও পারিশ্রমিক পাননি বলে অভিযোগ। যে কারণে গত নভেম্বরে তিনি কাজ ছেড়ে দেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে লিপি চাকমা জানান, প্রথমে তাকে বলা হয়েছিল এক-দু'মাসের মধ্যে বেতন মিটিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু দু-তিন মাস পার হয়ে গেলেও



তিনি বেতন পাননি। তখনই মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ছুটে আসেন। আধিকারিকের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন লিপি চাকমা। তার কথা অনুযায়ী স্বাস্থ্য আধিকারিক তাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন তার নথিপত্র জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কেন বেতন হচ্ছে না তা তিনি বলতে পারছেন না। এদিকে, লিপি চাকমা জানতে পেরেছেন তার নথিপত্র সিএমও অফিস থেকে জেলাশাসকের অফিস এবং পরবর্তী সময় স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হয়। এরপর নভেম্বরে স্বাস্থ্য দফতর থেকে লিপি চাকমাকে বলা হয় তার নথিপত্র ঠিক নেই। আবার নতুন করে তিনি নথিপত্র জমা দেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি ১ টাকাও পারিশ্রমিক পাননি। এখন নাকি স্বাস্থ্য দফতরে ফোন করলে তা কেউই রিসিভ করছেন না। এমতাবস্থায় তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যে পরিস্থিতিতে লিপি চাকমা কাজে যোগ দিয়েছিলেন ওই সময়ে করোনার সংক্রমণ অত্যাধিক বোশ ছিল। এক কথায় জীবন বাজি রেখেই তিনি পরিষেবা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পাওয়ার কথা ছিল, তার কিছুই হাতে পাননি। লিপি চাকমা শুধুমাত্র একজন নন, তার মত আরও অনেকেই এভাবে মাসের পর মাস কাজ করেও টাকা হাতে পাননি বলে অভিযোগ। একই ধরনের অভিযোগ উঠে এসেছিল চরাইবাডি গেটে কর্মরত টেস্টিং সেন্টারের কর্মীদের তরফেও। সেখানেও অনেকে পারিশ্রমিক না পেয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন।

হজম করলেন সোক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড, ৪ ফেব্রুয়ারি।। তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে প্রধান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কাজে তিনি নেশা কারবারি। আর গা বাঁচাতে যুব নেতা। তারা এমন লোককে কেন দায়িত্ব দিলেন ? বৃহস্পতিবার মাঝে মধ্যে পুলিশ তার বাড়িতে হানাও দিয়েছিল। সেই রাতে হাসপাতাল এলাকায় যে সাগরকে ধোলাই দেওয়া ব্যক্তি কি ধরনের নেতা তা নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হয়েছে তার গোটা পরিবার নাকি নেশা কারবারের সাথে দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়।কারণ, নিজের পদের নামটিও জড়িত। এলাকার মানুষ তাদের উপর ক্ষুদ্ধ হলেও সঠিকভাবে লেখার ক্ষমতা হয়নি তার। সেই যুব নেতা প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলতে চান না। কারণ, ইদানীং সাগর কাম কৌটা কারবারি সাগরকে বৃহস্পতিবার রাতে আবার বুথ সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছে। একজন নেশা মহকুমা হাসপাতালের সামনে পেটালেন স্বদলীয়রাই। কারবারি বুথ সভাপতি হয়ে বুক ফুলিয়ে এলাকার তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগীকে দেখার পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে বলে অভিযোগ। দলের নাম জন্য গাড়ি করে এসেছিলেন। আর তখনই সাগর ওই করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মানুষকে বিনা কারণে গালিগালাজ যুবকদের সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে। এরপরই করা তার অভ্যাস। তবে এতদিন সাধারণ মানুষের মনে স্বদলীয়রা ক্ষেপে গিয়ে সাগরকে ধোলাই দেয়। সূত্রে যে ভয় ছিল তা যেন বৃহস্পতিবার রাতে স্বদলীয়রাই মুছে খবর, এ ঘটনায় অন্য কোন নেতা বা কর্মী এগিয়ে এসে দিয়েছেন। কারণ, সাগরকে হাসপাতালের সামনে ফেলে ঘটনার কারণ জানার সাহস দেখাননি। তবে দল এখন বেধড়কভাবে পিটিয়েছে স্বদলীয়রাই। ওই রাতে সাগর যাদের হাতে দায়িত্ব তুলে দিচ্ছে তাদের স্বভাব চরিত্র হাসপাতালে আসা যুবকদের দেখে বিশ্রি ভাষায় কেমন তা এখন সবার সামনেই স্পষ্ট। তাদের কারণে গালিগালাজ করে।এরপরই শুরু হয় গণধোলাই।অন্যান্য দলেরই নাক-চুল কাটা যাচ্ছে। গত কয়েকদিন আগে লোকজন ঘটনাটি দেখেও তাকে বাঁচাতে এগিয়ে বিশালগড়ের চন্দ্রনগর পঞ্চায়েতে নতুন প্রধানের শপথ আসেননি বরং গণধোলাই উপভোগ করেছেন। তা গ্রহণ অনুষ্ঠানে যেভাবে প্রাক্তন প্রধান এসে তালা ঝুলিয়ে অভিযুক্তের আরেক ভাই মলাটের ব্যবসার আড়ালে দিয়েছিলেন তা দেখে সবাই হেসেছিল। ওইদিন স্বদলীয় কৌটা বিক্রি করে বলে এলাকার সবাই জানে। এখন নেতারা সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেছিলেন মহিলা এলাকাবাসী কটাক্ষ করে বলছেন দলের নেতারাই প্রধান নাকি সঠিকভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেননি। এবার বুঝুক কাদের হাতে দলের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।

নারায়ণ দাসের স্মরণে মেগা স্বাস্থ্য শিবির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া/মেলাঘর, ৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত নারায়ণ দাসের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার সোনামুড়ার বিভিন্নস্থানে মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। নারায়ণ দাস মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য এই স্বাস্থ্য শিবিরগুলোতে বিনামূল্যে দেওয়া হয় চিকিৎসা পরামর্শ এবং ওযুধপত্র। উপস্থিত ছিলেন নারায়ণ দাস মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্ণধার রাকেশ দাস। প্রয়াত নারায়ণ দাসের পুত্র রাকেশ দাস জানান, সমাজসেবামূলক কাজের জন্য এলাকার মানুষের হৃদয়ে স্থান পেয়েছিলেন নারায়ণ দাস। তার মৃত্যুতে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। মৃত্যুর পরেও যাতে উনার সেবামূলক কাজ জারি থাকে, তার জন্যই গঠন করা হয়েছে নারায়ণ দাস মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। তার মৃত্যুর পর থেকেই বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে যাচ্ছে এই সোসাইটি। এদিন সোনামুড়ার রাঙ্গামাটিয়ার ভোলামুড়া এবং নলছড়'র বৈরাগীবাজার এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির করা হয়। দুটি শিবিরে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। এই সেবামূলক কর্মসূচি জারি থাকবে বলেও জানান রাকেশ দাস।



আগরতলা পুরনিগম

আগরতলা সেহা নং: F.98/OSD/(Dev)/

NULM/AMC/14(Part-II)

তারিখঃ ০২-০২-২০২২ইং

পুর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা পূর নিগম এলাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত (Surveyed/ ষ্ট্রিট ভেন্ডার/ Skill Development) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক-যুবতীগণ এবং এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প/ব্যবসা স্থাপনের লক্ষে Day NULM স্কীমে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করা হবে। এই ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক রেজিস্ট্রিকৃত (Surveyed) ষ্ট্রিট ভেন্ডার (Skill Development) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক-যুবতীগণ নির্ধারিত ফরমেট পূরণ করে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রের জেরক্স কপি সহযোগে আগামী ২৫-০২-২০২২ ইং তারিখের মধ্যে পুর নিগমের স্ব-স্ব জোনাল অফিসের এন.ইউ.এল.এম. (NULM) শাখায় জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সর্বোচ্চ ঋণ প্রদানের লক্ষ্য মাত্রা

১) | রেজিস্ট্রিকৃত (Surveyed) স্ট্রিট ভেন্ডার | মং ৫০,০০০/-২) | (Skill Development) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মং ৫০,০০০/- থেকে বেকার যুবক-যুবতীগণ/এলাকার শিক্ষিত মং ২,০০,০০০/-বেকার যুবক-যুবতীগণ

ধন্যবাদান্তে — স্বাক্ষর অস্পষ্ট মিউনিসিপ্যাল কমিশনার আগরতলা পুরনিগম আবেদনপত্রের সহিত নিম্নলিখিত প্রমাণপত্রের কপি জমা দিতে হবেঃ-

১) স্কিল ট্রেনিং সার্টিফিকেট কপি

- ২) মহকুমা শাসক কর্তৃক প্রদত্ত ইনকাম সার্টিফিকেট
- ৩) আধার কার্ডের কপি
- ৪) রেশন কার্ডের কপি
- ৫) ব্যাঙ্ক পাস বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠার জেরক্স কপি
- ৬) ট্রেড লাইসেন্সে Up to date কপি/ ভেন্ডার সার্টিফিকেট
- ৭) প্রস্তাবিত প্রজেক্ট
- ৮) পেন কার্ড

পুলিশ রিমান্ডে লরি চালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ ফেব্রুয়ারি।। গত ২৭ জানুয়ারি বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ প্রচুর গাঁজা-সহ একটি লরি আটক করেছিল। ওই লরির চালক খুশনূর আলমকে শুক্রবার বিশালগড় আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশের তরফ থেকে আদালতের কাছে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করা হয়। আদালত পুলিশের আবেদনে সাড়া দিয়ে অভিযুক্তের তিনদিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করে। এ নিয়ে দুইবার অভিযুক্তকে পুলিশ রিমান্ডে পাঠানো হল। প্রথম দফায় দুইদিন রিমান্ডে ছিল অভিযুক্ত খুশনূর আলম। পুলিশের ধারণা তাকে জেরা করলে গাঁজা পাচার চক্রের অনেক তথ্য জানা যেতে পারে। সেই কারণেই বারবার তাকে রিমান্ডে আনা হচ্ছে। এদিন সন্ধ্যায় বিশালগড় আদালত থেকে অভিযক্তকে বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে আসা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পলিশকর্তারা তাকে জেরা করে জানার চেষ্টা করেন তার সাথে আর কারা এই চক্রের সাথে জড়িত।

বই দোকান বন্ধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। দ্য অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সাধারণ সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী জানিয়েছেন, শনিবার সরস্বতী পুজো। তাই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য/সদস্যাদের অবগতির জন্য তিনি জানিয়েছেন, শনিবার সকল পুস্তক ব্যবসায়ীদের দোকান পূর্ণদিবস বন্ধ থাকবে। সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।

আজ ছুটি

আজ বিদ্যাদেবী সরস্বতী পুজো শনিবার পুজো উপলক্ষে পত্রিকা অফিসের সমস্ত বিভাগে ছুটি তাই রবিবার পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশ হবে না। সোমবার থেকে যথারীতি **পত্রিকার সংস্করণ প্রকাশ হবে**। বাগ্দেবীর আরাধনা উপলক্ষে সমস্ত রাজ্যবাসী, শুভানুধ্যায়ী, অগণিত পাঠক, বিজ্ঞাপন দাতা সহ সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন-কর্মাধ্যক্ষ, প্রতিবাদী কলম।

NOTICE INVITING e-TENDER

College of Agriculture, Tripura invites electronic Bids through e-Procurement Portal of Government of Tripura (https:// tripuratenders.gov.in) from reputed organizations for Supply and Installation of Air Conditioner, Visi Cooler Refrigerator Projector and Laptop to MSPU of Department of Plant Pathology at College of Agriculture, Tripura, Lembucherra, West Tripura, Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in. PM.

Sd/- Illegible (Dr. T.K. Maity) Principal College of Agriculture, Tripura Lembucherra, West Tripura

পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই দাবি

সাধারণ নাগরিকদের।

ICA-C-3610-22

To promote different SHG made products, Tripura Rural Livelihood Mission is going to develop a common e-market website. For the propose website Tripura Rural Livelihood Mission is here with inviting participation to design & share logo. Participant must sent their designed logo either in JPG & PNG format both along with the participant's name, contact number and mail-Id to the trlm.smmu@gmail.com latest be 25.02.2022. The logo will be selected by SMMU, Staffs of TRLM under the Chairmanship of CEO, TRLM. Rs.10000/-(Ten Thousand Only) will be given to the participant whose logo is selected by TRLM.

Abridge Notice

Sd/- Illegible Dr. Vishal Kumar,IAS Chief Executive Officer ICA-D-1741-22 Tripura Rural Livelihood Mission

IN THE COURT OF LD. FAMILY JUDGE KAILASHAHAR, UNAKOTI, TRIPURA Case No.- T.S. (Divorce) 24/21,

Sri Hirak Roy, S/O-Lt. Harimohan Roy,

of Vill.- Kalipur, P.O- Paiturbazar, P.S & Sub-Division - Kailashahar. Dist.- Unakoti, Tripura

Smt. Rituparna Gope,

W/O - Hirak Roy, D/O - Anil Gope. of Vill. & P.O.-Srirampur, P.S. & Sub-Division - Kailashahar, Dist.- Unakoti, Tripura

> Respondent সর্বসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জানানো যাইতেছে যে উপরিউক্ত দরখাস্তকারী শ্রী হীরক রায় তাহার স্ত্রী উপরিউক্ত ঋতুপর্ণা গোপ এর বিরুদ্ধে তাহাদের বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা উপরিক্ত আদালতে আবেদন জানিয়েছেন।

অতএব অত্র নোটিশ প্রকাশমূলে সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপনি শ্রীমতি ঋতুপর্ণা গোপ কোনরূপ আপত্তি থাকিলে আগামী ২৮/০১/২০২২ ইং তারিখে দিবা ১০.০০ ঘটিকায় আদালতে স্বয়ং বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দ্বারা উপস্থিত হইয়া দরখাস্তের কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের একতরফা শুনানিক্রমে নিষ্পত্তি হইবে।

অদ্য আদালতের শীলমোহর যুক্ত করা হইল।

ইতি তাং

আমার স্বাক্ষর

সেরেস্তাদার



Petitioner,

Notice inviting e-tender

PNIE-T-60/EE/RD/BSGD/SPJ/2021-22/6161, dt. 02-02-2022 The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

invites e-tender from eligible bidders upto 3.00 P.M. on 16.02.2022 for following works. i) Upgradation of Kalikhola HSC under Sonamura under Sepahijala Tripura district into Health & wellness centre under NHM during the year 2020-21 under Kathalia RD Block

ii) Upgradation of Latiachara Health Sub Centre under Bishramganj PHC Latiachara ADC villager under Jampuijala RD Block.

iii) Upgradation of 3(Three) nos Health Sub Centre of Jaganathbari ,Padmininagar & East Nalchar under Nalchar RD Block under Sepahijala Tripura district into Health & Wellness Centre under NHM during the year 2021-22

iv) Upgradation of 2(Two) nos Health Sub Centre of Rabindranagar & South Paharpur under Kathalia RD Block under Sepahijala Tripura district into Health & Wellness Centre under NHM during the year 2021-22 v) Upgradation of 4(Four) nos Health Sub Centre of Taijiling, Chandanmura, Kaliram & Poangbari

under Nalchar RD Block under Sepahijala Tripura district into Health & Wellness Centre under NHM during the year 2021-22 vi) Upgradation of Chaigaria Health Sub Centre under Thelakung PHC Jampuijala under Jampuijala

RD Block. (PWD SoR 2020) vii) Upgradation of 3(Three) nos Health Sub Centre of Durgapur, Bijoynagar & Dhanirampur under Boxanagar RD Block under Sepahijala Tripura district into Health & Wellness Centre under NHM

viii) Upgradation of 2(Two) nos Health Sub Centre of Banshibari & Purba Laxmibill under Bishalgarh RD Block under Sepahijala Tripura district into Health & Wellness Centre under NHM during the

ix) Upgradation of 2(Two) nos Health Sub Centre of Kulubari & Dakshin Kalamchowra under Boxanagar RD Block under Sepahijala Tripura district into Health & Wellness Centre under NHM

x) Mtc. & renovation of 2(Two) nos Health Sub Centre of South Taibandal & Chandul under

Mohanbhog RD Block under Sepahijala Tripura district xi) Mtc. of 2(Two) nos Health Sub Centre of Bhatibari & Ramnagar under Bishalgarh & Charilam RD Block under Sepahijala Tripura district.

xii) Upgradation of Herma Health Sub Centre under Bishramganj PHC under Sepahijala Tripura district into Health & Wellness Centre under NHM during the year 2021-22. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9436130666. Any subsequent

corrigendum will be available in the website only. Sd/- Illegible

ICA-C-3604-22

(Er. Kajal Dey) **Executive Engineer** R.D. Bishramganj Division Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

এক নজরে

চাকরির খবর

অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ

তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

বাড়ানো হয়েছে,

রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা,

তারিখ পরে জানানো হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **এমটিএস**,

এলডিসি (ইএসআইসি),

শুন্যপদ ঃ ৪৩১৫টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ

থেকে শুরু,

বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

১৫ ফেব্রুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও

তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল**

মন্ত্ৰক),

শুন্যপদ ঃ ২৪২২টি,

শিক্ষাগত যোগাতা ঃ মাধ্যমিক ও

আইটিআই পাশ,

বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

১৬ ফব্রুয়ারি,

বাছাইকতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও

তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **প্রজেক্ট**

অ্যাসিস্ট্যান্ট, এসোসিয়েট

(কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),

শুন্যপদ ঃ ৬৮টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা ও

ডিগ্রি পাশ,

বয়স ঃ ২১-৫০ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

১৬ ফেব্রুয়ারি,

ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউর মাধ্যমে

সরাসরি নিয়োগ হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ ওয়েন্ডার (ভেল),

শন্যপদ ঃ ৭৫টি.

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই

পাশ, নির্দিষ্ট ট্রেডে অভিজ্ঞতা

থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,

বয়সঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

১৭ ফেব্রুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও

তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ পিওন (রাস্ট্রায়ত্ত

ব্যান্ধ, ত্রিপুরা),

শুন্যপদ ঃ ১৪টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক

বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

স্পিড পোস্ট/ রেজিস্ট্রি পোস্টে

দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ১৭

ফেব্রুয়ারি,

মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের

ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল

লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট গ্রেড-**টু (ইএসআইসি)

শৃন্যপদ ঃ ১৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ পিজি ডিগ্রি পাশ,

বয়স ঃ অনধর্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি. বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও

তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **নন্-এক্সিকিউটিভ** (শিপ্-বিল্ডার্স),

শূন্যপদ ঃ ১৫০১টি শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি. বাছাইকতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ কো-অর্ডিনেটর (ত্রিপুরা),

শূন্যপদ ঃ ২৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ অন্ধর্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি. বাছাইকতদের লিখিত পরীক্ষা. ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার (বহিঃরাজ্য),

শূন্যপদ ঃ ৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক বয়স ঃ অনুধর্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি.

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **সর্ট সার্ভিস** কমিশন, এক্সিকিউটিভ, আইটি (নেভি), শৃন্যপদ ঃ ৫০টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক. ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি. লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **রেসিডেন্ট ডক্টর** (নিইগ্রিমস),

কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

জানানো হবে।

শৃন্যপদ ঃ ৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, এমডি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূধর্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড রয়েছে). অনলাইনে দরখাস্তের আবশকেতা নেই,

ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউর মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ করা হচ্ছে। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার (রেল** মন্ত্ৰক) শৃন্যপদ ঃ ১০৩টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক

পাশ, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন. বয়স ঃ ২১-৪৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **ম্যানেজার** (রাস্ট্রায়ন্ত ব্যাঙ্ক), শূন্যপদ ঃ ২২০টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক ডিগ্রি পাশ, ফিনান্সে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২৫-৪৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও

তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। 0--0--0--0 * পদের নাম ঃ সুপারভাইজর

(আইসিডিএস, ত্রিপুরা), টিপিএসসি'র মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা

সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন. বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫

ত্রিপুরার আট জেলায় রাষ্টায়ত্ত ব্যাঙ্কে উচ্চমাধ্যমিক পাশ থেকে কর্মী নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরার আট জেলায় অবস্থিত স্বরে ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে পিওন পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড রয়েছে), ডাকযোগে অর্থাৎ স্পিড পোস্ট/ রেজিস্ট্রি পোস্টে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। অফিস মেমো রেফা - পিএনবি/ সিওএ/ এইচআরডি/ এডিভি/ ১৩৫৭/২২, তারিখ ০৩-০২-২০২২ সেহামূলে 'পিএনবি'-এর ডিজিএম এন্ড সার্কেল হেড কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে এই শূন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। মোট কথা, রাজ্যের আট জেলায় অবস্থিত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখার জন্য পিওন পদে লোক নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ অন্ততপক্ষে এবং সর্বোচ্চ উচ্চমাধ্যমিক পাশ। বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে বিশেষ করে স্পিড পোস্ট অথবা রেজিস্ট্রিকৃত পোস্টের মাধ্যমে এমনভাবে দরখাস্ত পাঠাতে হবে অবশ্যই যেন তা ১৭ ফেব্রুয়ারি, বিকেল ৫টার মধ্যে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছুয়। বাছাই হবে মেধাভিত্তিক। তবুও বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি, ০১-০১-২০২২ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখায় থাকলে স্পিড পোস্ট বা রেজিস্ট্রি পোস্টে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন, নির্দিষ্ট ঠিকানায়। অন্য কোনও উপায়ে যেমন, সরাসরি, সাধারণ ডাকযোগে অথবা অনলাইনে দরখাস্ত গ্রহনযোগ্য হবে না। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র বায়োডেটায়, তবে এর আগে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, নির্দিষ্ট ফর্ম ডাউনলোড করে প্রিন্টআউটও করে নিতে পারেন। স্পিড পোস্ট বা রেজিস্ট্রি পোস্টে পাঠালে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখও ১৭ ফব্রুয়ারি, বিকেল ৫টা। এই ঠিকানায় ঃ The Chief Manager - HR, Punjab National Bank, Agartala Circle Office, Durgabari Road, Agartala, Tripura - 799001. বলা বাহুল্য, দরখাস্ত ফিল-আপের আগে নিজের

দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত বের করা, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি অন্যান্য সমস্ত চাকরি পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই হবে মেধাভিত্তিক। এছাড়া, প্রয়োজনে ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। শূন্যপদগুলি হল — আইটেম নং - ১ঃ পদের নাম - পিওন। শূন্যপদ ১৪টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ৪টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৭টি পদ সাধারণ প্রার্থীর জন্য। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল সবাই এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। বয়স ঃ ০১-০১-২০২২ তারিখের হিসেবে ১৮ -২৪ বছর। (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছাড রয়েছে), জেলাভিত্তিক বিভাজন এই রকম - ধলাই জেলায় শুন্যপদ ২টি (এসটি - ১, সাধারণ - ১) , গোমতি জেলায় শুন্যপদ ১টি (সাধারণ - ১), খোয়াই জেলায় শুন্যপদ ১টি (এসটি - ১), উত্তর ত্রিপুরা জেলায় শূন্যপদ ১টি (সাধারণ - ১), সিপাহিজলা জেলায় শুন্যপদ ১টি (সাধারণ - ১), দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় শূন্যপদ ৩টি (এসসি - ১, এসটি - ১, সাধারণ - ১), ঊনকোটি জেলায় শুন্যপদ ১টি (এসসি - ১), পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় শুন্যপদ ৪টি (এসটি -১, ইডব্লিওএস - ১, সাধারণ - ২)। প্রার্থীদের অবশ্যই নিজ নিজ জেলার বাসীন্দা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - অন্ততপক্ষে এবং সর্বোচ্চ উচ্চমাধ্যমিক পাশ। অর্থাৎ উচ্চমাধ্যমিকের কম যোগ্যতায় যেমন আবেদন একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। পরীক্ষায় এবং গ্রাহ্য হবে না, তেমনি গ্র্যাজুয়েট বা এরপর দুইয়ের পাতায়

রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মিশনে ২৩৮ কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ

আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে টিআরএলএম-এ অর্থাৎ ত্রিপরা রুরাল লাইভলিহুড মিশনে ত্রিপুরা সার্ভিসেস লাইবালিটিস-এর প্রেক্ষাপটে লাইভলিহুড কো-অর্ডিনেটর (ফার্ম) , লাইভলিহুড কো-অর্ডিনেটর (লাইভস্টক), ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর ইত্যাদি বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এই নিয়োগের পরো দায়িত্ব 'সফেদ' অর্থাৎ সোসাইটি ফর এন্টারপ্রেনারশীপ ডেভেলপমেন্ট-এর হাতে। অফিস মেমো নং এসইডি/ ইএসটিটি/ টিআরএলএম/ ১(১১৫)/ ২০২১/ ৪৩০৭ তারিখ ৩১-০১-২০২২ সেহামূলে 'সফেদ'-এর এপটিটিউড টেস্ট,গ্রুপ ডিসকাশন, প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ মেম্বার সেক্রেটারি কর্তক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে এই শুন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। মোট কথা, টিআরএলএম-এ অর্থাৎ ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশনে লাইভলিহুড কো-অর্ডিনেটর (ফার্ম), লাইভলিহুড কো-

অর্ডিনেটর (লাইভস্টক), ক্লাস্টার

কো-অর্ডিনেটর ইত্যাদি বিভিন্ন পদে

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, লোক নিয়োগের জন্য অনলাইনে এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ এঁদের নিজস্ব ওয়ে বসাইটে। ঃ ২৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনুধর্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ০৮-০২-২০২২ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখায় থাকলে অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন, এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে

প্রার্থিবাছাই হবে কমন পার্সোনাল ইন্টারভিউ, রুরাল এটাচমেন্ট টেস্ট ইত্যাদির মাধ্যমে। পরীক্ষার দিনক্ষণ ও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে কল লেটারে সমস্ত কিছ জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্

প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফি সের হোয়াটসঅ্যাপ নস্বরে 3806750006 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহুর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর.

হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে। আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ৮ ফ্রেব্রুয়ারি, বিকেল ৫টার মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি (বিকেল ৫টা) । অনলাইনে রেজিস্ট্রে**শ**ন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। প্রয়োজনে সেগুলো আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি

এরপর দইয়ের পাতায়

ম্যাজাগন ডক্ শিপ-বিল্ডার্সে ১৫০১ চাকরি ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে আবেদনের সুযোগ

বিল্ডার্স-এ নন-এক্সিকিউটিভ, টেডসম্যান পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদঃ ১৫০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মান্যায়ী ছাড রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ম্যাজাগন ডক শিপ বিল্ডার্স লিমিটেডে নন-টেকনিক্যাল স্টাফ ও অপারেটিভস হিসেবে বিভিন্ন স্কিলড এবং সেমি-স্কিলড পদে ১৫০১ জন নিয়োগ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রার্থিবাছাই করবেন ম্যাজাগন ডক শিপ বিল্ডার্স লিমিটেডের এক সিলেকশন কমিটি। অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীদের মতো ত্রিপুরার এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কোনও প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ০১-০১-২০২২ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৩৮ বছরের মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উধর্বসীমায়ও যথারীতি ছাড রয়েছে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংরক্ষিত পদ ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, লগ অন করে 'ক্যারিয়ার' ট্যাব লিঙ্কে। ট্রেড অনুযায়ী শূন্যপদের বিভাজন এই রকম — সোট শুন্যপদের সংখ্যা ১৫০১টি। ক্রমিক নং (১)ঃ এসি রেফ্রিজারেটর মেকানিক ট্রেডে শুন্যপদ ১৮টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ২টি, ওবিসি'র জন্য ৩টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত।অবশিষ্ট ৯টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২)ঃ কমপ্রেসার এটেনভ্যান্ট ট্রেডে শুন্যপদ ২৮টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ৬টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত।অবশিষ্ট ১৩টি পদ অসংরক্ষিত। ব্যাকেলগ শূন্যপদ ৩টি। ক্রমিক নং (৩) ঃ ব্রাস ফিনিশার টেডে শূন্যপদ ২০টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ২টি, ওবিসি'র জন্য ৪টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত।অবশিষ্ট ৯টি পদ অসংরক্ষিত। ব্যাকেলগ শুন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং (৪) ঃ কার্পেন্টার ট্রেডে শুন্যপদ ৫০টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৪টি, এসটি'র জন্য ০টি, ওবিসি'র জন্য ১২টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৬টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২৪টি পদ অসংরক্ষিত। এছাডা,ব্যাকেলগ শূন্যপদ ৪টি। ক্রমিক নং (৫) ঃ চিপার গ্রাইন্ডার ট্রেডে শূন্যপদ ৬টি, এর মধ্যে ওবিসি'র জন্য ১টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত।অবশিষ্ট ১টি পদ অসংরক্ষিত। ব্যাকেলগ শূন্যপদ ৩টি। ক্রমিক নং (৬)ঃ কম্পোজিট ওয়েলডার ট্রেডে শুন্যপদ ১৮৩টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৮টি, এসটি'র জন্য ১৭টি, ওবিসি'র জন্য ৫০টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৭টি পদ সংরক্ষিত।অবশিষ্ট ৮১টি পদ অসংরক্ষিত।ক্রমিক নং (৭)ঃ ডিজেল ক্রেন অপারেটর টেডে শুন্যপদ ১০টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১টি, এসটি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ৩টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত।অবশিষ্ট ৪টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৮) ঃ ডিজেল কাম মোটর মেকানিক টেডে শুন্যপদ ৭টি। এর মধ্যে এসটি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ২টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত।অবশিষ্ট ৩টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৯) ঃ ইলেকট্রিক ক্রেন অপারেটর ট্রেডে শুন্যুপদ ১১টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১টি, এসটি'র জন্য ২টি, ওবিসি'র জন্য ২টি এবং

কর্মবার্তা নিউজ ব্যরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ ম্যাজাগন ডক শিপ- ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৫টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১০) ঃ ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে শুন্যপদ ৫৮টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৪টি, এসটি'র জন্য ২টি, ওবিসি'র জন্য ১৩টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫টি পদ সংরক্ষিত।অবশিষ্ট ৩৪টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১১) ঃ ইলেকট্রনিক মেকানিক ট্রেডে শুন্যপদ ১০০টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৯টি, এসটি'র জন্য ৯টি, ওবিসি'র জন্য ২৮টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৯টি পদ সংরক্ষিত।অবশিষ্ট ৪২টি পদ অসংরক্ষিত। এছাডা,ব্যাকেলগ শূন্যপদ ৩টি। ক্রমিক নং (১২)ঃ ফিটার টেডে শুন্যপদ ৮৩টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৯টি, এসটি'র জন্য ৮টি, ওবিসি'র জন্য ২৪টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৯টি পদ সংরক্ষিত।অবশিষ্ট ৩৩টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১৩) ঃ গ্যাস কাটার টেডে শুন্যপদ ৯২টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৯টি, এসটি'র জন্য ৮টি, ওবিসি'র জন্য ২৫টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৯টি পদ সংরক্ষিত।অবশিষ্ট ৪১টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১৪)ঃ মেশিনিস্ট ট্রেডে শূন্যপদ ১৪টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১টি, এসটি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ৪টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত।অবশিষ্ট ৭টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১৫) ঃ মিলরাইট মেকানিক ট্রেডে শুন্যপদ ২৭টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ২টি, ওবিসি'র জন্য ৮টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত।অবশিষ্ট ১২টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১৬) ঃ পেইন্টার টেডে শুন্যপদ ৪৫টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩টি, এসটি'র জন্য ৫টি, ওবিসি'র জন্য ১২টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৪টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৭টি পদ অসংরক্ষিত। এছাডা,ব্যাকেলগ শুন্যপদ ৪টি। ক্রমিক নং (১৭) ঃ পাইপ ফিটার ট্রেডে শুন্যপদ ৬৯টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৮টি, এসটি'র জন্য ৬টি, ওবিসি'র জন্য ২০টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৭টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২৮টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১৮)ঃ স্ট্রাকচারাল ফেব্রিকেটর টেডে শুন্যপদ ৩৪৪টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩৪টি, এসটি'র জন্য ৩৪টি, ওবিসি'র জন্য ৯২টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩২টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৫২টি পদ অসংরক্ষিত। এভাবে স্টোরকীপার, ইউটিলিটি হ্যান্ড (স্কিলড এন্ড সেমি স্কিলড), প্ল্যানার এস্টিমেটর, প্যারামেডিক্স ইত্যাদি ট্রেডেও প্রচুর শূন্যপদ রয়েছে। যোগ্যতা - অন্তত মাধ্যমিক পাশ, সঙ্গে নির্দিষ্ট ট্রেড অনুযায়ী পাশ সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। কিছু কিছু শুন্যপদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক অথবা ডিপ্লোমা পাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১-১-২০২২ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৩৮ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর ছাড পাবেন। মূল মাইনে সহ চুক্তির মেয়াদ ইত্যাদি জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। মূল মাইনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে।

> প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, অভিজ্ঞতা ও টেড টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষার দিনক্ষণও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা,

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * ইএসআইসি-তে স্পেশালিস্ট গ্রেড-টু পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শন্যপদ ঃ ১৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূধর্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাডি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহুর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। * শিপ্ বিল্ডার্স-এ নন্-এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৫০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * ত্রিপুরা সরকারের অধীনে টিআরএলএম-এ কো-**অর্ডি নেটর** পদে নিয়োগের

জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূধর্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * বহিঃরাজ্যে ট্রেনি **रेक्षिनियात** পদে नियारा জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনুধর্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে

তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি. বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * ইন্ডিয়ান নেভি-তে **সর্ট** সার্ভিস কমিশন, **এক্সিকিউটিভ, আইটি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ

নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

কল লেটারে জানানো হবে। * নিইগ্রিমস-এ রেসিডেন্ট **ডক্টর** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শূন্যপদঃ ৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এমবিবিএস, এমডি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনুধর্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের আবশ্যকতা নেই, ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউর মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ করা

* রেল মন্ত্রকে ম্যানেজার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়সঃ ২১-৪৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে

দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শন্যপদঃ ২২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক ডিগ্রি পাশ, ফিনান্সে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়সঃ ২৫-৪৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে **সুপারভাইজর** পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে

দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন. বয়সঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে। * ইএসআইসি-তে এমটিএস,

এলডিসি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৪৩১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদ ঃ ২৪২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক ও আইটিআই পাশ, বয়সঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **প্রজেক্ট্র** অ্যাসিস্ট্যান্ট, এসোসিয়েট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৬৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে नियमानुयायी ছाড़ तरयरह), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি. ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউর মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ভেল-এ ওয়েন্ডার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ, নিৰ্দিষ্ট ট্ৰেডে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়সঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * ত্রিপুরার আট জেলায় অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাক্ষে

পিওন পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে অর্থাৎ স্পিড পোস্ট/ রেজিস্ট্রি পোস্টে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

উত্তেজক ম্যাচে জয়ী বীরেন্দ্র ক্লাব



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সিনিয়র লিগের উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে জয়ী হলো বীরেন্দ্র ক্লাব। শুক্রবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ৩-২ গোলে পরাস্ত করলো টাউন ক্লাবকে। ৯০ মিনিট ধরে ম্যাচেব পাল্লা বার বার উঠানামা করলো। দুই দলের হয়েই মাঠে নামে সিংহভাগ জুনিয়র ফুটবলার। ফলে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণে ম্যাচ জমে উঠে। সারাদিন ধরেই ছিল হাক্ষা মেঘ। ম্যাচ চলাকালীন শুরু হয় ঝিরঝির বৃষ্টি। স্বভাবতই পড়স্ত শীতের বিকালে এদিন মাঠে দর্শক সংখ্যা ছিল নগণ্য। মাঠও কিছুটা ভিজে

শিবিরে গরহাজির

তিন ক্রিকেটার

ছিল। যদিও দুই দলের ফুটবলারদের ক্ষেত্রে সেটা কখনও প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়নি। ইতিমধ্যেই টাউন ক্লাব অবনমন বাঁচিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে, সুপারের দৌড়ে নিজেদের আশা জিইয়ে রাখতে হলে এদিনের ম্যাচ জেতা বেশ জরুরি ছিল। ফলে জয়ের তাগিদ ছিল বীরেন্দ্র ক্লাবের বেশি। শেষ পর্যন্ত জয় নিয়েই তারা মাঠ ছাড়লো। সাত ম্যাচে ১০ পয়েন্ট পেয়ে প্রাথমিক লিগ শেষ করলো। যদিও সুপারে যাওয়া এখনও নিশ্চিত নয়। ফরোয়ার্ড ক্লাবের দুইটি ম্যাচ বাকি আছে। তাদের এখন তাকিয়ে থাকতে হবে ফরোয়ার্ড ক্লাবের

দিকে। তবে স্থানীয় ফুটবলারদের

নিয়ে বেশ ভালো ফুটবল উপহার দিয়েছে এবার বীরেন্দ্র ক্লাব। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, দলের সাতজন ফুটবলার অনুধর্ব ২১ পর্যায়ের। কলকাতা এবং মিজোরামের দুই ফুটবলারকে বাদ দিলে বাকি প্রত্যেকেই স্থানীয়। এদেরকে নিয়েই এবার দুর্দান্ত লড়াই করলো বীরেন্দ্র ক্লাব। উল্লেখ করতে হবে টাউন ক্লাবের কথাও। প্রথমদিকে আর্থিক সমস্যার কারণে দল নামানো নিয়েই চিন্তায় ছিল তারা। শেষ পর্যন্ত কোনক্রমে দল গঠন করতে সক্ষম হয়। সেই দলটিই সিনিয়র লিগে বেশ ভালো ফুটবল উপহার দিলো। খেতাবি দৌড়ে ছিল না তবে অবনমন বাঁচানোর ক্ষেত্রে

নাম ছিল বনবীর। কিন্তু ফুটবল প্রতিভার যথার্থ বিকাশ ঘটাতে পারেনি। এই বছর কিন্তু ফিরে আসার ইঙ্গিত দিয়েছে বনবীর। বেশ কয়েকটি ভালো মানের গোল করেছে। এদিনও টাউন ক্লাবকে বুদ্দিদীপ্ত গোলে এগিয়ে দেয় বনবীর। গোল হজম করার পর তেড়েফুঁড়ে আক্রমণে যায় বীরেন্দ্র ক্লাব। বেশ কিছু আক্রমণ তারা তুলে আনে টাউন ক্লাবের বক্সে। ৩৪ মিনিটে তাদেরকে সমতায় নিয়ে আসে সোয়ারাহিপেন হালাম। ২ মিনিট পর বীরেন্দ্র ক্লাবকে ২-১ গোলে এগিয়ে দিলো লালনুনরুই ডার্লং। প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে থাকা বীরেন্দ্র ক্লাব দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণাত্মক মনোভাব বজায় রাখে। ৬৩ মিনিটের ব্যবধান ৩-১ করে এলটন ডার্লং। ২ মিনিট পর টাউন ক্রাবের হয়ে ব্যবধানে ক্মায় এল ডার্লং। ম্যাচের বাকি সময়ে দুই দলের সামনেই গোল করার সুযোগ এসেছিল। তবে আর গোল হয়নি। শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে ম্যাচটি জিতে নিলো বীরেন্দ্র ক্লাব। রেফারি বিশ্বজিৎ দাস বীরেন্দ্র ক্লাবের স্টিফেন পল ডার্লং-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

তারা সফল হয়। এদিন ম্যাচের ১৯ মিনিটে বনবীর কলই-র গোলে

> আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার টাউন ক্লাবকে হারিয়ে সুপারে যাওয়ার ক্ষীণ আশা জাগিয়ে তুলেছে বীরেন্দ্র ক্লাব। ফরোয়ার্ড ক্লাবের আপাতত ক্লাবই সুপারে চলে যাবে। অন্যদিকে, বীরেন্দ্র ক্লাবকে ১০ নিতে হবে। স্বভাবতই তাদের কোচ এবং কর্মকর্তারা বেশ হতাশ। প্রাথমিকভাবে বলেছিলেন, অবনমন তো পারে বীরেন্দ্র ক্লাব। যদিও সেই আশা সম্ভবত পূর্ণ হবে না। তারপরও দলের পারফরম্যান্সে সুজিত ঘোষ। ফুটবলাররা শুধুমাত্র বাজে রেফারিং এবং চারটি ম্যাচে বাজে রেফারিং-র শিকার হতে হয়েছে বীরেন্দ্র ক্লাবকে। অযথা তাদের ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখানো হয়েছে। ন্যায্য পেনাল্টি দেওয়া হয়নি তাদের পক্ষে। অন্যদিকে, এক সপ্তাহের মধ্যে তিনটি ম্যাচ প্রথম ডিভিশনের মতো একটি কঠিন লিগে এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক ক্রীড়া সূচির শিকার হতে হয়েছে তাদেরকে। কোচ

এগিয়ে যায় টাউন ক্লাব। কয়েক বছর প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগেও রাজ্যের ফুটবলে বেশ বড়

পয়েন্ট ৯। ফরোয়ার্ড ক্লাবের বাকি আরও দুইটি ম্যাচ। অর্থাৎ দুই ম্যাচ থেকে ২ পয়েন্ট পেলে ফরোয়ার্ড পয়েন্ট পেয়ে আসর থেকে বিদায় কর্মকর্তাদের লক্ষ্য ছিল, অবনমন বাঁচানো। তবে কোচ জোর দিয়ে বাঁচবেই এমনকি সুপারেও যেতে সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন দলের কোচ ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলেছে অবৈজ্ঞানিক ক্রীড়া সূচির খেসারত দিতে হয়েছে দলকে। তিন থেকে বীরেন্দ্র ক্লাবের প্রতিপক্ষ দলগুলি আগাগোড়া সুবিধা পেয়ে এসেছে খেলতে হয়েছে বীরেন্দ্র ক্লাবকে। প্রশ্ন তুলেছেন, তাদের মতো অন্য কোন দলকে কেন এক সপ্তাহে তিনটি ম্যাচ খেলতে হয়নি? মূলতঃ এসব কারণেই সম্ভাবনাময় বীরেন্দ্র ক্লাব এবার সুপারে যেতে পারলো না বলে তিনি মনে করেন। দলের দুই উইঙ্গার

লালনুনরুই ডার্লং এবং সাম্পুই

হালাম এবারের আবিষ্কার বলে

ফুটবলারেরই ভবিষ্যৎ অত্যন্ত

উজ্জ্বল বলে মনে করেন তিনি।

তিনি বিশ্বাস করেন যে, ঠিকঠাক

রেফারিং হলে বীরেন্দ্র ক্লাব খুব

সহজেই সুপারে যেতে পারতো।

রেফারিং এবং ক্রীড়া সূচি দুইয়ে

মিলেই বীরেন্দ্র ক্লাবকে ডুবিয়েছে

বলে মনে করেন তিনি।

তিনি মনে করেন। এই দুই

আজ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি শেষবেলায় সুপারের লড়াইয়ে চমক ফরোয়ার্ড ক্লাব, রামকৃষ্ণ ক্লাব

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ করোনার

তৃতীয় ঢেউয়ের কারণে রাজ্যের

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ ব্যাহত

হয়েছিল। প্রি-নার্সারি থেকে সপ্তম

শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন সম্পূর্ণ বন্ধ

ছিল। আপাতত সরকারি তরফে

মনে হয়েছে পরিস্থিতি কিছুটা

অনুকুল। তাই গত ৩১ জানুয়ারি

থেকে পঠনপাঠন ফের স্বাভাবিক

হয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক হয়নি

ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। স্বভাবতই

স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায়

ক্রীড়াপ্রেমীরা। করোনার প্রথম দুই

ধাপে স্পোর্টস স্কুলকে কোভিড

কেয়ার ইউনিটে পরিণত করা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

ফটিকরায়, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার

ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগের দুইটি ম্যাচ

অনুষ্ঠিত হলো। প্রথম ম্যাচে

মুখোমুখি হয় ক্রেজি আইএক্স এবং

ফটিকছড়া। ম্যাচে ক্রেজি ২৯ রানে

জয় পায়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে

ক্রেজি করে ১০৫ রান।দলের হয়ে

সর্বোচ্চ ৩৪ রান করে শুভ্রশঙ্খ

বসাক। জবাবে ব্যাট করতে নেমে

ফটিকছডা ৭৬ রান করে। শুভ্রশঙ্খ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, 8 নিশ্চিত নয় তারা। আগামীকাল রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে **ফেব্রুয়ারি ঃ** সিনিয়র লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খেলতে হবে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে। ফরোয়ার্ডের হাতে আগামীকাল মুখোমুখি হবে ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং রামকৃষ্ণ আরও একটি ম্যাচ রয়েছে। শেষ ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ক্লাব। আসর শুরুর আগে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে সবাই ত্রিপুরা পুলিশ। অর্থাৎ ফুটবল বোদ্ধারা মনে করছে, শেষ অন্যতম ফেভারিটের মর্যাদা দিয়েছিল। যদিও রামকৃষ্ণ পর্যন্ত ফরোয়ার্ড ক্লাবই সুপারে যাবে। তবে ক্লাবকে কেউই সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু আসর শুরু ফুটবলপ্রেমীদের যতটা প্রত্যাশা ছিল ফরোয়ার্ড ক্লাবকে হতেই দেখা গেলো সব অনুমানকেই উল্টে দিয়েছে িনিয়ে সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে না তারা।দলের রামকৃষ্ণ ক্লাব। দুই ম্যাচ বাকি থাকতেই প্রথম দল হিসাবে আক্রমণভাগ যথেষ্ট ভালো। কিন্তু সাপ্লাই লাইন বলতে তারা সুপারে জায়গা পাকা করেছে। মূলতঃ উত্তরবঙ্গ কিছুই নেই। মাঝমাঠে একজন গেমমেকারের অভাব থেকে আগত ফুটবলারদের অনবদ্য পারফরম্যান্স লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই জায়গাতেই রামকৃষ্ণ ক্লাব বেগ রামকৃষ্ণ ক্লাবকে আজ অন্যতম ফেভারিটের আসনে দিতে পারে। নতুন দুই ফুটবলার ফেলা এবং বসিয়েছে। এখনও পর্যন্ত লিগে একমাত্র অপরাজিত দল টুলুঙ্গাকে বাদ দিলেও রামকৃষ্ণ ক্লাবের শক্তি বেশ তারাই। এরই মাঝে আইএসএল খ্যাত দুই ফুটবলার সমীহ করার মতো।উত্তরবঙ্গের দুই ফুটবলার সত্যম টুলুঙ্গা এবং লালনুন ফেলা-কে নিয়ে এসেছে তারা। শর্মা এবং প্রবীণ সুব্বা ধারাবাহিকভাবে ভালো এদের একজন ব্যাঙ্গালুরু এফসি এবং অপরজন এফসি খেলছে। ফলে ফরোয়ার্ড ক্লাবের রক্ষণভাগকে গোয়ার হয়ে আইএসএল খেলেছে। স্বভাবতই অনেক সতর্ক থাকতে হবে। আসলে রতন কিশোর আগামীকাল শক্তি বৃদ্ধি করেই তারা মাঠে নামছে। শুরুর ছাড়া ডিফেন্সে সেভাবে ধারাবাহিক নয় কেউই। ফলে দিকে ফেভারিটের মর্যাদা পেলেও এগিয়ে চল সংঘের অধিকাংশ ম্যাচেই খেলার গতির বিরুদ্ধে আচমকা পর লালবাহাদুরের কাছে হেরেও কিছুটা বেকায়দায় বড় গোল হজম করতে হচ্ছে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে। রামকৃষ্ণ বাজেটের ফরোয়ার্ড ক্লাব। সুপারে যাওয়াই এখনও ক্লাবের হয়ে কোন বিদেশি না নামলেও এটা নিশ্চিত নিশ্চিত করতে পারেনি। দুই বিদেশির পাশাপাশি যে, তারা ছেডে কথা বলবে না। ফরোয়ার্ডের সামনে ভিনরাজ্যের কয়েকজন ফুটবলারকে নিয়ে দল গড়েও তাই কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে।

স্কুলের ভাবষ্যৎ চিন্তায় ক্রীড়াপ্রেমীরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, হয়েছিল। যার অনেক কুফল এখন ভূগতে হচ্ছে। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, ছাত্র-ছাত্রীদের টিসি দেওয়া বন্ধ করে দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। দুই পর্বের পর স্কুলের স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়েছিল হাতে-গোনা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। তৃতীয় ঢেউয়ের কারণে ফের কোভিড কেয়ারে পরিণত হয়েছে স্পোর্টস স্কুল। হোস্টেল খালি করে ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য সরকারি স্কুলগুলিতে যখন স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে তখন

এসেছে। এই অন্ধকার কেটে কবে আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে

সেটাও নিশ্চিত নয়। অদ্ভুত দ্বিচারিতা সরকারি নির্দেশাবলীতে। ক্রীড়াপ্রেমীদের প্রশ্ন, স্পোর্টস স্কুলের জন্য কি এবার থেকে তাহলে আলাদা নির্দেশাবলী তৈরি হবে ? একটি ফলদায়ক বৃক্ষকে দুই বছর আগেই কেটে ফেলা হয়েছিল। সেই বৃক্ষ এখন ফল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অবস্থা এতটাই গুরুতর যে এই স্কুল হয়তো অচিরেই বন্ধ করে দিতে হবে বলে আশঙ্কা ক্রীড়াপ্রেমীদের।

স্পোর্টস স্কুলে অন্ধকার ঘনিয়ে

রেকর্ড গড়লেন পাকিস্তানের

অনৃধৰ্ব১৯ অধিনায়ক দুবাই, ৪ ফেব্রুয়ারি।। অনূর্ধ ১৯

বিশ্বকাপের মঞ্চে পঞ্চম স্থানের লড়াইয়ে নেমেছিল পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা। গত সপ্তাহে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল দুই দল। প্লে অফের ম্যাচে জেতা ছাডাও রেকর্ড গড়েন পাকিস্তানের অনুর্ধ অধিনায়ক কাশিম আক্রম।পাকিস্তানের দুই ওপেনার মুহাম্মদ শেহজাদ (৭৩ রান) এবং হাসিবুল্লাহ খান (১৩৬ রান) দলকে ভাল শুরু দেন। সেটাই এগিয়ে নিয়ে যান অধিনায়ক কাশিম। অপরাজিত ১৩৫ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। পাকিস্তানের স্কোর পৌঁছে দেন ৩৬৫/৩। রান তাড়া করতে নেমে ১২৭ রানে শেষ হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। বল হাতে ৩৭ রান দিয়ে ৫ উইকেট

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ক্রীড়া পর্যদ ব্যস্ত আরসিসি নিয়ে

ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নিৰ্বাচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ী হয়েছে স্পার্টান।

তারা ৩২ রানে হারিয়েছে

আরএনজি স্টার-কে। নয়ন

দেবনাথ-র ২০ রানের সৌজন্যে

স্পার্টান প্রথমে ব্যাট করতে নেমে

করে ৮৯ রান। জবাবে

আরএনজি স্টার ৫৭ রান করে।

বিজয়ী দলের হয়ে ২টি উইকেট

নেয় নয়ন। ম্যাচের সেরা

ক্রিকেটার হয়েছে নয়ন।

অর্ধ শতাধিক কোচিং সেন্টার আজ মুখথুবড়ে পড়ে আছে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, নাকি দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ বা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। জানা গেছে, বাম আমলে ক্রীড়া পর্যদের স্বীকৃত ছেলে-মেয়েরা

কোচিং সেন্টারগুলির মধ্যে যে খেলাধুলা হতো তা থেকে নাকি অনেক খেলোয়াড় উঠে এসেছে। রক্ষিত-র নেতৃত্বে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ সেন্টারভিত্তিক কোন খেলাধুলাই বলেন, ক্রীড়া পর্যদের ওই আন্তঃ কোচিং সেন্টার খেলা শুধু যে কাজ হচ্ছে, কোন কোচ কতটা যেতো। এছাড়া মহকুমার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসব কিছু বন্ধ। শুধু তাই নয়, কোচরা

একটা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন বর্তমান

কয়টি কোচিং সেন্টার চালু আছে তা বলবে কেং কয়টি সেন্টারে ঠিকভাবে কোচিং হচ্ছে তা বলবে কে? আসলে বর্তমান সময়ে ক্রীড়া পর্যদের কাজকর্মই যত সব উদ্ভট। অভিযোগ, কাগজপত্রে ক্রীড়া পর্যদের খাতায় যতগুলি কোচিং সেন্টার চালু আছে বলে দাবি করা হচ্ছে বাস্তবটা তা নয়। বাস্তবে অনেক কোচিং সেন্টার এখন বন্ধ। এছাড়া অনেক কোচিং সেন্টারের নামে কোচ থাকলেও আসলে সেখানে কোচ নেই।এখানে আর্থিক অনিয়মও হতে পারে বলে অভিযোগ। অর্থাৎ কাগজপত্তে কোচের নামে প্রতি মাসে বেতন হলেও বাস্তবে তো ওই কোচই নেই। এছাড়া অভিযোগ, কোচিং সেন্টার নিয়ে ক্রীড়া পর্ষদের বর্তমান কমিটির নাকি তেমন কোন উদ্যোগ নেই। কোচিং সেন্টারগুলির উন্নতি নিয়ে • এরপর দুইয়ের পাতায়

সময়ে আসলে ক্রীডা পর্যদের ঠিক

ক্রিকেট যখন বন্দি মানিক-দের হাতে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সিকে নাইডু ট্রফির লক্ষ্যে কভিশনিং ক্যাম্প শুরু হয়েছে গত ২৯ জানুয়ারি থেকে। শিবিরে ৪৪ জন ক্রিকেটারকে ডাকা হয়েছে। তবে শুক্রবার পর্যন্ত ৪১ জন ক্রিকেটার শিবিরে যোগ দিয়েছে। জয়কিষাণ সাহা, অপূর্ব বিশ্বাস এবং দেবপ্রসাদ সিনহা এখনও শিবিরে যোগ দেয়নি। শুধু তাই নয়, তারা নাকি শিবিরে যোগ না দেওয়ার কোন কারণই জানায়নি।

সীমিত ওভারের সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ সফরে আফগানিস্তান

ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। বাংলাদেশে সীমিত ওভারের সিরিজ খেলতে আসবে আফগানিস্তান। ফেব্রুয়ারি এবং মার্চে তিনটি এক দিনের ম্যাচ এবং দু'টি টি-টোয়েন্টি খেলবে তারা। তবে স্টেডিয়ামে দর্শক প্রবেশ করতে দেওয়া হবে কিনা সে ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি বাংলাদেশ বোর্ড। করোনা বেড়ে যাওয়ার কারণে গত মাসেই বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ রুদ্ধ দ্বারে করতে হয়েছে। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের প্রস্তাবিত সফর অদ্ভত কারণে ভেস্তে গিয়েছে। ডিআরএস-এর জন্য নির্দিষ্ট সময়ে সম্প্রচারকারী জোগাড় করতে পারেনি সে দেশের বোর্ড। ডিসেম্বরে এই সিরিজ হওয়ার কথা থাকলেও তা ভেস্তে যায় ওমিক্রনের কারণে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পা দেওয়ার কথা আফগানিস্তানের। তারা সিলেটে অনুশীলন করবে। এর পর চট্টগ্রামে যাবে সিরিজ খেলতে। ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে চট্টগ্রামে শুরু হবে সিরিজ। টি-টোয়েন্টি হবে ঢাকার শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে, ৩ এবং ৫ মার্চ। এক দিনের সিরিজে বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড।

সেই কারণে ভারত ও ওয়েস্ট

ইন্ডিজের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি

সিরিজ হবে দর্শকশূন্য ইডেন

গার্ডেন্সে। সেই ম্যাচগুলোয়

সিএবি-র আধিকারিক ছাড়া কেউই

উপস্থিত থাকবেন না। ৭৫ শতাংশ

দর্শক নিয়ে ম্যাচ আয়োজনের

অনুমতি আগে দিয়েছিল রাজ্য

সরকার। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট

কন্টোল বোর্ড একেবারেই ঝুঁকি

নিতে চাইছে না ক্রিকেটারদের শরীর

স্বাস্থ্য। সেই কারণেই বোর্ড

তখন নেতা-মন্ত্রীরাই মাঠ কাঁপাচ্ছেন প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, এমনকি মন্ডল কমিটি যখন লক্ষ লক্ষ সভাপতি পরিচয় দিয়ে যখন শামিল

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কোথাও শাসক দলের মন্ত্রীর উদ্যোগে তো কোথাও শাসক দলের বিধায়কের উদ্যোগে। কোথাও শাসক দলের মন্ডল কমিটির উদ্যোগে তো কোথাও সাংসদের অনুগামীদের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে মেগা টেনিস ক্রিকেট। কোথাও প্রথম পুরস্কার গাড়ি তো কোথাও লক্ষাধিক টাকা। প্রতিটি আসরেই বাজেট লক্ষ লক্ষ টাকা। এই সমস্ত টেনিস ক্রিকেটের লক্ষ লক্ষ টাকার উৎস কোথা থেকে আসছে তা নিয়ে না হয় আলোচনা নাই বা করলাম। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, দেশের শীর্ষ আদালতের হাত ধরে বিসিসিআই-র সংবিধান মেনে ত্রিপুরা ক্রিকেটের উন্নয়ন এবং ত্রিপুরা ক্রিকেটের স্বার্থ রক্ষা করার দায়িত্ব যাদের সেই টিসিএ-র নিজের দলের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক, অবস্থান আজ কোথায় ? দেখা যাচ্ছে, শাসক দলের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ক্রিন্টেটে নিজেকে টিসিএ-র মুখে হাজিরা দিচ্ছেন।

টাকা বাজেটের টেনিস ক্রিকেটে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তখন খোদ রাজ্য ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা টিসিএ-তে ক্রিকেট যেন কারাবন্দি। ঘটনাচক্রে শাসক দলের নেতা, মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়করা যখন ক্রিকেট নিয়ে উৎসাহ দেখাচ্ছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে প্রাইজমানি দিচ্ছেন, বাংলাদেশ, অসম, বাংলা, উত্তরপ্রদেশ থেকে ক্রিকেটার এসে ত্রিপুরায় ওই সমস্ত টেনিস ক্রিকেটে খেলে হাজার টাকা নিয়ে যাচ্ছে তখন রাজ্যের শাসক দলের যিনি সভাপতি সেই মানিক সাহা টিসিএ-তে বসে (তিনি সভাপতি টিসিএ) রাজ্যের ক্রিকেটারদের ভবিষ্যৎ খতম করে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। ক্রিকেট মহলের অভিযোগ, মানিক সাহা একদিকে সাংসদ, মভল কমিটির টেনিস

হচ্ছেন তখন তিনি টিসিএ-তে বসে রাজ্য ক্রিকেটে অন্ধকার নামিয়ে আনছেন। মানিক সাহা টিসিএ-র সভাপতি পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর গত আড়াই বছরে না হয়েছে কোন রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট না হয়েছে ২০২০-২০২১ সিজনের ক্লাব ক্রিকেট, তেমনি এই সময়ে হয়নি কোন মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট। অর্থাৎ টিসিএ সভাপতি হিসাবে তিনি যখন ক্রিকেটকে এক প্রকার বন্দি করে রেখেছেন তখন টিসিএ-র সভাপতির পদ ব্যবহার করে শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের টেনিস ক্রিকেটে নিয়মিত উপস্থিত হচ্ছেন। ক্রিকেট মহলের অভিযোগ, এটা মানিক সাহা-র দ্বিচারিতা। টিসিএ-র সভাপতি হিসাবে এসে তিনি ক্রিকেটকে বন্দি করে রাখলেও শাসক দলের টেনিস ক্রিকেটে তিনি টিসিএ-র সভাপতি হিসাবে হাসি

বরে না এসেই দলনায়ক প

প্র**তিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি,** সেই তালিকায় যুক্ত হলো পবন-র সামনে আনলো। ঘটনা ক্যান্সে আসতে। তারা নাকি যুক্তি আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ রঞ্জি ট্রফির লক্ষ্যে স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং ক্যাম্প শুরু হয়েছে। ক্যাম্পে যোগ দেয়নি তিন পেশাদার ক্রিকেটার। অর্থাৎ তারা আদৌ রঞ্জি ট্রফি খেলার মতো ফিট আছে কি না তা জানা নেই। অথচ টিসিএ-র সব-জাস্তা নির্বাচকরা অন্যতম পেশাদার কেবি পবন-কে দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছে। স্বভাবতই নির্বাচকদের এই কাণ্ড-কারখানায় বিস্মিত ক্রিকেট মহল। স্থানীয় ক্রিকেটাররা যখন নিজেদের কন্ডিশনে আনার জন্য দিন-রাত মাঠে ঘাম ঝরাচ্ছে তখন নিজ বাড়ির ঠান্ডা ঘরে বসে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়ে গেলো এক পেশাদার ক্রিকেটার। টিসিএ-র বৰ্তমান কমিটি এই পৰ্যন্ত অত্যন্ত নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। একটা নেতিবাচক বিষয়কে তারা

নেতৃত্বের দায়িত্ব পাওয়া। গত ১৩ জানুয়ারি থেকে রঞ্জি ট্রফি শুরু হওয়ার কথা ছিল। ওই সময় করোনার তৃতীয় ঢেউ মারমুখী মেজাজে আছড়ে পড়ে গোটা দেশেই। স্বভাবতই রঞ্জি ট্রফি স্থগিত ঘোষণা করে বিসিসিআই। পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ায় ফের রঞ্জি ট্রফি শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয় বোর্ড। নতুন ফরম্যাটে দুই ধাপে রঞ্জি ট্রফি হবে। এলিট গ্রুপের ৩২টি দলকে ৮টি গ্রুপে রাখা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। ত্রিপুরার গ্রুপে আছে পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং হরিয়ানা। দিল্লিতে হবে খেলা। এই লক্ষ্যে শুক্রবার রঞ্জি টুফির দল ঘোষণা করেছে টিসিএ। শুরুতেই

হলো—কেবি পবন, রাহিল শাহ এবং সমিত গোয়েল-কে এই বছর অত্যন্ত গোপনে পেশাদার ক্রিকেটার হিসাবে বাছাই করা হয়েছে। পবন, রাহিল-রা খেলা ছেড়ে দিয়েছিল। তারপরও তাদেরকে জামাই আদরে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে। বিষয়টা অবশ্যই রহস্যময়। টিসিএ-র কোন স্বার্থ এতে লুকিয়ে রয়েছে সেটা আপাতত জানা না থাকলেও একদিন না একদিন সব কিছুই প্রকাশ্যে আসবে। পবনকে কতটা জামাই আদরে রাখা হয়েছে তার আরও একটি দৃষ্টান্ত হলো, রঞ্জি ট্রফিতে তাকে নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রদান করা। স্থানীয় ক্রিকেটাররা কন্ডিশনিং ক্যাম্পে ঘাম ঝরাচ্ছে। আর পবন-রা নিজ বাড়িতে বসে। তাদেরকে টিসিএ-র তরফে বলা হয়েছিল

দেয় যে, সরাসরি তারা দিল্লিতে দলের সাথে যোগ দেবে। আশ্চর্যজনকভাবে টিসিএ তাদেরকে

কন্ডিশনিং ক্যাম্পে যোগ দিতে বাধ্য করতে পারেনি। অথচ এদের একজনকে (পবন) দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হলো। স্থানীয় ক্রিকেটারদের কাছে কি বার্তা যাবে টিসিএ-র এই সিদ্ধান্তে। টুয়েন্টি-২০ ম্যাচ খেলার মতো ফিট নয় যারা তারা রঞ্জি ট্রফির মতো কঠিন লড়াইয়ে টানা চারদিন ফিট থাকবে কি করে—এই প্রশ্নটাই ঘুরে-ফিরে আসছে ক্রিকেট মহলে।রঞ্জি ট্রফিতে রাজ্য দলের সহ-অধিনায়ক হিসাবে

আছে রজত দে। বাকি সদস্যরা হলো—বিক্রম কুমার দাস, রাহিল শাহ, সমিত গোয়েল, বিশাল ঘোষ, ●এরপর দুইয়ের পাতায় অ্যাশেজে ভরাডুবি, ছেঁটে আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বাম আমলে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্যদের ফেলা হল জো রুটদের কোচকে

দর্শকহীন ইডেনেই হবে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সিরিজ লন্ডন, ৪ ফেব্রুয়ারি।। অ্যাশেজে

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। করোনা দিতে চাই, ইডেন গার্ডেন্সে তিনটি বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজের বল পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নিতে চাইছে না টি-টোয়েন্টি ম্যাচের জন্য কোনও গড়ানোর আগেই করোনার থাবা ভারতীয় শিবিরে। আরটি পিসিআর দর্শককে প্রবেশাধিকার দেওয়া হচ্ছে টেস্টে রিপোর্টপজিটিভ এসেছে ভারতীয় না। সাধারণ মানুষকেও দেওয়া হবে না কোনও টিকিট। কেবলমাত্র ওপেনার শিখর ধাওয়ান, রুতুরাজ সিএবি আধিকারিক এবং বিভিন্ন গায়কোয়াড় এবং শ্রেয়স আইয়ারের। সংস্থার প্রতিনিধিদের অনুমতি দেওয়া ইতিমধ্যেই আইসোলেশনে পাঠানো হচ্ছে।" সৌরভ আরও বলেছেন, "এই হয়েছে ওঁদের।তবে করোনার লাল চোখ সময়ে দর্শকদের প্রবেশের অনুমতি ভারতীয় শিবিরে থাকলেও সিরিজ কিন্তু বাতিল হচ্ছে না। দলে ঢুকেছেন ঈশান দিয়ে খেলোয়াড়দের ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারব না। আজীবন ও কিষান। সূচি অনুযায়ী, চলতি মাসের সহযোগী সদস্যদের জন্য যে স্ট্যান্ড, ৬ তারিখ প্রথম ওয়ানডে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ ৯ ও ১১ তারিখ। নরেন্দ্র তার জনও টিকিট দেওয়া হচ্ছে না। মোদি স্টেডিয়ামে হবে তিনটি রাজ্য সরকারের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে কিন্তু ক্রিকেটারদের শরীর ওয়ানডে ম্যাচ। আর সেখানেও প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় স্বাস্থ্য নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাই না দর্শকহীন অবস্থায় খেলবে ভারত আমরা।" এদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

লজ্জাজনক ভাবে সিরিজ হারার পরেই ছেঁটে ফেলা হল ইংল্যান্ডের কোচ ক্রিস সিলভারউড। সম্প্রতি অ্যাশেজ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ০-৪ ব্যবধানে হেরেছে জো রুটের দল। অঙ্গের জন্য চুনকাম হওয়ার হাত থেকে বেঁচেছে তারা। দলের খারাপ অবস্থার জন্য কাঠগড়ায় তোলা হল কোচকেই। ইংল্যান্ড বোর্চের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদ থেকে আগের দিনই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রাক্তন ক্রিকেটার অ্যাশলে জাইলসকে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন আর এক

প্রাক্তন ক্রিকেটার অ্যান্ড্র স্ট্রস।

দায়িত্ব নিয়েই আগে কোচকে

নির্বাচনের দায়িত্বও তাঁর কাঁধে। উল্লেখ্য, গত ১৪টি টেস্টে মাত্র একটি ম্যাচে জিতেছেন রুটরা। সিলভারউডের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যথেষ্ট সুযোগ পেয়েও দলের জন্য ভাল কিছু করে দেখাতে পারেননি তিনি। দায়ী করা হচ্ছে জাইলসকেও। প্রধান নির্বাচক এড স্মিথকে ছেঁটে ফেলে তিনি সিলভারউডের হাতেই অ্যাশেজের পুরো দল নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু সিরিজে ইংরেজদের ভরাড়ুবি হয়েছে। পাশাপাশি, করোনার কারণে ক্রিকেটার দের ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলানোর পদ্ধতি আমদানি করেও বিতর্ক তৈরি

পর্যদের কোচিং সেন্টারগুলির মধ্যে

অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে নাকি রাজ্যে প্রায় অর্ধ শতাধিক কোচিং সেন্টার ছিল। রাজ্য সরকার এবং সাই-র কোচ, পিআই ছাড়াও ক্রীড়া পর্যদের ওই সমস্ত কোচিং সেন্টারে চুক্তিবদ্ধ বা স্থির বেতনে কোচরা রয়েছেন বা ছিলেন। তবে রাজ্যে সরকার বদলের পর নাকি অনেক সেন্টারে এক হয় তালা পড়েছে নতুবা কোচ সরে গেছেন। অনেক সেন্টারে নাকি শাসক দলের (স্থানীয়) লোকদের আপত্তিতে বাম আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত কোচরা আর কাজ করার সুযোগ পাননি। এই অবস্থায় বর্তমান সময়ে বাস্তবে রাজ্যে ক্রীড়া পর্যদের অধীনে ঠিক কয়টি কোচিং সেন্টার চালু রয়েছে তা নিয়ে ক্রীড়া মহলে প্রশ্ন। পাশাপাশি বাম আমলে ক্রীড়া

কিন্তু মানিক সাহা-র পর অমিত নাকি ওই আস্তঃ কোচিং আর হয় না। কয়েকজন কোচ খেলোয়াড় তুলে আনতো তা নয়, এতে করে কোন সেন্টারে কতটা ভালো কোচিং দিচ্ছে তাও বোঝা

যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হতো তা করেছিলেন সিলভারউড। বলেছেন, "সরকারিভাবে জানিয়ে সরিয়ে দিলেন তিনি। নতুন কোচ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, বরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

অভিযোগ করে গিয়েছিলেন।

পুলিশের সঙ্গে মিলেই নেশা

কারবারিরা ব্যবসা করেন বলে

অভিযোগ তুলছিলেন। এই

ডেপুটেশনের পর এক মাস কেটে

গেলেও লঙ্কামুড়ায় নেশা দ্রব্য

কারবারিদের বিরুদ্ধে কোনও

জমি দখলে শাসক নেতারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। জমি দখলের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। শাসকদলের ব্যানার গায়ে মেখে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন দুষ্কৃতিরা। দল ভাগ করেই স্থানীয় চুনোপুঁটি কয়েকজন মাতব্বর নেতা জড়িত হয়ে পড়েছেন জমি দখলে। জোর করেই মন্দির স্থাপন অথবা অন্য কোনও বাহানায় জমি দখল নিচ্ছেন তারা। থানায় অথবা শাসকদলের প্রভাবশালী নেতাদের জানিয়েও বিচার পাচ্ছেন না সাধারণ নাগরিকরা। এই ধরনের অভিযোগ তুলেছেন পশ্চিম ভুবনবনের বাসিন্দা কুমুদ চন্দ্র সরকার। পশ্চিম ভুবনবনেই তার ১২ গন্ডা জায়গা দখল নিতে উঠে পড়ে লেগেছেন কিছু বিজেপি নামধারী দুষ্কৃতি। এরা আবার পশ্চিম ভ্রন্বন এলাকায় নিজেদের প্রভাবশালী বিজেপি নেতা বলেই পরিচয় দিয়ে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে থানা পুলিশ অথবা জেলাস্তরের বিজেপির নেতারা কোনও কথা বলেন না। বাধ্য হয়ে শুক্রবার এই নেতাদের বিরুদ্ধে মুখ



খুলেছেন কুমুদ চন্দ্র সরকার। তিনি সাংবাদিক ডেকে নিজের অভিযোগগুলির কথা তুলে ধরেছেন। অভিযুক্তরা হলেন দেবাশিস দেব, প্রশান্ত মল্লিক, অজিত গোপ, শ্রীরাম চৌধুরী। সবারই বাড়ি পশ্চিম ভুবনবন এলাকায়। এলাকার সবকিছুতেই তাদের প্রথম সারিতে পাওয়া যায়। কুমুদের দাবি, ৭০ বছর ধরে পশ্চিম ভূবনবনে তিনি বসবাস করেন। তার ১২ গন্ডা খালি জায়গা রয়েছে। এই জায়গায় গামাই বাগান করা আছে। গাছগুলি বহু বছর পুরোনো। খালি জায়গাতে কীর্তনের আয়োজন

নেতারা। যথারীতি কুমুদ কীর্তনের জন্য রাজী হন। তাকে বলা হয়েছিল, ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। দুই দফায় তাকে কীর্তনের সামনে ডাকাও হয়। এখন কীর্তন শেষ হয়ে গেছে। এরপর জমির উপর এখন স্থায়ীভাবেই মন্দিরের নামে ঘর তৈরি করা হচ্ছে। এজন্য কুমুদের কাছ থেকে কোনও অনুমতিও নেওয়া হয়নি। মন্দিরের নাম দিয়েই জমিটি দখল নিতে চাইছে স্থানীয় বিজেপি নেতারা। তিনি তাদের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে শাসকদলের অন্য নেতাদের কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু সবাই তাকে নানাভাবে জায়গাটি ছেড়ে দিতে বুঝিয়ে যাচ্ছে। কুমুদ জানান, একদল এসে তাকে বুঝিয়ে যান যারা জমি দখল করতে চাইছেন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে পারবেন না তিনি। তারা দেখবেন বিষয়টি। অন্যদিকে দেবাশিস, প্রশান্ত, অজিত, শ্রীরাম এই চারজনের নেতৃত্বে একদল যুবক এসে অপহরণ, হত্যার হুমকি দিয়ে যায়। ৫০ বছর পুরোনো ৮টি গামাই

করতে চেয়েছিলেন স্থানীয় বিজেপি

গাছও ইতিমধ্যে বুলডোজার লাগিয়ে তুলে ফেলা হয়েছে। নিজের জমি এখন ফিরে পেতে চাইছেন কুমুদ। তিনি আশা করছেন এনিয়ে সংবাদ হলে সমাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পুলিশ এবং প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। এমনিতেই পুলিশের কাছে গিয়ে তিনি কোনও আশা দেখতে পারছেন না। বিজেপির নেতা শুনলেই সবাই পিছিয়ে যাচ্ছেন। প্রসঙ্গত, রাজ্যে গত কয়েক বছর ধরেই জোর করে জমি দখলের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সরকারি খাসজমি পর্যন্ত জমি দস্যুরা দখল নিচ্ছেন। এমনকী আগরতলায়ও কেউ স্বেচ্ছায় জমি বিক্রি করতে পারছেন না। জমি দস্যুদেরকে টাকা না দিয়ে জমি কিনতে গেলে হামলা করা হচ্ছে।এই সংস্কৃতি আগরতলায় শেষ হয়ে গিয়েছিল।কিন্তু কিছু লোভী নেতার মদতে তারা আবারও সক্রিয় হয়ে পড়েছেন। এতদিন জমি কেনা-বেচা করতে তারা টাকা আদায় করতেন। এবার শহরতলিতে প্রকাশ্যেই জমি দখলে নিলো তারা। নাম দেওয়া হলো মন্দির স্থাপনের।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। অস্বাভাবিক মৃত্যু কিছুতেই থামছে না রাজ্যে। অল্প বয়সের যুবকরাও আত্মহত্যা করছেন। সাধারণ বিষয় নিয়েই আত্মহত্যা করছে তরুণ-তরুণীরা। এবার আত্মহত্যার ঘটনা শহরের ভাটি অভয়নগরে। নিজের ঘরেই ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে রফিক মিয়া নামে ২১ বছরের এক যুবক। শুক্রবার এই যুবকের দেহ ময়নাতদন্ত হয়েছে। কি কারণে রফিক ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলেন এই ব্যাখ্যা নেই পুলিশের কাছে। এমনকী রফিকের ভাইও আত্মহত্যার কারণ বলতে পারছেন না। তবে পুলিশ মনে করছে ব্যক্তিগত কোনও সমস্যার কারণেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন রফিক। জানা গেছে, রফিক বৃহস্পতিবার রাতে খাবার খেয়ে নিজের ঘরে ঘুমোতে যান। গভীর রাতে রফিকের ছোট ভাই ঘরে গিয়ে এরপর দুইয়ের পাতায়

সুপারের স্নেহধন্য তাপসকে এই

দফায়ও সরাতে পারলেন না রাজ্য

পুলিশের আধিকারিকরা। মূলতঃ

ওই অতিরিক্ত পুলাশি সুপার

তাপসের হয়ে প্রতিনিয়তই জয়গান

গেয়ে যাচ্ছেন। বাম আমলে এই

তাপসই তৎকালীন শাসকদলের এক

প্রভাবশালী নেতার কাছের ছিলেন।

তাপসের পরিবারে সিপিএম'র

মাঝারি স্তরের এক নেতাও

রয়েছেন। যে কারণে তাপসকে

শহরের কাছে বোধজংনগর থানায়

পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু

নেশা দ্রব্য-সহ আটক কুখ্যাত 🞽

কারিগরদের গ্রেফতার করতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। শহর ছেয়ে গেছে নেশা দ্রব্যে। এখন আর পুলিশে অভিযানে দু'চারটি কৌটা, পুলিশের সাধারণ অভিযানেই উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী। এডিনগরের পর এবার লঙ্কামুড়ায় পুলিশি অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ১৫ লক্ষ টাকার নেশা দ্রব্য। একই সঙ্গে নেশা বিক্রির পর জমানো সাড়ে ৫ লক্ষ টাকাও উদ্ধার হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে চন্দন হালদার নামে এক কুখ্যাত নেশা কারবারিকে। বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ শহরতলির লঙ্কামুড়ায় অভিযানে গিয়ে পুলিশের এই সাফল্য। পশ্চিম থানার ওসির দায়িত্ব নিয়ে সুব্রত চক্রবর্তী এই সাফল্য দেখিয়েছেন। যদিও শুক্রবার পশ্চিম থানায় নেশা দ্রব্যগুলি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হন দুই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিয়া মাধুরী মজুমদার এবং অনির্বাণ দাস। তবে শহরে ব্যাপক পরিমাণে নেশা দ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এই ঘটনায় পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আগরতলা ছেয়ে যাচ্ছে নেশা দ্রব্যে। এডিনগরে এক কোটি টাকার

স্কুলে যাওয়ার

পথে রক্তাক্ত

শিক্ষক

অবস্থায় দেখতে

অভিজিৎকে। যদিও অভিযুক্ত

মারুতি গাড়িটি তারা আটক

পারেনি পুলিশ। বিশাল পরিমাণ নেশা দ্রব্য কারা এনেছিলেন তাও নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার হয় না। ধৃত বাবা-ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে গোয়েন্দা বাহিনীর খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাত ৩টা হেরোইন উদ্ধার হয়েছিল। এই

অভিযানে আসাম রাইফেলসের জওয়ানরাও যান। যৌথ অভিযানে চন্দনের কাছ থেকে নেশা সামগ্রী এবং নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানতে পেরেছে, চন্দন কয়েকদিন পর পরই বাংলাদেশ যায়। বেশিরভাগ সময়ই বেআইনি পথে আসা-যাওয়া করে। এই দফায় তার বাডি থেকে প্রচুর পরিমাণে ফেন্সিডিল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই পশ্চিম থানায় এসে নেশা দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান করতে লক্ষামুড়া এলাকার মহিলারা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ডেপুটেশন দিয়ে গিয়েছিলেন।

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। স্কুলে যাওয়ার পথে গুরুতর জখম GRAMMAR & শিক্ষক। ঘটনা শালবাগান **SPOKEN** এলাকায়। রক্তাক্ত অবস্থায় অভিজিৎ দাস নামে এই শিক্ষককে ছোটদের, বড়দের ও Com-উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে petitive পরীক্ষার্থীদের ভর্তি করিয়েছেন স্থানীয়রাই। জানা গেছে, খোয়াইয়ের একটি স্কুলে English grammar, শিক্ষকতা করেন অভিজিৎ (৩৫)। Spoken, Written ও শালবাগানে নিজের বাড়ি থেকে Translation পড়ানো হয় বাইকে আসা-যাওয়া করেই তিনি চাকরি করেন। অভিজিৎ বাইক এবং Recording Videos নিয়ে ক্ষুলে যাওয়ার সময় প্রদান করা হয়। বিএসএফ ক্যাম্পের কাছে একটি — ঃ যোগাযোগ করুন ঃ-মারুতি গাড়ির সঙ্গে ধাকা খান। মার তিটি তার বাইকে ধাকা Mob - 9863451923 মেরে পালিয়ে যায়। পথচলতি 8837086099 লোকজন রাস্তার পাশে রক্তাক্ত

ব্যবস্থা হয়নি। শেষ পর্যন্ত গোয়েন্দা নাগাদ লঙ্কামুড়ায় চন্দন হালদারের

ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মূল নেশার তারা পুলিশের বিরুদ্ধে বেশ কিছু

বাড়িতে অভিযান করে পুলিশ। বাহিনীর খবরের ভিত্তিতে পুলি* অভিযান করে সাফল্য পেয়েছে। থানায় এনে চন্দনকে জেরা

করছেন পুলিশ অফিসাররা। এদিন সাংবাদিকদের পিয়া মাধুরী মজুমদার জানান, মুখ্যমন্ত্রী নেশা মুক্ত ত্রিপুরা চাইছেন। তিনি নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমরাও এখন এই নেশা কারবারিদের বিরদ্ধে অভিযান করে যাবো।



Specialist in Vastu Phd. in Astrology ভারতের বিভিন্ন শহরে সমাদৃত **আচার্য্য আশুতোষ** এবার আপনাদের শহরে যে কোন জটিল বাস্তু ও জ্যোতিষ

7980555138

খোয়াই লিজা গেস্ট হাউসে 5th February, 2022 আগরতলা হোটেল হেভেন 10th February, 2022

সমস্যার সামাধানে। ফোন নম্বর

9477405138

জখম সাংবাদিক সহ তিনজন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ ফেব্রুয়ারি।। যান সন্ত্রাসে গুরুতর জখম এক সাংবাদিক-সহ তিনজন। গুরুতর অবস্থায় দু'জনকে জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার রাত পৌনে দশটা নাগাদ উদয়পুরের লোকনাথ আশ্রমের সামনে জখম হয়েছেন সুজন। রাতে তিনি কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন।



লোকনাথ চৌমুহনির কাছে একটি অটোর সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংর্ঘষ হয়।দ্রুত গতিতে বাইক এবং অটোর সংঘর্ষে ছিটকে পড়ে যান সুজন।আহত হয়েছেন অটো চালক দুলাল দেবনাথও। দু'জনকেই দমকল কর্মীরা উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে গুরুতর জখম অবস্থায় সুজনকে জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সুজন পায়ে ভালো আঘাত পেয়েছেন। এই ঘটনার আধঘণ্টার মধ্যেই উদয়পুরের সোনামুড়া চৌমুহনিতে পুলিশের ব্যারিকেডের ধাক্কা খেয়ে গুরুতর জখম হয়েছেন বাপ্পা দাস নামে এক বাইক চালক। দমকল ক্মীরা তাকেও উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা

এরপর দুইয়ের পাতায়

Flat on Sale

Flat Sale on Palace Compound (Near Town Hall) only genuine buyer can contact.

Mob- 9612906229 N.B. Interest land owner on Agartala City for Promoting can contact.

9436940366

সহদেব মুক্ত বটতলা ফঁ পদোন্নতিপ্রাপ্ত এক অতিরিক্ত পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। আবারও বদলি হলেন বটতলা ফাঁড়ির ওসি সহদেব ভৌমিক। দুর্নীতিতে অভিযুক্ত এই ওসিকে সাত মাস আগে পশ্চিম জেলার তৎকালীন এসপি মানিক লাল দাস বদলি করেছিলেন। কিন্তু তিনি এসপি থাকার সময় সহদেবকে বটতলা থেকে আর সরাতে পারেননি। এবার এসপি'র দায়িত্ব নিয়ে জে রেড্ডি আবারও সহদেবের নামে বদলির নির্দেশিকা জারি করেছেন। বলা হয়েছে, নির্দেশ জারি হওয়ার পর দ্রুত পশ্চিম জেলায় রিজার্ভ বিভাগে যোগ দিতে। তার জায়গায় বটতলার ওসি করা হচ্ছে পূর্ব থানার এসআই অভিজিৎ মণ্ডলকে। বটতলা ফাঁড়ির আরেক সাব ইন্সপেকটর রঞ্জিত সরকারকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বিলোনিয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি।। পাচার

বিরোধী অভিযান করতে গিয়ে

গুরুতর জখম এক বিএসএফ

জওয়ান। চাঞ্চলকেব এই ঘটনা

বিলোনিয়া মহকুমার পিআরবাড়ি

ফাঁড়ি এলাকায়। পাচারকারীদের

ছোঁড়া পাথরের ঢিলে মাথা ফেটে

যায় বিএসএফ জওয়ান কনস্টেবল

বিনোদ সুরেনের। তিনি বিএসএফ'র

১৩০নং ব্যাটেলিয়নে কর্মরত।

রাঙ্গামুড়া ফাঁড়িতে তার পোস্টিং।

বৃহস্পতিবার রাতে সীমান্ত পাহারা

দেওয়ার সময় পাচারকারীদের গাঁজা

নিয়ে যেতে দেখেন বিনোদ।

যথারীতি তিনি পাচারকারীদের

করেন।

পুলিশ মহলে প্রভাবশালী মন্ত্রীর ঘনিষ্ট সহদেবকে বাস্তবে বটতলা থেকে সরাতে পারবেন কিনা এসপি তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। এখনও সন্দেহ প্রকাশ করছেন শহরের থানাগুলির পুলিশ কর্মীরা। তাদের বক্তব্য, সহদেবকে সরানো সহজ নয়। প্রত্যেক মাসে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা তোলা আদায় করে পৌঁছে দিতো এই সহদেব। এই টাকা নতুন কেউ এসে তুলে দিতে পারবে না। কিন্তু অবশেষে এসপি বদলের পর সহদেবকে বদলি হতে হয়েছে। আইপিএস জে রেড্ডি ঘুসের টাকার অভিযোগ শুনতে চান না। সহদেবকে এই মুহূর্তেই ওসির পদ থেকে বদলি করে দেওয়ার নির্দেশিকা জারি করেছেন। পশ্চিম জেলায় এদিন আরেকটি নির্দেশিকায়

রক্তাক্তও হলেন। অন্য জওয়ানরা

তার চিৎকারে ছুটে আসেন। এই

সুযোগে পালিয়ে যায় পাচারকারীরা।

আহত জওয়ানকে পিআরবাড়ি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা করানো

হয়েছে। উদ্ধার করা গাঁজাগুলি

পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া

পাঁচজনকে বদলি করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন লেফুঙ্গা থানার এসআই সত্যবামন দেববর্মা। তাকে চম্পকনগর ফাঁড়ির ওসি করা হয়েছে।খয়েরপুর ফাঁড়ির ওসি করা হয়েছে জিরানিয়া থানার এসআই রাজু বৈদ্যকে। জিরানিয়া থানায় পাঠানো হয়েছে এয়ারপোর্ট থানার এসআই ওবাইদুর রহমানকে। সিধাইয়ের সুন্দরটিলার ফাঁড়ির ওসি করা হয়েছে তরুণী জমাতিয়াকে। কয়েকদিন আগেই ৬২টি থানা এবং ফাঁড়ির ওসিকে বদলি করা হয়েছিল। এবার আরও ৩টি ফাঁড়ির ওসি রদবদল হলো। কিন্তু বিশাল তালিকার মধ্যেও বাদ গেছে বোধজংনগর থানার ওসি তাপস মালাকার। ৫ বছরের উপর ধরে একই থানায় কর্মরত রয়েছেন

এখন তাপস স্থানীয় বিজেপি বিধায়কের পছন্দের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, তাপসের সহযোগিতায় নিপকো এলাকার সমস্ত ঠিকেদারীর দখল বিধায়কের হাতে গেছে। এছাড়া রাজ্যের সমস্ত গাঁজা-সহ নেশাদ্রব্য পাচারকারীদের রুখতে গিয়ে রক্তাক্ত জওয়ান বোধজংনগর থানা এলাকা দিয়েই আসা-যাওয়া করে। এক দফায় বিপুল পরিমাণে নেশা সামগ্রী-সহ হয়েছে। এর বাজার মূল্য ১ লক্ষ ২৫ ধৃত লরিচালকের মোবাইলের হাজার টাকা। এদিকে এই ঘটনায় সিডিআর সূত্র ধরে তাপসের নাম পিআরবাড়ি বিএসএফ'র পক্ষ থেকে পেয়েছিল পুলিশ। অথচ এক একটি মামলা করা হয়েছে। মান্নান মিয়া, মানিক মিয়া-সহ তিনজনেব নামে এনডিপিএস অ্যাক্ট এবং কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানকে আহত করার অভিযোগে মামলা নেওয়া হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত পাচারকারীদের গ্রেফতারের খবর

নেই। রাতে পাচার রুখতে গিয়ে

বিএসএফ জওয়ান আহত হওয়ার

ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় চাঞ্চল্য

ছড়িয়ে পড়ে। গভীর রাতে

বিএসএফ'র পক্ষ থেকে সীমান্ত

এলাকায় টহলও দেওয়া হয়।

এরপর দুইয়ের পাতায়

করতে পারেননি। নিজেই নিজের Boss হয়ে চলুন

আজই Join করুন ভারতবর্ষের সর্ববহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থা তথা Life Insurance Corporation of India তে এজেন্ট হিসাবে এবং তাতে সুবিধা হিসেবে পাবেন মাসিক স্টাইপেন্ড ৫০০০ থেকে ৬০০০ হাজার টাকা, আকর্ষণীয় কমিশন আয়, মাসিক ইন্সেন্টিভ, পেনশন,গ্রাচুইটি, সৌভাগ্য সাফল্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ইত্যাদি আরও অতিরিক্ত সুবিধা। যোগাযোগ করুন:-7005400300



সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্ত্ব সমাধান পাবেন আমাদেব কাছে মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশাস্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন সন্তানের চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম। মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

বংশেষ দ্রপ্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।



🕅 নাইটিংগেল নার্সিং হোম ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা সাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী



0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771

নিজে পাচারকারীদের ছোঁড়া ঢিলে রক্তাক্ত হলেও পাচারের গাঁজাগুলি আটক করে ফেলেন। সব মিলিয়ে ২৫ কিলো গাঁজা তিনি আটক করেছেন। Admission Point এই গাঁজা আটক করতে গিয়ে MEDICAL COLLEGES IN INDIA

সোনার বাজার দর Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu Puducherry, Haryana , Bihar, Orissa & Other) LOW PACKAGE 45 LAKH

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,১০০ ভরিঃ ৫৬,১১৬

<u>जन रेटिय़ा अत्रन छालिक्ष</u>

Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শক্র থেকেপরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা

> কালাজাদু, মুঠকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট। घत् वस्र A to Z अञ्चअत्रत अञ्चाधान

যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান



NIOS / COMPUTER / SPOKEN ENGLISH

NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY

Call Us : 9560462263 / 9436470381

যেসব ছাত্রছাত্রী ও চাকুরীজীবীরা VIII পাশ বা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ফেল তারা NIOS Open Board থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এবং ছোট বড়দের Short Time ও Long time Computer, Spoken English কোর্সে ভৰ্তি চলছে।

Contact - Popular Computer Academy Joynagar Busstand, Agartala, West Tripura Ph: 7005605004 / 9774349322

